চন্দ্রাবতী নাটক।

(ইতিবৃত্ত-মূলক।)

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল

প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৫ সাল।

চন্দ্রাবতী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রপুর—চন্দ্রশেখরের মন্দিরের প্রাঙ্গণ।

(নারায়ণদেব ও রাজদূত আসীন।)

দূত। ভাল, এই পত্রখান দেখুন দেখি। (পত্র প্রদান।)

নারা। (দৃষ্টি করিয়া) হাঁ, আমিই এই পত্র তারাপুরাধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্রকেশরীকে লিখেছিলেম।

দূত। আর এই দ্বিতীয় পত্রে দেখুন, তিনি আপনার পত্রস্থ বিষয়ে মন্ত্রণার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন; রাজমোহর ও রাজস্বাক্ষর পই পত্র অলঙ্কৃত করেছে। (পত্র প্রদান।)

নারা। আপনি যে যথার্থই তারাপুরের রাজদূত সে বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই। এখন আমার পত্রস্থ বিষয়ে মহারাজের অভিপ্রায় কি?

দূত। রত্নাকর অধিকারে কার্ অনিচ্ছা? মানভূমির রাজলক্ষ্মী রাজা মাত্রেরই একান্ত লোভের সামগ্রী।

নারা। কিন্তু বীরেন্দ্রকেশরীর রাজভাণ্ডারই সে লক্ষ্মীর অবস্থানের যোগ্য স্থান, এবং তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

দূত। মহারাজও বলেছিলেন যে, মোহন্তবর বলবান্ রাজকুলসত্ত্বে যে, ক্ষুদ্র বীরেন্দ্রকে মনোনীত করেছেন এ তাঁর নিতান্ত অনুগ্রহের চিহ্ন।

নারা। মহতের কথাই এই। তবে আমার মনোনীতের কারণ আছে বটে।

দূত। শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

নারা। সে অতি নিগূঢ় কথা।

দূত। আর অব্যক্ত রাখা উচিত নয়।

নারা। নিঃসন্দেহ। বীরেন্দ্রকেশরী শৈব আর অবিবাহিত।

দূত। মানভূমির রাজমুকুট ধারণে কি এই দুটী আবশ্যক?

নারা। আমার মতে। কারণ, বিখ্যাত বৈদ্যনাথের মোহান্তাই যদি লাভ আর চন্দ্রাবতীকে উপযুক্ত বরে প্রদান করাই আমার উদ্দেশ্য।

দূত। অবশ্য সাধিত হবে। মহারাজ বীরেন্দ্রকেশরীরও ইচ্ছা যে, শৈবধর্ম্ম সূর্য্যমণ্ডলের উজ্জ্বল কিরণের ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশকে আশ্রয় দেয়।

নারা। এ দূরদেশ পর্য্যন্ত সে যশোরাশি ভাসিয়াছে?

দূত। আপ্‌নাদের কৃপায়।

নারা। না, রাজ-অদৃষ্ট। বৈদ্যনাথের মোহান্তাই আমার হস্তগত হলেই রাজার এ ইচ্ছা ফলবতী হবে। এখন এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেম। চন্দ্রাবতীর কি?

দূত। সে রূপরাশি হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে রাজা স্বরাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে পারেন।

নারা। সত্য বটে, চন্দ্রাবতী রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু রাজা যে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ কর্‌বেন না, এই সন্দেহ আমার নিতান্ত ভয়ের কারণ, আর আমার অভিপ্রেত বিষয়ে সেই এক মাত্র প্রতিবন্ধক।

দূত। কিন্তু শ্রীনিবাস কৌস্তুভমণি সত্ত্বে অন্য রত্নে বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত করেন না।

নারা। নিশ্চিন্ত হলেম।

দূত। এখন আপনি কি উপায়ে মানভূমির রাজমুকুট মহারাজের শিরে সমর্পণ করবেন?

নারা। অতি সহজে, বিনা শোণিতপাতে।

দূত। বীরেন্দ্রের বীরবক্ষে সাহস-কবাট এতাদৃশ দৃঢ় সংলগ্ন যে ভয়ের প্রবেশাধিকার স্বপ্নবৎ। আর তারাপুরের সুশিক্ষিত সৈন্য সঙ্গে মানভূমির চোওয়ারের সম্মুখ-যুদ্ধ অসম্ভব।

নারা। আমার অবিদিত নাই; কিন্তু বিনা যুদ্ধে মানভূমি বীরেন্দ্রকে প্রদান করার উপায় আমার হাতে।

দূত। ব্যক্ত করুন।

নারা। সে উপায় চন্দ্রাবতী।

দূত। আশ্চর্য্য!

নারা। মহাদেবের প্রসাদাৎ! বিধাতার নির্বন্ধ! চন্দ্রাবতীর ললাটলিপি!

দূত। এতে সকলই সম্ভব। কিন্তু মহারাজ বীরেন্দ্রের অদৃষ্ট কি এতই প্রশস্ত?

নারা। দেবকুল ধার্ম্মিকেরই পুরস্কার করেন। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে চন্দ্রাবতী ইন্দুমালার সঙ্গে ফুল তুলে আস্‌চেন।

দূত। (দেখিয়া) আহা! বিধাতা তারাপুরের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করবার জন্যে কি রত্নই সৃষ্টি করেছেন! আর এমন অনুপম সুলক্ষণা স্ত্রী স্বামীগৃহে একটা রাজ্য যৌতুক স্বরূপে লয়ে যাবে তার আশ্চর্য্য কি!

(অনতিদূরে চন্দ্রাবতীর ও ইন্দুমালার প্রবেশ।)

চন্দ্রা। ভাই, এখনি তুমি একথা পিতাকে বল।

ইন্দু। তুমি যে ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেলে।

দূত। আহা! আশ্রমস্থ কুলবালারা যে, এই দুর্দ্দান্ত যবনদের দৌরাত্ম্য প্রভাবে পিঞ্জর-বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আলয়-বদ্ধ

হয় নাই এ ও কতক সুখের বিষয়। লজ্জাশীলা কুলকামিনীরা যে পূর্ব্বতন স্বাধীনতা সহকারে নির্ব্বিঘ্নে যদিচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করে এ দেখে কার্ মন না শীতল হয়।

নারা। এঁদের দুজনার এমন সচকিতের মত ভাব কেন!—ইন্দুমালা, কি হয়েছে?

ইন্দু। প্রভু, আজ আবার সেই দুজন এসেছে।

নারা। আবার এসেছে?

ইন্দু। নূতন বাগানে আমরা যতক্ষণ ফুল তুল্‌লেম, তারা একদৃষ্টে আমাদের পানে চেয়ে রইলো, আর যেন কি মন্ত্রণা করতে লাগলো।

দূত। (সগর্ব্বে) কি! এত বড় স্পর্দ্ধা! (অসিতে হস্তক্ষেপ।)

নারা। তারা কি অস্ত্রধারী?

ইন্দু। তাদের বেশভূষা সৈনিকের মত।

নারা। অনুসন্ধানটা করা ভাল।

দূত। এখনি। (অসি নিষ্কোষণ।)

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রা। এসো সখি, আমরা ততক্ষণ দেবসম্মুখে বসে মালা গাঁথি। (উপবেশন ও মালা গাঁথন।)

ইন্দু। হয় ত ভাই, তারা কোন রাজার লোক।

চন্দ্রা। এখনি জানা যাবে।

ইন্দু। আহা! তারা গিয়ে তাদের রাজাকে বলে যে, আশ্রমে চন্দ্রাবতীকে দেখে এলেম, আর রাজা এসে অমনি তোমাকে বিয়ে কর্‌য়ে নিয়ে যায়——

চন্দ্রা। তুমি কোন্ প্রাণে এমন কথা বল্‌লে?

ইন্দু। যে প্রাণে চন্দ্রাবতীর সুখ বই আর কোন চিন্তা নাই।

চন্দ্রা। তবে সে দিন যখন একটী ডালে দুটী গোলাপ গায়ে গায়ে ফুটেছিল, আমি একটী তুল্‌তে চাইলাম, তুমি বল্‌লে, সখি,

একটী তুল্‌লে এমন পবিত্র শোভা আর থাক্‌বে না, আবার আজ এমন কথা কেমন করো বল্‌লে ?

ইন্দু। আর কত দিন ভাই বনের শোভা কর্‌বে ? আর এই ত ভাই, তোমার বিয়ের যোগ্যকাল ; দেখ দেখি, এখন বিয়ের কথাটী হলে কেমন তুমি মুচ্‌কি হেসে মুখটী হেঁট কর ; যেন লজ্জা-বতী লতার মত লতিয়ে পড়ো।

চন্দ্রা। তোমার, ভাই, অনাসৃষ্টি কথা।

ইন্দু। রাগ কর্‌লে ভাই ? কিন্তু তোমার কপট রাগের আহ্লাদের চিহ্ন যেন বদনে ভাস্‌তে লাগ্‌লো।

চন্দ্রা। সখি, তুমি এত মিষ্টি কথাও জান।

ইন্দু। যা হোক্ ভাই, তুমি ত রাজসিংহাসনের শোভার জন্যেই জন্মেছ ; সিদ্ধপুরুষের কথা কি মনে হয় না ?

চন্দ্রা। তা কখনই হবে না।

ইন্দু। মহাদেব সে কথা সত্য কর্‌বেনই কর্‌বেন।

চন্দ্রা। ভাই, তুমি এ নতুন রঙ্গের কথা ছেড়ে দাও। দেখ দেখি আমার মালাছড়াটী কেমন হল।

ইন্দু। সখি, দিব্বি হয়েছে ; মহাদেবের প্রসাদি মালা স্বরায় তোমার বরের গলায় উঠুক।

চন্দ্রা। সখি, তুমি যে বিয়ে বিয়ে করো একবারে পাগল হলে ?

ইন্দু। তা ত হলেম ভাই, তখন আবার কে হয় তাও দেখা যাবে। আমি একটু সুত আনি।

চন্দ্রা। আমিও এইবার মালতীর মালা গাঁথি।

[ইন্দুমালার প্রস্থান।

(নেপথ্যে ইন্দুমালার সংগীত।)

বেহাগ।—আড়াঠেকা।

পূরাবে কবে হে হর! অধিনীর আকিঞ্চন।
তুষিবে সখীরে দিয়ে, মনোমত পতিধন॥
এ বন-কুসুম-কলি, সুজনে যতনে তুলি,
গাঁথিবে হৃদয়-হারে, তাই করি আরাধন।
দুঃখিনী রমণী কত, পায় পতি মনোমত,
শৈশবে শঙ্কর তব, পূজিয়া চরণ;
চন্দ্রাবতী ভালে হেন, কর হে সুখ যোজন,
সফল হউক তার, ব্রত অনশন॥

চন্দ্রা। (স্বগত) আহা! সখি এত মধুও মুখে সঞ্চয় করেছেন।

(দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।)

প্র, সৈ। (জনান্তিকে) এই যে, বাসকি মণিটী এখানে রেখে স্থানান্তরে গমন করেছেন।

দ্বি, সৈ। বীরবর, লোকে যে বলে সম্প্রতি এ দেশের সাধুগণ বীর্য্যহীন হয়েছেন, সে কথা কোন কাজের নয়। দেখ দেখি মোহন্তের কি প্রভাব, আশ্রিত কন্যাটী যেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত জ্বল্‌ছে।

প্র, সৈ। পতঙ্গেরাও ধাবিত হয়ে এসেছে।

দ্বি, সৈ। রাজার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।

প্র, সৈ। তবে আর কোন্ সময়! (চন্দ্রাবতীকে আক্রমণোদ্যোগ।)

চন্দ্রা। (রোদন ও উচ্চৈঃস্বরে) পিতা, কোথায় গেলে! পিতা, কোথায় গেলে! তস্করেরা আমার প্রাণ নষ্ট কর্‌লে!

[চন্দ্রাবতী, পশ্চাতে সৈনিকদ্বয়ের বেগে প্রস্থান।

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। (সগর্ব্বে) রে দুষ্ট তস্কর! অবলার প্রতি অত্যাচার করিস্?

[অসি নিষ্কোষণ ও বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে, মন্ম। এখনি ছাড়্, নচেৎ এই মস্তকচ্ছেদন করি।

নেপথ্যে, প্র, সৈ। তবে কি বিনা শোণিত পাতে চন্দ্রাবতী সংগ্রহ হবে না।

নেপথ্যে, মন্ম। রে পাপিষ্ঠ নরাধম! এত বড় স্পর্দ্ধা!—ক্ষুদ্র পতঙ্গ! আর কেন এ অসিকে কলঙ্কিত কর্‌বি? ঐ দেখ্, তোর সঙ্গী ধরাশায়ী হয়েছে।

(মন্মথ ও ইন্দুমালা অচেতনা চন্দ্রাবতীকে লইয়া প্রবেশ।)

ইন্দু। আহা! বোন্! তোমার কি হোলো! (পার্শ্বে উপবেশন ও বায়ু সঞ্চালন) ওগো, আপনি ত আমার প্রিয়সখীকে তস্করের হাত হতে রক্ষা কর্‌লেন, এখন ইনি যাতে বেঁচে উঠেন তা করুন।

মন্ম। এ স্থান আমার অপরিচিত, তুমি একটু জল আন দেখি। আমি বরং তোমার কর্ম্ম কর্‌ছি। (উপবেশন ও বায়ু সঞ্চালন।)

ইন্দু। (উঠিয়া) আর ত কোন ভয় নাই?

মন্ম। আমি সহস্র যোদ্ধার হাত হতেও তোমার সখীকে উদ্ধার কর্‌বো।

ইন্দু। ধন্য সাহস!

[ইন্দুমালার প্রস্থান।

মন্ম। (স্বগত) এ যদি মদনোদ্যান হয়, তবে ইনিই রতিদেবী তার সন্দেহ নাই। হয় ত মহাদেবের যোগভঙ্গ কর্‌তেই

এ মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। যা হোক্ ধরাধামে এ রমণী রমণীর সার রত্ন। বল্‌তে পারিনে, ধরণী আর একটী এমন রত্নে অলঙ্কৃত হয়েছেন কি না। দ্বিতীয় চন্দ্র ত সম্ভবে না। কিন্তু অমৃতরাশি সুদর্শন চক্রব্যতীত কদাচ রক্ষা হয় না, পারিজাত-কুসুম দেবগণেরই রক্ষিত বস্তু, তবে বিধাতার এ লীলা কেন? এ অমূল্য রত্ন এ নির্জ্জন বিপিনে?——

(জল হস্তে ইন্দুমালার প্রবেশ।)

ইন্দু। এই নিন, মহাদেবের সুশীতল চরণামৃত।

মন্ম। (বদনে নিক্ষেপ করিয়া) ভগবান! রক্ষা কর।

চন্দ্রা। (নয়ন উন্মীলন করিয়া) আমি কি তস্করের হাত হতে রক্ষা পেয়েছি?

ইন্দু। হাঁ সখি, পেয়েছ।—এই তোমার রক্ষাকর্ত্তা।

চন্দ্রা। (মন্মথের প্রতি দৃষ্টি।)

ইন্দু। মহাশয়, ইনি এই আশ্রমপতি মোহন্ত নারায়ণ দেবের কন্যা, আপনি একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির মহা উপকার কর্‌লেন।—আপ্‌নি কি কোন রাজা?

মন্ম। না সখি, আমি কোন রাজা নই।——সখি, আমি রাজা নই শুনে কেন তোমার মুখ মলিন হলো?

(নারায়ণদেব ও রাজদূতের প্রবেশ।)

নারা। আহঃ রক্ষা হোক্! হা মহাদেব!

ইন্দু। প্রভু, ইনিই আপ্‌নার চন্দ্রাবতীকে রক্ষা করেছেন।

নারা। দিগ্বিজয়ী হোন্! চিরজীবী হোন্! (চন্দ্রাবতীর প্রতি) মা! এখন ত শারীরিক ভাল আছ?

চন্দ্রা। হাঁ পিতা।

দূত। (স্বগত) আমি রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে কত সুখের হতো, অনর্থক অসি নিষ্কোষিত করেছিলাম। (অসি কোষস্থ)

তা'এ ব্যক্তিটাই বা কে? দীর্ঘাকৃতি, প্রশস্ত ললাট, লম্বিত ভুজ, বিশাল বক্ষঃস্থল, সকলই ভাগ্যধরের লক্ষণ। তবে কি বিধাতা আবার বীরেন্দ্রের ভাগ্যে প্রতিযোগী প্রেরণ করলেন না কি?

নারা। (মন্মথের প্রতি) আপনি যে আমার কি উপকার করেছেন তার আর কি বল্‌বো। আশীর্ব্বাদ করি আপনি চন্দ্র-শেখরের কৃপায় রাজা হোন্। এখন এই দুঃখী সন্ন্যাসী কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল কোন্ বীরনাম স্মরণ করবে?

মন্ম। প্রত্যুপকার অথবা কৃতজ্ঞতার জন্যে আমি চন্দ্রাবতীকে রক্ষা করিনাই, সেই জন্যে সামান্য পরিচয় গোপন করলেম।

দূত। (স্বগত) ইস্, কি আত্ম-গরিমা!

ইন্দু। (জনান্তিকে) দেখ্‌লে ভাই, কেমন মহৎস্বভাব! ইনি কোন বড় লোকই হবেন।

চন্দ্রা। তার কি সন্দেহ আছে? কিন্তু ভাই, রাজদূতের মুখ যেন কালি হয়ে গেল।

নারা। ভাল, আতিথ্য গ্রহণে ত বাধা নাই।

মন্ম। সাধুর আকিঞ্চন আর মহাদেবের প্রসাদ শিরোধার্য্য।

নারা। চন্দ্রাবতী, তোমার জীবনদাতাকে লয়ে মন্দিরে যাও, যথাবিধানে আতিথ্য সৎকার কর গে। ইন্দুমালা, তুমিও যাও।

[মন্মথ, ইন্দুমালা ও চন্দ্রাবতীর প্রস্থান।

(দূতের প্রতি) মহাশয়, চন্দ্রাবতীকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো।

দূত। তার সন্দেহ কি! রত্ন সাগরেই থাকুক্ আর অন্ধকার খনিতেই থাকুক, লোভী ব্যক্তিরা তজ্জন্য কোন্ দুরূহ ব্যাপারে না প্রবৃত্ত হয়!

নারা। এখন বীরেন্দ্রকেশরীর রাজমুকুটে এ রত্ন সংস্থাপন কর্‌তে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত হই।

দূত। তা বই কি, কন্যাসন্তান পরেরই, পরের গচ্ছিত দ্রব্য

যেমন অধিক যত্নের সহিত রক্ষা করতে হয় এবং যত দিন না তাঁকে পুনঃ প্রদান করা যায় তত দিন যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না এও সেইরূপ।

নারা। আগামী ফাল্গুনের শুক্ল ত্রয়োদশীতে দিন স্থির হোক্, আর আপনি ইতিমধ্যে তারাপুরে গিয়ে সমুদায় স্থির করুন।

দূত। এখনি গমনে প্রস্তুত আছি, একবার দামোদর দেখি।

নারা। আমিও চন্দ্রাবতীকে শান্তিজল প্রদান করি।

[প্রস্থান।

দূত। (স্বগত) বৈরাগী বুদ্ধি! আর কত হবে! সংসারাশ্রমী না হলে এ সকল বিষয়ে হিতাহিত বুদ্ধি কোথা হতে হবে! এ ত শিবপূজায়ও ঘটে না, চোক্ মুদে ধ্যান কর্‌লেও জন্মায় না। প্রজ্বলিত অনল সমীপে ঘৃত-কুম্ভ সংস্থাপন করা, আর প্রফুল্ল কমলিনীকে সযত্নে ভ্রমরকে সমর্পণ করায় যে ফল এতেও সেই ফল। অপরিচিত ব্যক্তি হাজার গাম্ভীর্য্য, মহত্ত্ব, আর সরলতায় পরিপূর্ণ হোন্ না কেন, ঈশ্বরের স্বষ্টির নিয়মের বহির্ভূত ত নন; আর চন্দ্রাবতীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দৃঢ়ভক্তির উদয় হওয়া অসম্ভব নয়; পরিণামে উভয়ের দর্শন-লালসা ও প্রণয় কেনই বা উদ্ভাবিত না হবে। চন্দ্রাবতী ত বনের পাখী, পুরুষের মোহকরী বচনফাঁদে ত কখনই পড়ে নাই। যাহোক্ আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়।

[রাজদূতের প্রস্থান।

(ইন্দুমালার প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগত) বিধাতা বুঝি সময় বুঝে অনুকূল হলেন। কমলিনী যেমন ফুটেছে, অমনি গুণের মধুকরকে এনে দিলেন। তা সখীও আমার যেমন রতিদেবী, মন্মথ ও তেমনি সাক্ষাৎ মন্মথ। আহা! সখী এখন কত সুখেই ভাসছেন। সলজ্জভাবে ক্ষণে ক্ষণে যেন কতই গোপনে কতই ভয়ে ভয়ে মন্মথের মুখপানে চাচ্ছেন

আর আপনিই মৃদু হেসে মুখটী তখনি হেঁট করে ঢাকুছেন। এখন মোহন্ত সদয় হন তবেই সকলই সুখের হয়। দেখি——

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রপুর—চন্দ্রশেখরের উদ্যান।

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। (স্বগত) অথবা মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ। কখন্ কোন্ পদার্থে যে হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তা কিছুই বুঝা যায় না। চন্দ্রাবতীর মূর্চ্ছাভঙ্গে একটী মাত্র নয়নপাতে, সেই সুধার কণ্ঠ-সম্ভূত একটী মাত্র বচনে আমাকে কি মধুরভাবে পরিবর্ত্তিত করেছে। এখন সংসারের সকলই সুখের, সকলই সুধার সংগীত ময়, সকলই সুন্দর বোধ হচ্ছে। এই বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ তরবারের করাল মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল, বজ্রাঘাতের ভীষণ শব্দেও এ বক্ষঃ বিঘাতিত হয় নাই, স্তূপাকার বারুদ দগ্ধেও এ বক্ষঃ উত্তাপিত হয় নাই; এখন সেই বক্ষে চন্দ্রাবতীর শান্তমূর্ত্তি ভিন্ন আর যে কিছুই স্থান পায় না; প্রণয়ের একটী প্রতিকূল আশঙ্কায় হৃদয় একেবারে জ্বলে উঠ্‌ছে; একটী দীর্ঘনিশ্বাসে শরীর দগ্ধ হচ্ছে। যে হৃদয়ে, দেশের মঙ্গল, জনগণের হিতসাধন ব্যতীত অন্য অভিপ্রায় কদাপি উদয় হতো না, এখন চন্দ্রাবতী লাভের একান্ত লোভ সে হৃদয় একেবারে অধিকার করেছে। যে মন্মথ অস্ত্রনিক্ষিপ্ত রণস্থলে অকুতোভয়ে বিচরণ করতো, যার কর্ণকুহরে শুষ্ক নীরস রাজকীয় বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত কিছুই প্রবেশ

কর্‌তো না, সেই মন্মথ প্রণয়ের কুসুমময় কোমল পথেও শঙ্কিত হচ্ছে, কর্ণকুহরকে প্রতিনিয়তই সরস সুখের কথায় স্থান দিচ্ছে। এমন যে জীবন, সহস্র২ যোদ্ধার নিষ্কোষিত অসিকে অতিক্রম করে্য যে জীবনকে রক্ষা করেছি, পরোপকার ভিন্ন যে জীবনকে কিছুতেই সঙ্কটাপন্ন করিনাই, সেই অমূল্য জীবন এখন চন্দ্রাবতীর তরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছি। চন্দ্রাবতী আমার প্রাণাপেক্ষা আদরের ধন!—(নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে নারায়ণ দেব আস্‌ছেন।

(নারায়ণ দেবের প্রবেশ।)

নারা। দামোদরের স্রোত ত কমেছে।

মন্ম। আমারও আর বিলম্ব-নাই।

নারা। এখন কোন্‌ প্রদেশকে পবিত্র কর্‌বেন?

মন্ম। মানভূমি।——চম্‌কে উঠ্‌লেন যে?

নারা। না, না—বলি তারাপুরে ও ত সে সাহায্য পেতে পার্‌তেন।

মন্ম। অনেক রাজদ্বারে ভ্রমণ করেছি, সকলেই মহারাষ্ট্রীয়দের নামে সশঙ্কিত হন, মানভূমির অবস্থা স্বতন্ত্র, তাই একবার রাজা কিরীটচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা।

নারা। (নেপথ্যে দেখিয়া) আশ্রমের কুলবালারা বোধ হয় সায়ংকালে সরোবরে আস্‌ছেন, আসুন আমরা একটু অন্তরে যাই। (স্বগত) চন্দ্রাবতী আর তোমাকে না দেখ্‌তে পান আমার এই ইচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ইন্দুমালাও চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।)

চন্দ্রা। মন্মথ নিশ্চয়ই চলে গেছেন?

ইন্দু। রাগ অভিমানে যে মুখটী একেবারে পরিপূর্ণ হল।

চন্দ্রা। কেন ভাই, অনর্থক দোষী কর, আর একবার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ইচ্ছা। (বেদীতে উপবেশন।)

ইন্দু। বদনে অন্যভাব প্রকাশ করছে, আর গোপন নাই।

চন্দ্রা। নাই বা থাক্‌লো; চন্দ্রাবতীর সুখই ত ইন্দু-মালার চিরপ্রার্থনা।

ইন্দু। সেই সুখের জন্যেইত বিবাহের সৃষ্টি হয়েছে।

চন্দ্রা। যে বিবাহে রাজমুকুট লাভ হয় সে বিবাহে চন্দ্রাবতীর সুখ নাই।

ইন্দু। তবে সে পবিত্র সুখ কোথায়?

চন্দ্রা। তাও জানি নে ভাই? কিন্তু বোধ হয় যেখানে স্বর্ণ সম্বন্ধ নাই।

ইন্দু। তবে কি সেই বীরবক্ষে? সেই তীক্ষ্ণ অসিতে?

চন্দ্রা। (সলজ্জভাবে) তাতেই বদ্ধ হয়েছি বটে। কিন্তু শুনেছি বীরবক্ষঃ পাষাণ, কর্কশ, নীরস।

ইন্দু। কিন্তু চন্দ্রাবতী জ্বলন্ত অনলকে নির্ব্বাণ করে, পাষাণকে কোমল করে।

চন্দ্রা। এ ভাই, তোমারই মনের কথা।

ইন্দু। না, পাষাণ গলেছে।

চন্দ্রা। কিসে জান্‌লে?

ইন্দু। দামোদরে আর স্রোত নাই, তবু মন্মথ এখানে রয়েছেন, তাতেই জান্‌লেম।

চন্দ্রা। তা মন্মথ কই? (অধোমুখী।)

ইন্দু। (অঙ্গুলি দ্বারা বদন তুলিয়া) ভাই, এ চাঁদমুখটী যে একবার দেখেছে, তার কি সাধ্য আছে যাবার সময় আর একবার না দেখে যায়। তবে তোমার পিতার ইচ্ছা নয় যে তিনি আরো আশ্রমে থাকেন, তোমার নয়নপথে আবো বিচরণ করেন।

চন্দ্রা। ভাই, পিতার এ অভিপ্রায় কেন?

ইন্দু। তাও কি জান না, তুমি যে ভাই প্রফুল্ল কমলিনী, আর তিনি গুণের মধুকর।

চন্দ্রা। সখি, আমি তাঁর এত স্নেহের চন্দ্রাবতী, তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন, তবে তিনি আমার সুখে এত প্রতি-কূল কেন?

ইন্দু। তোমাকে যে, ভাই, তিনি আরো সুখী কর্‌বেন, মাথায় রাজমুকুট পরাবেন।

চন্দ্রা। সখি, মন্মথের তরে কে না রাজমুকুট চরণে দলন কর্‌তে পারে?

ইন্দু। তবে কি অদৃষ্ট লিপি মিথ্যা হবে?

চন্দ্রা। মূর্চ্ছাভঙ্গে যখন সে বদন দেখেছি, যখন তিনি নয়নে নয়নে আমার সঙ্গে সেই কি মঙ্গলময় ভাব বিনিময় করেছেন, তখনই ত মিথ্যা হয়েছে।

ইন্দু। আহা! ভাই, তুমি যদি পরাধিনী না হতে, তা হলে আজ কত সুখের হতো।

চন্দ্রা। সখি, পিতা কি কিছুতেই সম্মত হবেন না, স্নেহময়ী কন্যা পায়ে ধরে রোদন কর্‌লেও কি পিতার অন্তর গলিত হবে না, সখি, তাও যদি বিফল হয়, তবে তাঁর প্রদত্ত জীবন তাঁকেই প্রত্যর্পণ কর্‌বো। (রোদন।)

ইন্দু। ছি, ভাই, কাঁদ কেন? (চক্ষু মুছাইয়া দেওন।)

চন্দ্রা। আমি যদি না কাঁদ্‌বো ভাই, তবে আর জগতে কে কাঁদ্‌বে?

ইন্দু। আমাকেও কাঁদালে?

চন্দ্রা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

সে কেন হয় নি সই, ওই পূর্ণ চাঁদ।

ইন্দু। তা হলে কি হতো সই?

চন্দ্রা। নির্জ্জনে কুমুদী মত, দেখিতাম অবিরত,
আঁখি পূরে নয়ন রঞ্জনে।
ভাসিতাম মনোসুখে, রহিতাম হাস্যমুখে,
গল্পিতাম আদর কিরণে॥
জানিত না মম সুখ, প্রতিকূল ফাঁদ॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সে কেন হয় নি সই, এ বনের ফুল।

ইন্দু। তা হলে কি কর্‌তে?

চন্দ্রা। তুলে গাঁথিতাম হার, দোলাতাম অনিবার,
বুকে রাখি ঢাকিয়া বসনে।
শুঁজিতাম কভু চুলে, শুঁকিতাম কভু তুলে,
চুমিতাম কখন যতনে।
কভু ঝোলাতাম কানে, করি চারু দুল॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সে কেন হয় নি সই, পদ্মের মৃণাল।

ইন্দু। তা হলে কি হতো?

চন্দ্রা। কখন মরাল মত, জড়াইয়া মনোমত,
থাকিতাম ডুবিয়া জীবনে।
কভু তুলি সমাদরে, রচিতাম শয্যা তারে,
শুইতাম কতই যতনে॥
হৃদয় অনলে মোর, ঢেলে দিত জল॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সে কেন হয় নি সই, এ মৃদু মলয়।

ইন্দু। তা হলে কি কর্‌তে?

চন্দ্রা। প্রতিবার নিশ্বাসেতে, তুলিতাম হৃদয়েতে,
মনোমত সে ধনে আমার।
শীতল হইত বুক, লভিতাম কত সুখ,
সে জীবন জীবন আমার॥
জানিত না কেহ সই, মম সুখোদয়॥

ইন্দু সখি প্রণয়ি জনের ভালবাসা হৃদয়ের এমনি সরল ভাবই বটে। তা যে দেবতার উদ্দেশে তুমি প্রতিপালিত হয়েছ, তিনিই যদি সদয় হন——

চন্দ্রা। আমিও চন্দ্রশেখরের চরণে বিল্বপত্র দিয়ে এসেছি, তুমি একটু এই খানে থাক, আমি দেখে আসি ঈশ্বর কি করেছেন, পত্র পড়েছে কি না।

ইন্দু। আহা! সখি, তাই হোক্।

[চন্দ্রাবতীর প্রস্থান।

(স্বগত) যদি সিদ্ধপুরুষের কথা সত্যি হয়, তবে চন্দ্রাবতীকে যে বিয়ে কর্‌বে, সেই ত চন্দ্রাবতীর সঙ্গে মানভূমির সিংহাসনে বস্‌বে, তবে আবার মোহন্ত রাজা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন? চন্দ্রাবতীকে তাঁর মনোমত মন্মথে প্রদান কর্‌লেই ত হয়। যা হোক অমূল্য রত্ন সযত্নে রক্ষা করে তিনি যেমন বিক্রয় কর্‌তে যাচ্ছেন, বিধাতা অমনি এসে বিবাদী হয়েছেন।—এখন এঁর ত অবস্থা এই, মন্মথের মনের ভাবও গোপন নাই, মোহন্তের স্থির প্রতিজ্ঞা, রাজদূতের ঘটকালি, আবার তস্করদের দৌরাত্ম্য, চন্দ্রাবতীকে লয়ে কি একটা কাণ্ড উপস্থিত হয় বলা যায় না। যাহোক্ আমার যত দূর সাধ্য রাজদূতের ঘট্‌কালিতে বাধা দেবো। ইনি এখন দেবমন্দিরে কি কর্‌ছেন, দেখি দেখি।

[প্রস্থান।

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্মথ। (স্বগত) যে গুরুতর বিষয়ে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছি, মানভূমি গমনে আর বিলম্ব করা কাপুরুষের কর্ম্ম। স্বদেশীয়-গণের দুঃখ, কর্জ্জনার বাণিজ্য-লক্ষ্মীর শ্রীভ্রষ্ট, বর্গীদের দৌরাত্ম্য মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।—যাহোক্ আর একবার চন্দ্রাবতী দর্শনেই নিশ্চিন্ত হব। চন্দ্রাবতী অবশ্যই এর নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন। মানভূমির নামে মোহন্ত চম্‌কে উঠেন, রাজদূতেরও

ইচ্ছা নয় যে আমি মানভূমে যাই। এই যে, চন্দ্রাবতী এইদিকেই আস্‌ছেন, ইন্দুমালা সঙ্গে নাই, তবে এই বৃক্ষান্তরালে একটু দাঁড়িয়ে দেখি না ইনি কি করেন। (বৃক্ষন্তরালে অবস্থিতি।)

(চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।)

চন্দ্রা। (স্বগত) ঈশ্বরও অভাগিনীর প্রতিকূল হলেন! প্রসাদী বিল্বপত্র পড়্‌লো না! (বেদীতে উপবেশন।) তবে আর কার্ শরণাগত হবো? (রোদন) পিতঃ, তুমি কি এই জন্যে আমাকে প্রতিপালন করেছিলে? এই কি তোমার স্নেহ? তুমি কোথায় স্নেহময়ী সন্ততির চিরসুখ সম্পাদন কর্‌বে, না চিরকালের মত তার কোমল অন্তরে একটা নিদারুণ ব্যথা দিতে স্থিরসংকল্প কর্‌লে? তুমি আমার হস্তপদ বন্ধন করে্য একেবারে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর্‌তে উদ্যত হলে। পিতঃ, আমি আজন্মকাল বনে বাস কর্‌ছি, ভগবানের প্রসাদী বন্যফল ভক্ষন কর্‌ছি, পর্ণকুটীরে কাল যাপন কর্‌ছি, আমার রাজমুকুটে, রাজভোগে, রাজসুখে, কাজ্ কি? আমার যে সে সকলে আদৌ অভ্যাস নাই। পিতঃ, অধিনীর শিরে মুকুট দেখ্‌লে যদি তোমার এতই সুখ হয় তা আমি না হয় তোমার সেই সুখের তরে এই অশ্বত্থ পত্রে মুকুট রচনা করে্য মাথায় দেবো, এই কুসুমিত সহকার মূলের বেদীকে রাজসিংহাসন কর্‌বো, এই অশোক আমার রাজছত্র হবে, এই নবদূর্ব্বাদল সুচিকণ চরণাসন হবে, আর আমি আমার হৃদয়ের রাজা মন্মথের বামে বসে এই বনে রাজ্য সুখ ভোগ কর্‌বো।

অধোমুখে সংগীত।

সুরট মোল্লার।— কওয়ালি।

প্রেমের কোমল পথ, কেন এমন ভীষণ।
এমন অমৃতে কেন, এ হেন বিষ মিলন॥

মনোমত জন যদি, হবে না হৃদয়-নিধি,
তবে কেন হয়েছিল, বিমল সুখ সৃজন।
সরোজিনী ভ্রমরের, শশধর চকোরের,
চাতকিনী পায় সদা, মনোমত নব ঘন।
কেবল অধিনী প্রতি, বিধিহীন হল বিধি,
নাশিতে আমার সুখ, রাজ্যসুখ সঙ্ঘটন॥

(উত্থান পূর্ব্বক) আহা! মন্মথ, তুমি কেন রাজা হও নাই, তা হলে আর কোন জ্বালাই থাক্‌তো না।

মন্ম। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রাবতী যার হৃদয়ে বিরাজ করে সে রাজা বই কি? কোথায় না সে রাজ্যসুখ ভোগ করে?

চন্দ্রা। (সলজ্জভাবে) আপ্‌নি কেন এ অধিনীর চপলতার কথা শুন্‌লেন?

মন্ম। এতে আর লজ্জা কেন? যার কথা সেই শুনেছে।

চন্দ্রা। মনে মনে কতই ঘৃণা কর্‌ছেন।

মন্ম। না, না এতক্ষণের পর পৃথিবী স্বর্গ হল, সুখের সাগরে ভাস্‌লেম।

চন্দ্রা। অধিনীর কপালে কি সে সুখ আছে?

মন্ম। তাতে আর সন্দেহ কেন? (হস্ত ধারণ।)

চন্দ্রা। তবে এ অবলা আজ্, বরিল তোমারে।
ছেড়না ছেড়না নাথ, ছেড়না আমারে॥

মন্ম। করোনা করোনা ভয়, প্রেয়সি আমার।
মন্মথ কাহারো নয়, মন্মথ তোমার॥

চন্দ্রা। কিন্তু নাথ, বিধাতা যে অদৃষ্টে মন্দলিপি লিখেছেন।
(রোদন।)

মন্ম। তা প্রিয়ে, বিধাতা ত এ নয়ন অশ্রুপাতের জন্যে করেন নাই! মন্মথ সম্মুখে থাক্‌তে এ বদন-কমলে আবার শিশিরের শোভা কেন?

চন্দ্রা। সে নিদারুণ লিপির কথা মনে হলে আমার হৃদয় ফেটে যায়!

মন্ম। প্রিয়ে, আমিও তাই শুনতে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি। (উপবেশনোপক্রম।)

নেপথ্যে নারায়ণ দেব হুহুঙ্কারে। রে পাপীয়সি! গুপ্ত কথা প্রকাশ করিস্।

[চন্দ্রাবতীর বেগে প্রস্থান।

(নারায়ণদেবের প্রবেশ।)

নারা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মন্মথ, তুমি চন্দ্রাবতীকে রক্ষা করেছো, সে স্বমুখে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে্য তার প্রতিশোধ করবে বলে্য তোমার সাক্ষাৎ লাভে অনুমতি দিয়েছিলেম; নচেৎ চন্দ্রের কিরণও তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তুমি সেই সুশীলা বালার কোমল অন্তঃকরণকে আপনার কতকগুলিন ইন্দ্র-জালিক বীরত্ব কার্য্যের গল্পে মোহিত করেছো; সরল মনকে বিষাক্ত করেছো।

মন্ম। তাঁরই অনুরোধে আমি বাল্যাবস্থা অবধি আজ্ পর্য্যন্ত যে সকল দুঃখ ভোগ করেছি তাই বলেছি। সমরে, রণক্ষেত্রে, রাজদ্বারে, কারাগারে, জলপথে, পর্ব্বত-শিখরে, বিপদগ্রস্ত জীবন-কে যেরূপ কষ্টে রক্ষা করেছি তাই বলেছি। সত্য বটে চন্দ্রা-বতী আমার দুঃখে সন্তাপিত হয়েছেন, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করে-ছেন, চোকের জল ফেলেছেন, এবং অবশেষে সেই দুঃখের জন্যেই আমাকে ভাল বেসেছেন, সহধর্ম্মিণী হয়ে দুঃখিনী হতে চেয়েছেন, এতে আর কার্ কি অপরাধ আছে?

নারা। চন্দ্রাবতী দেব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তুমি দৈবকর্ম্মে বিঘ্নকারক, তুমি পাপাত্মা নরাধম!

মন্ম। (অসিতে হস্তার্পণ করিয়া) মন্মথের কর্ণে এমন কটু কথা আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই, কি বল্‌বো তুমি ব্রাহ্মণ তপস্বী, আর চন্দ্রাবতীর পিতা——

নারা। তুমি অপবিত্র অন্তরে আর আশ্রম দূষিত করো না, তুমি বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় দেবদুর্ল্লভ রত্নে অভিলাষ করেছো। চন্দ্রাবতী তোমার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নাই।

মন্ম। চন্দ্রাবতী আমারই।

নারা। রে কাপুরুষ! ঈশ্বরবিদ্বেষি! তবে দেবসম্মুখে চল্।

(দ্রুতবেগে ইন্দুমালার প্রবেশ।)

ইন্দু। হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো!

নারা। কি? কি?——

ইন্দু। চন্দ্রাবতীকে অশ্বারোহীতে হরো লয়ে গেল।

নারা। কি? চন্দ্রাবতীকে হরো লয়ে গেল?

[বেগে প্রস্থান।

মন্ম। (সরোষে) এ, সেই ভীরু-স্বভাব রাজদূতেরই কর্ম্ম। (অসি নিষ্কোষণ) আমি তার তারাপুরকে ভস্মীভুত করে প্রাণ-পুত্তলীকে উদ্ধার করবো!

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজমন্দিরের এক ঘর।

(ভবভূতির প্রবেশ।)

ভব। (স্বগত) যা হোক্, বিজয়কেতুর সঙ্গে কথা কইলেই বোধ হয় যেন তাঁর হৃদয়াকাশে কোথাও একটু কাল মেঘের সঞ্চার হয়েছে; রাজপ্রসাদে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হয়েও রাজভক্তি প্রকাশ করে না; অথবা এমন রাজাকে কোন্ কর্ম্মচারীই বা অন্তরের সহিত ভালবাস্‌তে পারে? যা হোক্ গরুড় বংশীয় রাজাদের অন্নেই আমার দেহ, এ দেহ থাক্‌তে যে এ বংশে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম-বহ্নি সঞ্চয় হয় এ আমার বড়ই দুঃখের বিষয়! সহস্র অপমানের ভয় থাক্‌লেও নিবারণের চেষ্টা কর্‌বো, তার পর "যদ্বিধে মনসা স্থিতং"। ওঃ! প্রজ্বলিত ব্রহ্ম-রোষানল ব্যতীত পুণ্যবান্ গরুড় বংশীয় রাজার শরীরকে অন্য কিসে দগ্ধ কর্‌তে পারে! যা হোক্, এ সকলই মহামন্ত্র মারণেরই লক্ষণ। চন্দ্রাবতী যে দিন অবধি পাতাল-গৃহে বদ্ধ হয়েছেন সেই দিন অবধি ত মহারাজের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছে। এ বিপদ-সম্ভূত চন্দ্রাবতী পুনঃপ্রদানে যদি সে অনল নির্ব্বাণ হয় তবে কি তা করা কর্ত্তব্য নয়? চন্দ্রাবতী মানভূমির সিংহাসনে উপবেশন কর্‌বেন এই আশঙ্কায় এ বিপদ ঘটনা করা কি বিবেচক ব্যক্তির কর্ত্তব্য? আবার বিপদটী কেমন? প্রাণনাশক! নারায়ণদেব মারণমন্ত্রে এক প্রকার সিদ্ধ; এ মহাহোমে তিনি আহুতি প্রদান কর্‌লে মহারাজার জীবন কে রক্ষা কর্‌বে?

(রাজা ও সুবাহুর প্রবেশ।)

মহারাজ, অভিবাদন করি।

রাজা। আবার কি ভবভূতি?

ভব। শেষ নিবেদন।

রাজা। কি বল? (উপবেশন।)

ভব। আপনি চন্দ্রাবতীকে মুক্তি প্রদান করুন, আর নারায়ণ দেবের সমাধি ভঙ্গে ক্ষান্ত হোন্।

রাজা। তবে কেন বল না যে, মানভূমি পরিত্যাগ কর, আর জীবন বিসর্জ্জন দাও। ভবভূতি, তোমার কি এই রাজসিংহাসনে উপবেশনের ইচ্ছা আছে বল্‌তে পারো?

ভব। মহারাজ, রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করাই আমার ইচ্ছা, আপনি এই বৃদ্ধ সচিবের এই কথাটী রাখুন।

রাজা। তুমি বুড়ো হয়ে পাগল হয়েছ, সেই জন্যেই নিষ্কৃতি পাচ্ছ।

সুবা। মন্ত্রিবর, মহারাজকে আর আপ্‌নার মন্ত্রণা-জালে জড়িত কর্‌তে পার্‌বেন না; সুবাহু মূষিক-রূপ ধারণ করেছেন।

ভব। তুমিই ত যত অনর্থের মূল। তোমার কুমন্ত্রণায় রাজার হৃদয় যথার্থই কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে, তাই আমার উপদেশ অঙ্কুরিত হচ্ছে না।

র[illegible]জা। ভবভূতি, তোমার কি এখন পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় না? তোমার এ[illegible]ত বড় স্পর্দ্ধা? এই দুর্দান্ত যবন রাজারা যে কিরীটচন্দ্রে চিরকা[illegible] স্বাধীন রাজা বল্যে স্বীকার করেছেন, তুমি তাঁকে আপ্‌না অধীন ক[illegible]তে চাও? আমি তোমার আজ্ঞার বশ হব? হা! দুর্ম্মতি, নির্ব্বোধ, [illegible]দ্ধ!

ভব। [illegible]হারাজ, আপ্‌নার [illegible] হৃদয় যে, একেবারে মরুভূমি হয়ে উঠেছে। তা[illegible]সহস্র দুর্বাক্য বলুন, তথাপি ভবভূতি এমন দাস

নয় যে, দুর্বাক্যের ভয়ে স্বকর্ত্তব্য ত্যাগ করবে, সেই জন্যে নিবেদন করি, আপনি আমার কথায় সম্মত হোন্।

রাজা। তবে দেখ্‌ছি বাক্য-শাসনের সময় অতীত হয়েছে। ভবভূতি, তোমাকে পদচ্যুত কর্‌লেম। সুবাহু, তুমি এখনি গিয়ে এই দুর্জ্জনের স্থান হতে রাজমোহর গ্রহণ কর।

সুবা। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

ভব। তাতেও দুঃখ নাই, তথাপি ইচ্ছা যে, এই শেষ সময় মহারাজের একটু প্রত্যুপকার করে্য যাই।

রাজা। কে আছিস্ রে?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

দেখ্, এই দুষ্ট ভবভূতিকে এখনি আমার সম্মুখ হতে বহিস্কৃত কর্, আর দ্বারপাল্‌কে বল্‌গে, যেন ভবভূতি আর রাজভবনে প্রবেশ না করে।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

ভব। তবে, মহারাজ, বিদায় হলেম। (স্বগত) হা! সত্যবতী! তোমার দশা কি হবে!

[রাজাব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) নির্ব্বোধ, মূর্খ! কি সদুপদেশই দিতে এসেছেন! এ গাত্রদাহ বরং ভাল, সদুপদেশে অন্তর পর্য্যন্ত দগ্ধ করে! সিদ্ধপুরুষ ভবিষ্যৎ বচনের দ্বারা হৃদয়ে যে চিন্তাকূপ খনন করেছিলেন, আমি তা কত কষ্টে পরিপূরিত করেছি। চন্দ্রাবতী সংগ্রহে বীরবর জয়ঘন্টার অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হয়েছে। আমি এমন বিপদ-সম্ভূত চন্দ্রাবতীকে একটা পাগলের কথায় নিষ্কৃতি দিই; পিঞ্জরস্থ কালসর্পিনীকে আবার ছেড়ে দিই! যাহোক্, এআবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত হোলো! এ গাত্রদাহ ত দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো! উঃ, আর ত সহ্য হয় না! (উত্থান।) কি করি! অনঙ্গবতী কি স্বীকার করবে না!—কিন্তু

চন্দ্রাবতীর কথাটা প্রচার না হয়, এখনো ত ষট্‌কর্ণের সীমার অতীত হয় নাই।

[প্রস্থান।

(সুবাহুর প্রবেশ।)

সুবা। (স্বগত) উত্তম সুযোগটী হয়ে আস্‌ছে। অথবা বুদ্ধিমানের বুদ্ধিকৌশলে কোন্‌ কর্ম্মই বা সুসম্পন্ন না হয়। চন্দ্রাবতী সংগ্রহ হওয়া আমাহতেই; আর নারায়ণদেবের সমাধি ভঙ্গের উপায় শর্ম্মাই বহিষ্কৃত করেছেন। এতে আর রাজা কেনই বা বশীভুত না হবেন। ও দিগে রাজমহিষী আমারই হাতে। তা এ সময় যখন মন্ত্রীর পদ শূন্য হল তখন আমারই অদৃষ্টের জোর বল্‌তে হবে। তারও তো শুভ সুত্রপাত করে্য এলেম। কিরাতীর উপাসনা কখনই নিষ্ফল হবে না। এখন অনঙ্গবতী কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আসতে পার্‌লেই আমি ও রাজ্যটা লুটে পুটে খাই। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে নাম কর্‌তেই——

(অনঙ্গবতীর প্রবেশ।)

তুমি আস্‌ছিলে? আমি বলি বুঝি চন্দ্রদেব পূর্ব্বদিক্‌টে আলো করে্য উদয় হচ্ছেন।

অন। যাও, যাও, তোমার তামাসা ভাল লাগে না। রাজা কোথায় বল?

সুবা। বটে, বটে, আমার কথাটা অন্যায় হয়েছে, চন্দ্রদেব তোমার কাছে কোথায় লাগেন, তিনি একমাত্র আকাশে উদয় হন বই ত নয়, তুমি কত হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী।

অন। কেন আর মিছে জ্বালাতন করিস্‌ বাপু?

সুবা। এখনো আমার কথা ভাল লাগ্‌ছে না? হাঃ হাঃ হাঃ আমি কি আর সে সুবাহু আছি! আজ্‌ কাল্‌ বড় কেও নয়! বুঝ্‌তে পাচ্ছ না কত গম্ভীর চেলে কথা কচ্ছি।

অন। মরণ তোমার!

সুবা। বটে? এই দেখেছো! (রাজমোহর প্রদর্শন।)

অন। অনঙ্গবতী অমন দশটা মোহরেও মোহিত হয় না।

সুবা। অনঙ্গবতী না হোক্, কামামুঞ্জরী ত হবে?

অন। তোমার রাজমোহর কোন্ ছার্, কামামুঞ্জরীর চরণে স্বয়ং রাজা মানভূমির রাজমুকুট অর্পণ কর্‌লেও সতীত্ব বিক্রয় করে না।

সুবা। নাট্যশালার গায়িকার আবার সতীত্ব!

অন। তাই বুঝি মনে করেছো? কামামুঞ্জরী সাবিত্রী, কুলবতী সতীদের আদর্শ, পবিত্র স্বর্ণপদ্ম!

সুবা। তবে এ রংমহলে ফুট্‌লেন কেন?

অন। পঙ্কিল সরোবরে কি নির্ম্মল পদ্ম ফোটে না? না সে পদ্ম ভগবান্ চরণে ধারণ করেন না?

সুবা। তবু অসতীর পথে সতীরা কখনই যায় না। নাট্যশালায় সাবিত্রী! হাঃ হাঃ হাঃ—শর্ম্মা মন্ত্রীর পদে বস্‌লে এক বার বুঝা যাবে।

অন। মন্ত্রী কোন্ ছার্, তুমি রাজা হলেও নয়।

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। এই যে সুন্দরী এসেছেন! বসো! সুবাহু, বসো! (সকলের উপবেশন)।

অন। মহারাজ, এ দাসীকে ডেকেছেন কেন?

রাজা। অনঙ্গবতী, তুমি মানভূমির সর্ব্বাংশে সর্ব্ব প্রধানা বারাঙ্গনা।—

সুবা। তা বই কি মহারাজ, অনঙ্গবতীর মত ধার্ম্মিক মেয়ে মানুষ কি আর দুটী আছে! অনঙ্গবতী আপ্‌নার রাজ্যে না থাক্‌লে, কত লোক ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা হয়ে পড়্‌তেন। অনঙ্গবতী মহারাজের রাজ্যের ধর্ম্মরক্ষা করেছেন।

রাজা। সুবাহু, আজ্ যে বড় বক্তৃতার ঘটা দেখ্ছি ?

সুবা। মহারাজ, সম্মুখে কেমন গুণগ্রাহিণী আজ্ উপস্থিত।

রাজা। যাহোক্, অনঙ্গবতী, আমি তোমার নিকট একটী ভিক্ষা চাই।

অন। (করযোড়ে) দাসীর প্রতি এ অযোগ্য কথা কেন ?

রাজা। সুন্দরি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, কিরীটচন্দ্রের জীবন তোমারই হাতে।

সুবা। ভাই, এ তোমাদের অনুরাগের জীবনরক্ষা নয়।

অন। তা মহারাজের জন্য এ দাসী সামান্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে।

রাজা। সুন্দরি, চন্দ্রশেখরের মোহন্ত নারায়ণদেব কোন কারণে আমার মৃত্যু উদ্দেশে মারণ-মন্ত্র সাধন কর্ছেন, অনাহারে সপ্তাহ সমাধিস্থ হয়েছেন, দ্বাদশ দিবসে পূর্ণাহুতি দেবেন, সেই দিন আমার আয়ু শেষ হবে। তা সুন্দরি, এ রাজ-জীবন তুমি যদি রক্ষা কর ?—

অন। তা দাসীর প্রতি কি আদেশ হয় ?

রাজা। কামন্দকী যেমন মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গের যোগ ভঙ্গ করেছিলেন, তুমিও তেমনি নারায়ণদেবের যোগ ভঙ্গ কর।

অন। সর্ব্বনাশ ! (ভয়ে মলিনা) ঈশ্বর কি এই দুশ্চরিত্রা বেশ্যার অদৃষ্টে শেষে এই দণ্ড বিধান কর্লেন !

সুবা। সুন্দরি, তুমি কত রাজা রাজড়ার সর্ব্বনাশ কর, তা এই একটা সামান্য বুনো সন্ন্যাসীর আর যোগ নাশটা করতে পার্বে না ? একেবারে হতাশ হচ্ছো কেন ? বল দেখি ত্রিভুবনমোহিনী কামিনীদের অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কি আছে ?

অন। মহারাজ, জন্মান্তরে কত মহাপাতক করেছিলেম তাই এ জন্মে বেশ্যা হয়েছি, হয়ে এ জন্মেও যার পর নাই এমন কুপথে ভ্রমণ কর্ছি, আবার আপনি আমাকে এমন উৎকট পাপে নিযুক্ত কর্লেন। এখন নিশ্চয় জান্লেম যে দুঃশীলা বেশ্যারা

জন্ম জন্ম দুষ্কর্ম্ম করবার জন্যেই সৃষ্টি হয়, এদের আর জন্ম-সংস্কার নাই। তা অদৃষ্টে যা থাকুক, আপনার উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিশ্রুত হলেম।

সুবা। তবে মূর্ত্তিমান্ ফুলধনুধারী কন্দর্প একটী আঁচলে বেঁধে নিও, মোহিনী-জালখানি বিস্তার করো, আর অধিক কি বল্‌বো।

অন। তা আর অনঙ্গবতীকে শিখাতে হবে না। তবে মহারাজ অধিনী এখন বিদায় হোক্।

রাজা। দেখ, সুন্দরি, এ কথা যেন প্রকাশ হয় না।—আশীর্ব্বাদ করি কৃতকার্য্য হয়ে ত্বরায় ফিরে এসো।

অন। যদি ভস্ম না হই।

[প্রস্থান।

রাজা। অন্তরটা কতক সুস্থ হলো।

সুবা। কতক কেন? মহারাজ, যোগীই হোন্ আর সন্ন্যাসীই হোন্, ঈশ্বর কামিনীকুলের সুকুমার শরীরে যে ত্রিভুবনবিজয়ী অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি সন্নিবেশিত করেছেন তা অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নয়। কত বড় বড় মুনিঋষি, সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা কোরে উয়ের ঢিপি পর্য্যন্ত হয়ে গেছেন, কিন্তু একটীবার সুন্দরী-দের স্বভাবজাত শারীরিক সৌগন্ধ পেয়ে মাটী ভেঙ্গেও বাহির হয়েছেন, আর ঈশ্বরের সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ-কৌশল পদার্থ দেখে একেবারে যোগে জলাঞ্জলি দিয়ে সেই শ্রীচরণ সার করেছেন। আর মহারাজ, শর্ম্মাও ত কম নন, যখন আহ্নিক পূজায় নয়ন মুদিত করে বসেন, তখন যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ধ্যানে নিমগ্ন! আর পূজার চন্দনচর্চ্চিত কুসুমরাশির সৌগন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত হলেও ব্রাহ্মণী আলুলায়িত কেশরাশির গন্ধতেলের অপূর্ব্ব সৌগন্ধ মৃদু পবনে ভাসমান্ করিয়ে যখন সেই গৃহে প্রবেশ করেন তখন কোথায় বা থাকে ধ্যান আর কোথায় বা থাকে পূজো। যাহোক্, মহারাজ, নারায়ণদেবের অদৃষ্ট টা ভাল,

বনে বসে আপনার প্রসাদে এমন রত্ন লাভ করবে। অনঙ্গবতী সাত রাজার ধন।

রাজা। যাহোক্ সুবাহু, তোমাকে অনঙ্গবতীর সঙ্গে আশ্রম পর্য্যন্ত যেতে হবে, তা না হলে আমার মন কিছুতেই স্থির হবে না।

সুবা। (স্বগত) এইবার সর্ব্বনাশ! (প্রকাশে) মহারাজ, তা আর আবশ্যক কি?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজের জয় হোক্!

রাজা। কি সংবাদ?

প্রতী। শহর-রক্ষক নিবেদন করো পাঠিয়েছেন যে, কংস-বতীর মোহানায় আজ্ প্রাতে আবার একটী হত-দেহ ভেসে এসেছে।

রাজা। আঃ কি বিপদ! সর্ব্বদাই যে এই রূপ ঘটনা হতে লাগ্‌লো। শহর-রক্ষক কি কোন অনুসন্ধান করতে পার্‌লে না? সুবাহু, তুমি আজই ঘোষণা দাওগে যে, যে ব্যক্তি এর অনুসন্ধান কর্‌বে আমি তাকে সমুচিত পুরস্কার দেবো। এ কি আমার সামান্য কলঙ্ক! আমার সুশাসিত রাজ্যে নরহত্যা!

সুবা। তা বই কি মহারাজ!

রাজা। ভাল, এ ব্যক্তিটে কে তা জানা গিয়েছে?

প্রতী। হাঁ মহারাজ, বিজয়পুরের মাধব রায় নামে যে রত্ন-ব্যবসায়ী সে দিন রাজদর্শনে এসেছিল, এ সেই ব্যক্তি।

রাজা। আহা-হা-হা! সে যে, অতি সুন্দর যুবাপুরুষ, বড় ভদ্র! তবে কি কোন তস্কর তাঁর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করো তাঁকে নষ্ট করেছে?

প্রতী। মহারাজ, তিনি সায়ংকালে নগর ভ্রমণে গমন করেন, সঙ্গে অর্থের সম্পর্কও ছিল না, রত্নরাশি বাসায় যথাস্থানে পড়ে রয়েছে।

সুবা। আর মহারাজ, আশ্চর্য্য দেখুন, বিংশতিটে এইরূপ ঘটনা হল, কিন্তু সকল গুলিই বিদেশীয় সুপুরুষ, যুবা ব্যক্তি, মানভূমির লোক একটী ও নয়। কুৎসিত কদাকার একটীও নয়।

রাজা। তাই ত, মানভূমি বিদেশীয়গণের পক্ষে যে ভয়ানক স্থান হয়ে উঠ্‌লো!

সুবা। মহারাজ, কোমল নরমাংসলোলুপ কোন রাক্ষসী এ দেশে এসেছে।

রাজা। ভাল, দেখা যাক্। এখন চল।

[সকলের প্রস্থান।

(কপিলবেশে ইন্দুমালার প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগত) এইত, মানভূমিতে এসে দুটী রূপ ধারণ করা হল। কামামুঞ্জরী নামে মহিষীর কাছে পরিচিত হয়েছি, আবার এই মোহন্তের শিষ্য সেজে মহারাজের কাছে চন্দ্রাবতী প্রার্থনা কর্‌তে এলেম। না জানি প্রিয়সখীর অনুসন্ধান কর্‌তে এদেশে আমাকে কত রূপই ধর্‌তে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাজপুরীর একটী লোকের মুখেও চন্দ্রাবতীর নাম শুন্‌লেম না! রাজা কেমন করে্য সে চন্দ্রমালার আলো ঢেকে রেখেছেন! তা যখন মন্মথ এসে পোঁচেছেন তখন প্রিয়সখির একটা সন্ধান হবেই হবে। আর তিনিই আমার সতীত্বের প্রহরী। নাট্যশালা কি ভয়ানক স্থান! যেন ভুজঙ্গ-বিবর! সতীত্বের কালসর্প স্বরূপ সুবাহুকেই আমার যত ভয়! কই, রাজা ত আর এ মন্দিরে এলেন না, তবে আমি সভাতেই যাই। (আত্মপ্রতি দৃষ্টি করিয়া) ইন্দুমালা যে, নারায়ণদেবের শিষ্য কপিল, এ কার্ সাধ্য চিন্তে পারে! দপর্ণে আমিই আপ্‌নাকে চিন্তে পারি নে। (হাস্য করিয়া)

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজার সভাগৃহ।

(বিজয়কেতু ও মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। তবে এ রাজবংশের নাম গরুড় বংশ কিসে হল?

বিজ। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, একদা ভগবান্ বাসুদেব মদনমোহনের মন্দিরে তৎকালের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে দর্শন দেন, কথোপকথনে কাল বিলম্ব হলে ভগবানের বাহন গরুড়দেব ইচ্ছা-ক্রমে অন্য স্থানে গমন করেন, বহুবিলম্বে প্রত্যাগত না হলে রাজা গরুড়ের কাজ করতে স্বীকার করেন, এবং ভগবান্ রাজার স্কন্ধে আরোহণ করে্য বৈকুণ্ঠে গমন করনে, সেই কারণে রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের নাম গরুড়রাজ হয়, এবং সেই হতে এ বংশকে গরুড়-বংশ বলে।

মন্ম। তবে এই কারণেই বৈদ্যনাথের এই দশা, আর মান-ভূমিতে শৈব ধর্ম্মের এই দুরবস্থা।

বিজ। বঙ্গদেশে ধর্ম্মবিদ্বেষই প্রধান ধর্ম্ম।

মন্ম। যাহোক্, বৈদ্যনাথে আর কৈলাসে ভিন্ন নাই।

বিজ। শৈবগণ এই রূপ বলে।——

মন্ম। সিংহাসনের উপরিভাগে ঐ প্রতিমূর্ত্তি খানি কি এই বংশের আদিপুরুষের?

বিজ। হাঁ! উনিই কীর্ত্তিচন্দ্র। আপান দেখুন। আমি দেখি রাজার সভাস্থ হবার কত বিলম্ব।

মন্ম। (স্বগত) এমন মহাভাগের বংশধর হয়ে কিরীটচন্দ্র কি পরস্ত্রী অপহরণ করবে? এ পবিত্র রাজবংশে এমন কলঙ্কের

দাগ সমর্পণ করবে? এমন ত বোধ হয় না। মানভূমির অশ্বারোহীরদ্বারা এ দুষ্কর্ম্ম সাধিত হলে সেনাপতি অবশ্যই জান্‌তেন, আর এ অকপট-হৃদয় বিশ্বস্ত বন্ধু কখনই আমার নিকট গোপন করতেন না। মানভূমির সঙ্গে আমার হৃদয়-লক্ষ্মীর যে, কোনরূপ সম্বন্ধ আছে রাজদূতের এ আভাস তবে মিথ্যাই হবে! যাহোক্, আমার চন্দ্রাবতী যে, ভীরু-স্বভাব বীরেন্দ্রকেশরীর কবলিত হয় নাই এই আমার পরম ভাগ্য! এ আশঙ্কা দূরীভূত না হলে আমি ক্ষণকালও মানভূমিতে থাক্‌তে পারতেম না। আবার নারায়ণ দেব মানভূমির নামে যে রূপ ভাব প্রকাশ করতেন, তা যখন মনে হয়, তখন জীবিতেশ্বরীর সঙ্গে মানভূমির কোন সম্বন্ধ আছে এটাও হৃদয়ে দৃঢ়তর হয়ে উঠে। আহা! এ চিন্তার্ণবে আমি আর কত-কাল নিমগ্ন থাকবো? কুলাল-চক্রের ন্যায় আমার মস্তক আর কতকাল ঘূর্ণায়মান হবে? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।) এই বুঝি রাজার সভাস্থ হবার মাঙ্গলিক ধ্বনি। দেখি, বিজয়কেতু আবার কোথায় গেলেন।

[প্রস্থান।

(রাজা, পশ্চাতে সুবাহু ও প্রতীহারীদ্বয়ের প্রবেশ।)

সুবা। মহারাজ, সে কথা আর কি বল্‌বো!

রাজা। একবার বিস্তারিত বল? (উপবেশন।)

সুবা। প্রথমতঃ দেবউপবনে স্বভাবের স্বতন্ত্র শোভা দেখে আমার মনে এক প্রকার ভয় উপস্থিত হল। দেখলেম স্থানে স্থানে বিশাল বৃক্ষসকল যেন ভক্তিভাবে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুসুমিত তরু সকল স্তবকে স্তবকে পুষ্পরাশি ধারণ করে্য দেব উদ্দেশে পুষ্প প্রদান করবে বল্যে যেন অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আর পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ সকল ফুল গুলিনই শুক্ল বর্ণ। মধুকর-গণ গুন গুন স্বরে ঈশ্বরকে নিবেদন করে্য যেন প্রসাদিত মধুপান করছে। সমীরণ মন্দভাবে সঞ্চালিত হয়ে ভক্তিরূপ হুতাশনকে

প্রতিনিয়তই উদ্দীপন করছে। এই সকল দেখে ভাবলেম যে, যেখানে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবীর এতাদৃশ প্রভুত্ব, সেখানে রতীর সহস্র চেষ্টাও বিফল হবে।

রাজা। তবে তার উপায় কি করলে?

সুবা। মহারাজ, সে সময়ে স্থানের গুণেই বলতে হবে আমাদের দেবীর ভাবও স্বতন্ত্র হয়ে উঠলো।

রাজা। সে কি রূপ?

সুবা। যে রমণীর নিবিড় নয়ন-কোণে সৌদামিনী সদৃশ কটাক্ষ-রাশির চিরবাসস্থান নিরূপিত হয়েছিল, তারা যেন আশ্রমে গিয়ে নির্ব্বাসিত হল, সে বিশাল নয়ন দুটী শান্তি স্নিগ্ধ ও সরলভাবে পরিপূর্ণ হল। অনঙ্গবতী, যে অলিক অকারণ-সম্ভূত হাস্য, কুঞ্চিত অধর ওষ্ঠের মধ্যে এত করে অভ্যাস করেছিলেন তা একেবারে অদৃশ্য হল, অধর ওষ্ঠ পবিত্র সরলতায় ভাসতে লাগলো, আর মধুমাখা হাসিখানি যেন চাঁদমুখে লুকিয়ে রইলো। চলনের ভঙ্গি, অঙ্গের অনর্থক বঙ্কিম ভাব, অলিক আলস্য মোচন, একেবারে অন্তরিত হল, অনঙ্গবতী যেন শান্তভাবে পরিপূর্ণ হলেন। মহারাজ, অকস্মাৎ এইরূপ ভাবান্তর দৃষ্টে আমি আবার এটাও মনে করলেম যে বিধাতা বুঝি অনুকূল হয়ে সেই যোগীর যোগ-ভঙ্গের জন্যেই বা এই মোহিনীকে যোগিনী ভাবে ভূষিত করলেন।

রাজা। তার সন্দেহ কি! অনুকূল বিধাতারই এই কাজ।

সুবা। তার পর, অনঙ্গবতী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হয়ে আশ্রমের সরোবরের ঘাটে উপবেশন করলেন। শ্রম-জনিত স্বেদবিন্দু বদন-শশধরে সুধাবিন্দুর ন্যায় সুশোভিত হতে লাগলো; আলু-লায়িত কেশরাশির সম্মুখে দেহরত্নখানি নিবিড় নীরদমালা কোলে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় বোধ হতে লাগলো। এইরূপে সেই মূর্ত্তিমতী বনদেবী বনের চতুর্দ্দিক আলো করে সরসীর কূলে বিরাজ করতে লাগলেন। সে খানে আর সে রূপরাশি কে হৃদয়ে ধারণ করে: কেবল স্বচ্ছ সরোবর সেই যোগভঙ্গিনী মোহিনীরূপ

হৃদয়ে ধারণ কর্‌বে বল্যে তরঙ্গমালার দ্বারা সুন্দরীর চরণ পূজা কর্‌তে লাগ্‌লো; আর আমিও হৃদয়পটে নয়নতুলির দ্বারা যত্ন-সহকারে সে মূর্ত্তি চিরদিনের জন্যে চিত্রিত কর্‌লেম।

রাজা। সুবাহু, সে তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম। তার পর?

সুবা। সরোবরের অনতিদূরেই শিবালয়, আমি তথায় গমন কর্য়ে দেখ্‌লেম, শিবালয়ের দ্বারে লেখা রয়েছে, "প্রবেশ নিষেধ।" কিন্তু ছিদ্র দিয়ে হোমাগ্নির ধূমরাশি নির্গত হচ্ছে, নিশ্চয় বোধ হল, তাতেই মহারাজের জীবন দগ্ধ হচ্ছে। ক্ষণ পরেই মোহন্তবর গম্ভীর স্বরে "স্নান কর্য়ে এসে হোমে আহুতি প্রদান করি" বল্যে মন্দিরের দ্বার মোচন কর্‌লেন, আমিও বৃক্ষান্তরালে দাঁড়ালেম। তিনি মন্দিরের বাহিরে এসে অপহৃত রত্নের তরে রোদন ও বিলাপ কর্‌তে লাগ্‌লেন, বোধ হল যেন স্বভাবের সকলই শোকে দয়ার্দ্র হয়ে তাঁর সঙ্গেও রোদন কর্‌ছে; এ ক্রূর অন্তঃকরণও দুঃখে বিদীর্ণ হতে লাগ্‌লো, মায়ামৃগী লয়ে দেশে ফিরে আসি এইরূপ ইচ্ছা হতে লাগ্‌লো, নৈরাশের দুর্জ্জয় শেলও বক্ষে আঘাত কর্‌তে লাগ্‌লো।

রাজা। তা ত হতেই পারে। তার পর?

সুবা। মোহন্ত উত্তরীয় বস্ত্রে নয়ন-জল মুচ্‌তে মুচ্‌তে আস্তে আস্তে সরোবরের দিকে গমন কর্‌লেন। তখন অনঙ্গবতী সুমধুর সংগীতের দ্বারা বন আমোদিত করেছেন। সে তান-লয়-বিশুদ্ধ সংগীত-ধ্বনি মোহন্তের কর্ণে সুধাবরিষণ কর্‌তে লাগ্‌লো, নয়ন বিস্তারিত কর্‌লেন, আর অমনি সেই যোগভঙ্গিনী মোহিনী মূর্ত্তি নয়নগোচর হল। যেমন জ্বলন্ত অনলরাশিতে পতঙ্গ ধাবিত হয় মোহন্তবরেরও সেই অবস্থা ঘট্‌লো। মদনও সময় বুঝে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে সুন্দরীর চতুর্দ্দিগে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন, তার পর ঋষিবর সমস্ত মে মহাসমাদরে সোণার পুত্তলী বরণ কর্য়ে বাসর-ঘরে তুল্‌লেন। মন্দিরের প্রজ্বলিত হোমাগ্নি ক্রমে ভস্মরাশি

হল। পরদিন প্রাতে নিভৃতস্থানে অনঙ্গবতীর সাক্ষাৎ পেয়ে, সমস্ত অবগত হয়ে প্রত্যাগমন করলেম।

রাজা। সুবাহু, বল্‌বো কি, দ্বাদশ দিবসের সায়ংকালে আমার গাত্রদাহ যেন জল দিয়ে কে নির্ব্বাণ করলে!

সুবা। মহারাজ, মোহন্তবর বলেছেন অনঙ্গবতী তাঁর শিব-পূজার চরম ফল। হাঃ হাঃ হাঃ—

রাজা। (হাস্য করিয়া) বটে! বটে! সে নবদম্পতী পরম সুখ সম্ভোগ করুক, এখন তাঁর শিষ্য কপিলকে কোন মতে বিদায় কর।

(বিজয়কেতু ও মন্মথের প্রবেশ।)

রাজা। ভাল, মন্মথ, শোভা সিং ত বর্দ্ধমানের একজন সামান্য জমীদার; সে কি রূপে এমন প্রবল দস্যু হয়ে উঠ্‌লো?

মন্ম। জনরব এইরূপ যে, মহারাষ্ট্রীয়রা গোপনে তাঁর সাহায্য কর্‌ছেন, তাতেই লোকের এত ভয়। আর উড়িষ্যার প্রধান পাঠান্ রহীম খাঁ ত প্রকাশ্য রূপে তাঁর সঙ্গে একত্র হয়েছেন।——

রাজা। বর্দ্ধমানের কোন্ কোন্ দেশ শোভা সিং অধিকার করেছে?

মন্ম। প্রায় সমুদয় রাঢ়ই এখন তাঁর অধিকার।

রাজা। কর্জ্জনায় কত লোক অত্যাচার কর্‌ছে?

মন্ম। প্রায় পাঁচ হাজার লোক কর্জ্জনায় লুঠ আরম্ভ করেছে। স্বয়ং রহীম খাঁ তাদের অধ্যক্ষ।

রাজা। তবে দেখ বিজয়কেতু, পার্ব্বতীয় দেবীদুর্গের অগ্নি-মুখী সেনাদলের পাচ শত পদাতিক আর পাচ শত অশ্বারোহী মন্মথের অধীনে দাও গে। মন্মথ যে রূপ যোদ্ধা এই সহস্র সৈন্যের দ্বারাই পাঁচ সহস্রকে অনায়াসে পরাভব কর্‌বেন। বিশেষে আমার সৈন্যরা তোমার শিক্ষিত।

বিজ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য!

সুবা। কিন্তু এ ধন-লোলুপ দস্যুগণ একবার পরাভব হয়ে

একেবারেই যে কর্জ্জনার অসংখ্য ধনরাশির লোভ পরিত্যাগ করবে এমত বোধ হয় না।

রাজা। যত দিন আবশ্যক মন্মথের অধীনে এই সৈন্যেরা কর্জ্জনাতে অবস্থান করুক।

মন্ম। রাজপ্রসাদ অসীম!

বিজ। (স্বগত) এই ত একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্ভাবিত হল, দেখা যাক্ পরিণামে এতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না। হা সত্যবতী!

রাজা। আর যখন মন্মথ কৌশলক্রমে রাঢ়ের জাইগীরদারের সম্মতি লাভ করেছেন, তখন সকল দিক উত্তম হয়েছে।

মন্ম। না দিয়েই বা করেন কি! স্বয়ং সুবেদার ম্লেচ্ছ সদাগর-দেরও আপন আপন বাণিজ্যস্থান রক্ষার আদেশ দিয়েছেন।

রাজা। বটে!

সুবা। যাহোক্, পরিণামে এমন পরাক্রমশালী যবন রাজারাও মহারাজের সাহায্যপ্রার্থী হল।

রাজা। সে কৌশল মন্মথেরই।

(কিরাতীর প্রবেশ।)

কিরাতী, কি সংবাদ?

কিরা। মহিষী নিবেদন করলেন, সুবাহুকে মন্ত্রীর পদ দেওয়া হোক্।

রাজা। এ আর নিবেদন কি? তাঁর আজ্ঞা বল। (সুবাহুর প্রতি) এসো সুবাহু, মন্ত্রীর আসন গ্রহণ কর।

সুবা। (প্রণাম করিয়া) রাজপ্রসাদে আমি আজ্ মান-ভুমির প্রধান পদে অভিষিক্ত হলেম। (উপবেশন।)

বিজ। (স্বগত) রাজপ্রসাদ কেন! কিরাতীর প্রসাদ! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ,—

রাজা। কিরাতী, তবে মহিষীকে বল গে।

কিরা। মহিষী আরো বল্‌লেন, কামামুঞ্জরী এখনি সংগীত করবেন আপনি শুনুন।

রাজা। আহা! সে সুধাবরিষণ আবার আমি শুন্‌বো না! তা বল্‌গে আমরা সকলেই এই স্থান হতে শুন্‌ছি। এ যেন সুবাহুর নূতন পদাভিষেকের উৎসব। মন্মথ, তুমিও একটু থাক।

কিরা। (স্বগত) ইনিই কি মন্মথ! এই তীক্ষ্ণ তরবার মানভূমে কুলধনুর কর্ম্ম কর্‌ছে?

[মন্মথের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

সুবা। তা মহারাজ, মহিষী যে কামামুঞ্জরীকে এত ভাল বাসেন, এঁর বিশেষ গুন কি?

রাজা। এখনি জান্‌তে পার্‌বে। আর শুনেছি তিনি না কি সাবিত্রী সদৃশ সতীলক্ষ্মী।

সুবা। ঐ গুণটী মহিষীর বড় প্রিয়।

(নেপথ্যে সংগীত।)

সিন্ধুভৈরবী—পোস্তা।

হৃদয়-কুসুম কারু, ছিঁড়ে নিলে কুজনে।
ব্যথিত কেমন হয়, সে, দারুণ বেদনে॥
ছিঁড়ে নিলে নলিনীরে, মৃণালি ডবয়ে নীরে,
তেমনি সে দুখিনীরে, ডুবায় দুঃখ জীবনে।
অনুকূল হয়ে বিধি, দেয় যদি হারা নিধি,
হৃদয়ের পাখি পুনঃ, আসে হৃদি ভবনে;
অতুল সে সুখ তার, মিলনেতে অনিবার,
সকলেরি এইরূপ, করুন বিভু দয়াদানে॥

সকলে। অতি উত্তম, অতি উত্তম, বেশ, বেশ!

সুবা। আহা! যেন সুধাবরিষণ হল! (স্বগত) কোকিলা মধুরকণ্ঠে যেন ব্যাধকেই আহ্বান কর্‌ছে।

মন্ম। (স্বগত) এ কি হল! এ সুধাময় বামাস্বর যেন আর কখন শুনেছি! সেই শব্দ যেন এখন আবার আমার কানে বেজে উঠ্‌লো! এ কে?

রাজা। মন্মথ, তুমি ভাব্‌ছো কি?

মন্ম। মহারাজ, এ সুগায়িকা জন্মগ্রহণ করে্য কোন দেশকে পবিত্র করেছেন?

রাজা। তা ত, কিছুই প্রকাশ পায় না।

প্রতী। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, রাজা বীরেন্দ্রকেশরীর দূত রাজদর্শনে এসেছেন। যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। বীরেন্দ্রের দূত! ভাল, আস্‌তে বল। আর দেখ——

(দ্রুতবেগে কিরাতীর প্রবেশ।)

কিরা। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হল! (নেপথ্যে কোলাহল শব্দ)

সকলে। কি, কি, কি?

কিরা। মহিষীর নাট্যশালায় আগুন লেগেছে। কামামুঞ্জরী পুড়ে মলো।

মন্ম। কি! কামামুঞ্জরী পুড়ে মলো! আমি রক্ষা কর্‌বো!

[গমনোদ্যত।

বিজ। (ধৃত করিয়া) মন্মথ, কর কি? প্রবল আগুন!

মন্ম। না মহাশয়, স্ত্রীহত্যা হয়, ছেড়ে দিন।

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। ধন সাহস!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—গোলাপ উদ্যান।

(বিজয়কেতু ও মন্মথের প্রবেশ।)

বিজ। সম্পূর্ণ একটী-মাস শয্যাগত ছিলেন!

মন্ম। আমার কিছুমাত্র চেতন ছিল না।

বিজ। সে বড় আশ্চর্য্য নয়! রাজবৈদ্য গণেশ দাসের সু-চিকিৎসায় আর কামামুঞ্জরীর পরিচারণেই আরোগ্য লাভ করেছেন, নচেৎ আগুনে যেরূপ দগ্ধ হয়েছিলেন তাতে মানব-জীবন কদাচিৎ রক্ষা হয়।

মন্ম। আমি সেই পরোপকারিণী অবলার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকবো।

বিজ। উভয়েই উভয়ের জীবন রক্ষক।

মন্ম। দেখ্‌লেম, নাট্যশালা এরই মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হয়েছে।

বিজ। তা আর হবে না, জন্মতিথির উৎসব বল্যে কথা! যা হোক্, আপ্‌নিও যেন এই উৎসবের আনন্দ-উপভোগের জন্যেই আজ্ চেতন ও শক্তি লাভ করেছেন।

মন্ম। চিন্তাকুল হৃদয়ে আনন্দ-উপভোগ কোথায়? যা হোক, মহাশয়, আপ্‌নি কর্জ্জনার এ মন্দ সংবাদ কিরূপে পেলেন?

বিজ। আপ্‌নি শয্যাগত রইলেন, আমি কোন উপায় স্থির কর্‌তে না পেরে কর্জ্জনায় একজন অশ্বারোহী পাঠালেম, সেই এসে এ কথা বল্‌লে।

মন্ম। শুনে অবধি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে! স্ব-

দেশীয়গণ দস্যুদের কি ভয়ানক দৌরাত্ম্যই সহ্য করেছেন! অবশেষে তাঁদিগে জন্মভূমির স্নেহপাশ ছেদন করতে হল! আহা! তাঁরা এখন ভগ্ন-চক্র মধুমক্ষিকার মত কোথায় ছড়িয়ে পড়লেন?

বিজ। এমন অবস্থাপন্ন লোকেরা পবিত্র ভাগীরথীর তীরে কোন ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণিজ্যবর্দ্ধিনী অভিনব নগরী ব্যতীত অপর কোন স্থানে কদাপি বাসস্থান নিরূপিত করবেন না।

মন্ম। মহাশয়, আমি যে কর্জ্জনার বৈরীনির্য্যাতনের নিমিত্তে স্থির-সংকল্প হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেম, সেই কর্জ্জনা জনশূন্য হয়ে পড়্‌লো! আহা! আমার সকল পরিশ্রম বৃথায় হল!

বিজ। আমারও একটা আশাভঙ্গ হল; এই পার্ব্বতীয় বলবান্ সৈন্যেরা বহুকালাবধি যুদ্ধ অভাবে এক প্রকার নিষ্কর্ম্মা হয়ে উঠেছে, ভেবেছিলেম কর্জ্জনার রক্ষা সূত্রে তাদের অঙ্গচালনার একটা উপায় হবে।——এখন চলুন, একবার ভবভূতির সংবাদটা লয়ে এসে উৎসবের আনন্দে মগ্ন হওয়া যাক্,—তা হলে আপ্‌নিও অনেক সুস্থ হবেন।

মন্ম। মহাশয়, আগ্নেয় পর্ব্বত যখন অগ্নি উদ্গীরণ করে, তখন সে পর্ব্বতের উত্তাপ কি সামান্য সমীরণে শীতল হয়?

বিজ। তবে আমিই আসি, আপ্‌নি না হয় এই উদ্যানেই একটু বিশ্রাম করুন।

[প্রস্থান।

মন্ম। (বেদীতে উপবেশন ও স্বগত) বিমাতা-প্রিয় পিতার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ কোথায় যে, পিতা আমার নিমিত্তে কর্জ্জনায় অবস্থান করবেন! কর্জ্জনা নিশ্চয়ই জনশূন্য হয়েছে! আমার অনুরোধে কেহই নাই! আহা! সে ঐশ্বর্য্যশালিনী নগরী প্রজা-পরিত্যক্ত হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই ভগ্নাবস্থায় পতিত হবে! লোকালয় গহন কানন হয়ে উঠবে! বাণিজ্যবর্দ্ধিনী খড়্গেশ্বরী ক্রমে অপ্রশস্ত-হৃদয় হয়ে বেগ সম্বরণ করবেন!——তথাপি যদি চন্দ্রাবতী আমার হৃদয়শায়িনী হন, তবে শ্রীহীন জন্মভূমিও আমার অতুল

সুখের হবে। সে প্রিয়তমার সহবাসে মরুভূমি, গহন কানন, দুস্তর সাগর, পর্ব্বত-শিখরও স্বর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হবে তার সন্দেহ কি!——অথবা ঈশ্বর বুঝি আমার অদৃষ্টে একমাত্র অবিশ্রান্ত নির্ম্মল পবিত্র সুখ সংঘটন কর্‌বার জন্যেই এইরূপে আমাকে স্বদেশের চিন্তা হতে বিমুক্ত কর্‌লেন! এখন সেই একমাত্র পরমাসুন্দরী সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী প্রণয়িনী ব্যতীত জগতে আমার দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় আর কিছুই নাই! সৃষ্টির কোন পদার্থের সঙ্গে আমার আর সম্বন্ধ নাই! চন্দ্রাবতীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব!——কিন্তু হা প্রিয়ে! তুমি কোথায়? তোমার চারুচন্দ্রানন সন্দর্শন ব্যতীত আমার নয়ন যে, আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না! সেই সুধার কণ্ঠ-বিনির্গত অমৃতময় বচন অভাবে আমার শ্রবণ-বিবর যে একেবারে রোধ হয়ে আসছে! আমার প্রাণ যে কণ্ঠাগত হল!——কোন্ দুরাচার পাপাত্মা তোমার সরল অন্তঃকরণে নিদারুণ সন্তাপ দিবার জন্যে তোমাকে অপহরণ করেছে? তোমার মন্মথের এই বিস্তারিত হৃদয়-শয্যা শূন্য করেঁ কোন্ নরাধম তোমাকে যাতনা কন্টকীবনে নিক্ষেপ করেছে?—প্রিয়ে, তুমি তস্করকর্ত্তৃক অপহৃত হয়ে জনসমাজে বিক্রীত হয়ে থাক, তুমি কোন বীরপুরুষের কর-কবলিত হয়ে নিষ্কোষিত তরবার শ্রেণীর অন্তর্বর্ত্তী হয়ে থাক, তুমি কোন দুর্দান্ত রাজার রাজভাণ্ডারে রত্নরাশির মধ্যে নীত হয়ে থাক, তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক, মন্মথ তোমার অনুসন্ধানে কিছুতেই পরাঙ্মুখ নয়! সাগর, জঙ্গম, পর্ব্বত, কিছুতেই ভীত নয়! তোমার উদ্ধারে জীবন বিসর্জ্জনেও সুখের এক শেষ!—আহা! প্রিয়ে, তুমি যতদিন আবার সেই রূপ স্নেহ-বিগলিত-বাষ্পাকুল নয়নে আমার এই দুঃখের কথা শ্রবণ না কর্‌বে, সেই অপরিমিত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়োদ্ভাবিত প্রশংসা বচনে আমার কর্ণ-কুহরকে পরিতৃপ্ত না কর্‌বে, তত দিন এ জীবন ভার বহন মাত্র! —প্রিয়ে, তোমার প্রিয়সখী ইন্দুমালা তোমার জন্যে কি না কর্‌ছেন! আহা! সে সতীর সতীত্ব-সঙ্কটে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা পামর

সুবাহু ! তুমি কি আর ছলনা প্রকাশের স্থান পাও নাই ! আহা ! সে নিরাশ্রয়া অবলাকে আমি কার্ কাছে রেখে প্রেয়সীর অনুসন্ধানে গমন করি !——তা, কই, ইন্দুমালা এখনো আস্‌ছে না কেন ? আজ্ সে আমাকে কত কথা বল্‌বে বলেছে ! আজো কি সেও প্রেয়সীর কোন কথা শুনে নাই ! অবশ্য শুনেছে,——(অকস্মাৎ অঙ্গে শর পতন) এ কি ! অলক্ষিত ভাবে কে আমাকে শর-সন্ধান কর্‌ছে ? (অসি নিষ্কোষণ।) আমি ত কারু শত্রু নই। (শর গ্রহণ) এ ত একটা সামান্য শর দেখ্‌ছি, তীক্ষ্ণ ফলা নাই।——এ আবার কি ? কাগজ !——একখানি লিপি ! (পাঠ।)

"অবলা আশ্রয়হীনা, কুলের কামিনী।
জানিনে কি দোষে কেবা, করেছে বন্দিনী॥
নির্জ্জন পাতালগৃহে, বদ্ধ আমি একা।
ভাগ্যদোষে অনুকূল, নাহি পাই দেখা॥
উৎসবের গোলে আজ্, পেয়ে অবসর।
লিপি সহ নিক্ষেপিনু, দূরে এই শর॥
যদি কোন বীর-হস্তে, নিপতিত হয়।
অবলা উদ্ধারে যদি, নাহি করে ভয়॥
ত্বরায় সে দয়াময়, আসি এ কুটীরে।
লভুন প্রশংসারাশি, উদ্ধারি দাসীরে॥"

এ যে আমার স্বভাব-প্রিয় আর একটী সৎকর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত হল ! (রাজবাটীর দিকে দৃষ্টি করিয়া) এ তির ত রাজভবন হতেই আগত। কিরীটচন্দ্র কি এমন অসচ্চরিত্র ভীরু-স্বভাব কাপুরুষ ! অবলা কুলকামিনীকে নিরপরাধে কারাবাসিনী করেছে ? এ কামিনী কি সুন্দরী ? তাই কি এই কামান্ধ পামর তাঁর সতীত্ব অপহরণ মানসে তাঁকে বন্দিনী করেছে ! তবে যে লোকে বলে

রাজা একমাত্র মহিষীর আজ্ঞানুবর্ত্তী, তবে এ কলঙ্কের কারণ কি? —যাহোক, দেবি, তুমি আশ্বাসিত হও, আমি অবশ্য তোমার উদ্ধার করবো! তোমার নিক্ষেপিত তির যথার্থই বীর-হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে! তোমার করুণাপূর্ণ লিপি যথার্থই সমদুঃখীর নয়নে পতিত হয়েছে!——এখন কি উপায় করি। (উপবেশন ও লিপি পাঠ।)

(দূরে কিরাতী ও সুবাহুর প্রবেশ।)

সুবা। (কিরাতীর প্রতি) ঐ দেখ, এমন উৎসব ত্যাগ করে৷ এখানে একাকী বসো আছেন, আর কামামুঞ্জরীর সতীত্ব রক্ষার কু-মতবল আঁটছেন! আবার ঐ যে কি পড়্ছেন।

কিরা। আহা! সত্যিই যেন চাঁদ কুমুদবনে খসে পড়েছে!

সুবা। তবু তোমার মোহ আশ্চর্য্য!

কিরা। মহিষীকে কোন রূপে বুঝাতে পারতেম, যদি তোমার কাছে বদ্ধ না হতেম।

সুবা। কিরাতি, আমার মাথা খাও, আমার সুখের পথের কন্টক মোচন কর, সতীত্বের প্রহরীকে দূর কর, কামামুঞ্জরীর তরে আমি পাগল হয়েছি।

কিরা। তবে ফাঁদ পাতি। (অগ্রসর।)

[সুবাহুর বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।

মন্ম। (দেখিয়া স্বগত) এ না রাজমহিষীর সেই দাসী, কিরাতী? সেই বটে! (প্রকাশে) হাঁ গো, তুমি উৎসব ত্যাগ করে৷ এ সময় বাগানে কেন? (লিপি গোপন।)

কিরা। মহিষী দেখ্তে পাঠালেন এ সময় আনন্দ ছেড়ে অন্য রূপে কেউ কোথায় আছে কি না।—তাই দেখ্‌বার জন্যে এ দিকে এলেম।

মন্ম। মহিষী ত আমার অবস্থা বেস জানেন।

কিরা। তা বলো৷ জন্মতিথির উৎসবে আহ্লাদনা করলে যে,রাজার

অকল্যাণ করা হয়।—আর এত ভাব্‌লেই বা কি হবে? ভাব্‌না-কেও একটু অবসর দিতে হয়, তা না হলে ভাব্‌তেও ভাল লাগে না।——উৎসবের ঘটাটাও ত একবার দেখ্‌তে হয়! রাজবাড়ী আজ্‌ সুন্দরীময় হয়েছে, রমণীর বাজার পর্য্যন্ত বসেছে, চাঁদের মেলা হয়েছে! আজ্‌ রংমহলের দরজা খোলা, যেখানে মহা-রাজের হাজারটী পোষা পাখী, সহস্র চন্দ্র এক ঠাঁই। একটী নিখুঁত সুন্দরী দেখে লোকে চোকের পলক ফেল্‌তে ভুলে যায়, আজ্‌ তেমন অসংখ্য সুন্দরী একত্র হয়েছে, আর যার যেমন ইচ্ছে সে সেইরূপ আমোদ কর্‌ছে।—এ ও কি তোমার একবার দেখ্‌তে সাধ হয় না? তা যদি না হয়, তবে তোমার যৌবনই বিফল, তোমার রূপই অসার, তোমার মন মনই নয়। আর এই শরৎকাল, মন্দ বাতাস, পূর্ণচন্দ্র, সকলই বৃথা!

মন্ম। (স্বগত) চন্দ্রাবতীর পবিত্র প্রণয়ামৃতে যার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়েছে, সে কি আর এ ঘৃণিত আমোদে প্রবৃত্ত হয়? (প্রকাশে) কিরাতি, এই সুন্দরী-দলে দুঃখিনী কোন রমণী আছে বল্‌তে পারো?—প্রিয়জন-বিরহে নিয়ত আমার মত ভাবে, নিয়ত আমার মত কাতর হয়, নিয়ত চোকের জল ফেলে? তা হলে আমি সেই সমদুঃখভাগিনী কামিনীর সঙ্গে দুঃখের কথোপকথনে এ উৎসবে একটু আমোদ করি।

কিরা। ভালই ত!

সুবা। (স্বগত) এইবার ইন্দুরভায়া ফাঁদে পড়্‌লেন!

কিরা। (চতুর্দ্দিক দেখিয়া গোপনে) একটী আছে। আহা! তার দুঃখে বুক ফেটে যায়!

মন্ম। তবে আমাকে তাঁর কাছে লয়ে চল।

কিরা। সে বড় কঠিন, সে পথে অনেক কাঁটা!

মন্ম। কেন? তীক্ষ্ণ অসিতে কি সে পথ পরিষ্কার কর্‌তে পারে না?

সুবা। (স্বগত) ঐ বীরত্বগুণেই মজেছো, সতীত্বের প্রহরী হয়েছো, অসতীর নয়নে পড়েছো!

কিরা। রাজা তাঁকে বড় সাবধানে রেখেছেন।

মন্ম। (স্বগত) শর-নিক্ষেপ, লিপির সম্বন্ধ নিঃসন্দেহ তাঁতেই। (প্রকাশে) আমি জানি লক্ষ্মী সাগর-জলেই থাকেন।

কিরা। কিরাতীর অসাধ্যও কিছুই নাই।—আমি যা বলি তা যদি কর তবে লয়ে যেতে পারি।

মন্ম। এখনি।

কিরা। তবে এসো, চোক্ বেঁধে দিই;—কিছু সুধিও না, পথেরও সন্ধান করো না, একেবারে ঘরে গিয়ে চোক্ খুলে দেবো, চার্ চক্ষে মিলন হবে।

মন্ম। তাতেও স্বীকার।

কিরা। (বস্ত্রদ্বারা চক্ষুরোধ করিয়া) তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুবা। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ——বাঁচ্লেম! আপদ গেল! নাট্যশালার লঙ্কা-কাণ্ডে পোড়ো নি বাবা, যাও এখন মদন-আগুনে দগ্ধ হওগে! সতীত্ব-রক্ষার সুখভোগ কর গে! বীরত্বের ফল দেখ গে! রাজমহিষী ক্ষেপেছেন! কামাসুন্দরী এত দিনের পর শর্ম্মার হল, যাই এখন বরসজ্জা করি গে।

[প্রস্থান।

(বিজয়কেতু ও রাজদূতের প্রবেশ।)

বিজ। (স্বগত) মন্মথ গেছেন? (প্রকাশে) ভাল, দূত মহাশয়, এ জনরব যদি সত্যই হয়, রাজধর্ম্মানুসারে সেটা কিছু নিন্দনীয় নয়, কারণ রত্ন রাজভাণ্ডারেই সংগৃহীত হয়।

দূত। তবে কি রাজা আমাদের ভাবী রাজমহিষীকে পুনঃ প্রদান করবেন না?

বিজ। (হাস্য করিয়া) লঙ্কাধিপতি রাবণ কি বৈদেহীকে সহজে প্রত্যর্পণ করেছিলেন ?

দূত। তবে কি চন্দ্রাবতী যথার্থই ধরণীর নর-শোণিত-তৃষা নিবারণের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছেন ?

বিজ। বোধ হয়, তারাপুরের ভার-হরণ জন্যেই চন্দ্রাবতীর জন্ম।

দূত। এ অতি অযোগ্য কথা ! বৈদেহীর উপলক্ষে লঙ্কাই ধ্বংস হয়েছিল, অযোধ্যার কিছুই হয় নাই।

বিজ। কিন্তু এ তুলনায় সিংহ আর শৃগালই দৃষ্টান্তের স্থল।

দূত। (হাস্য করিয়া) বলেন কি মহাশয় ? আপনি কি তারাপুরের বলবান সৈন্যকুলের বিক্রমের কথা জ্ঞাত নন্?

বিজ। অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন কি ? আপনাদের রাজাকে অগ্রসর হতে বলুন গে, প্রত্যক্ষই দেখা যাবে।

দূত। মহাশয়, নিশ্চয় জানবেন যুদ্ধে ধর্ম্মেরই জয় লাভ হয়।

বিজ। ভারতের আর সে অবস্থা নাই, এমন দিল্লীর সিংহাসনে যবন, এখন বলই প্রধান।—বীরেন্দ্রকেশরীর ক্ষমতা থাকে এই তীক্ষ্ণ অসির অভ্যন্তর হতে চন্দ্রাবতীকে লয়ে যেতে বলুন গে ! (অসি নিষ্কোষণ।)

দূত। তবে এই অসিই মানভূমির সর্ব্বনাশের হেতু !

বিজ। (স্বগত) তাই হোক্‌!

দূত। তারাপুরাধিপতি এ অপমান কখনই সহ্য করবেন না।

বিজ। তবে আপনি এই বনে রোদন করুন, এই তরুশ্রেণী আর এই অচেতন পদার্থগণের নিকট আপনার রাজ-গরিমা প্রকাশ করুন, আমার আর শ্রবণ করা উচিত নয়।

[প্রস্থান।

দূত। (স্বগত) এ অনিশ্চিত সংবাদ লয়েই বা কি রূপে ফিরে

যাই। অকারণ-সম্ভূত বিবাদ উপস্থিত হলে আমাকেই পাপের ভাগী হতে হবে। এ সকল অপমান-সূচক কথা রাজার কর্ণ-গোচর হলে একেবারে আগুন জ্বলে উঠ্‌বে! আর সে আগুনে মানভূমি ভস্মসাৎ হবে তার আর সন্দেহ নাই! (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে, কপিলদেব এই উদ্যানে ভ্রমণ কর্‌ছেন।

(কপিলবেশে ইন্দুমালার প্রবেশ।)

মহাশয়, কোন সংবাদ পেলেন কি ?

ইন্দু। আপনি কেন আর সন্দেহ করেন ? জনরব কি কখন মিথ্যা হয় ? এই যে একটী জল-কল্লোলের শব্দ আস্‌ছে, এতে ত এই নিশ্চয় হয় যে, নিকটে একটী প্রবাহিত নদী আছে।

দূত। তবে কাল প্রত্যূষেই যাত্রা কর্‌বো। যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় নাই।

ইন্দু। সাগরের সুধা সহজে কি লাভ হয় ?

দূত। তবে আপ্‌নিও আশ্রমে ফিরে যাবেন ?

ইন্দু। গুরুদেবের অবস্থা ত শুনেছেন। মহীধর কালকূটে জর্জ্জরিত হলে লতাদি কি আর তার আশ্রয় পায় ? যত দিন না প্রিয় ভগ্নীর দর্শন পাই আমি এই মদন-মোহনের মন্দিরেই অবস্থান কর্‌বো।

দূত। (আকাশে দৃষ্টি করিয়া) ইস ! চন্দ্রদেব এরই মধ্যে গগনের অর্দ্ধাংশ অতিক্রম কর্‌লেন, তবে আর বিলম্ব কর্‌বো না, প্রস্তুত হই গে।

[প্রস্থান।

ইন্দু। (স্বগত) এই ত দাবানল প্রায় জ্বলে উঠ্‌লো, এখন ঈশ্বর কোনমতে আমাদের প্রিয় হরিণীটীকে রক্ষা করেন তবেই ত হয়।—ইচ্ছাপূর্ব্বক ভবিতব্যতার স্রোত ত কেউ নিবারণ করতে পারে না ! অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে ! আচ্ছা ! চন্দ্রাবতী কোথায় তাই এখনো স্থির হলনা, কিন্তু এরই মধ্যে

প্রিয়সখীর জন্যে একটা তুমুল যুদ্ধের উপক্রম হলো! যাহোক্, লক্ষ্মী সাগরে ডুবে থাকেন, এই মন্থনেই উদ্ধার হবেন! কই মন্মথকে ত কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না, তবে তিনি ঘুমিয়েই পড়েছেন, তা চিন্তাকুল ব্যক্তির নিদ্রাই একমাত্র বন্ধু।—আমি যাই, আবার মহিষী কখন ডাকেন।

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—মহিষীর শয়নাগার।

(কিরীটচন্দ্র ও পূর্ণকেশী আসীন, পার্শ্বে কঞ্চুকী ও চামর-ব্যজনকারিণীদ্বয়।)

রাজা। কঞ্চুকী, সুবাহুকে বল গে যে অমৃতপুরের এই নৃত্য-কারিণী দুটী (গোলাপী ও আতুরী) অতি উত্তম নৃত্য করেছে, তাদের যেন উপযুক্ত পুরস্কার দেন!

কঞ্চু। মহারাজ, যারা এই মাত্র নৃত্য করে্য গেল?

রাজা। হাঁ।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

পূর্ণ। নাথ, আজ্‌কের আমোদ কতই সুখের!

রাজা। প্রিয়ে, কেমন সুখের সময়টী! কোন চিন্তা নাই, ভয় নাই, সুমন্ত্রী সুবাহুর হস্তে রাজ্যভার, এতে আর উৎসবে সুখ-বোধ হবে না! তা এ সুখ আমারই!

পূর্ণ। কেন, নাথ, আমার নয়?

রাজা। প্রিয়ে, এমন হাস্যমুখী রাজমহিষী যার পাশে বসে আনন্দ প্রকাশ করে, সে রাজা সুখী নয় ত আর কে সুখী!

পূর্ণ। আমারও ত সেই সুখ। তা নাথ, এই সময় একটু বিশ্রাম কর্‌লে হয় না?

রাজা। কেন প্রিয়ে? আমোদে কি পরিশ্রান্ত হয়েছো? এই যে নিদ্রার আবেশে কমল নয়নদুটী ঢুলু ঢুলু হয়েছে! ঘুমের সহকারী মৃদু হাসিটুকুও অধর ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে তুলেছে! তা

প্রিয়ে, সুখে নিদ্রা যাও; কিরীটচন্দ্র কিছুতেই তোমার অসুখের কারণ নয়।

পূর্ণ। তা নাথ, তুমি কোথায় যাবে? ঘুমের অনুরোধে যদি এ রত্নহার গলা হতে খুল্‌তে হয় তবে এমন ঘুমেই বা কাজ কি?

রাজা। প্রিয়ে, আজ্‌ রাজবাড়ীতে কত লোকের সমাগম তা জান ত। এ কিঙ্করকে সময় বিশেষে পরের মন যোগাবার জন্যে এমন প্রেয়সীর নিকটেও বিদায় নিতে হয়!

পূর্ণ। তবে নাথ, তোমার যেমন ইচ্ছা!

রাজা। আমিও একবার চতুর্দ্দিকের সংবাদ লয়ে এখনি মণি-মন্দিরে শয়ন কর্‌বো।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। (চামরব্যজনকারিণীর প্রতি) সখি, তোমরাও একটু বিশ্রাম কর গে। আর কামামুঞ্জরীকে বল গে যেন এই সময় একটী গান করে্য আমার ঘুম এনে দেয়।

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

(স্বগত) আঃ, বাঁচ্‌লেম! এমন উৎসবে যদি মনোমত আনন্দ উপভোগ কর্‌তে না পারি, তবে উৎসবই বৃথা! চন্দ্রের অস্তগমন কালেও যদি চকোরী একটীবার সুধা পান করে তবু সে রাত্রের উদয় বিফল হয় না! আর——

(নেপথ্যে সংগীত।)

বাগেশ্বরী।—আড়াঠেকা।

গভীর রজনী অতি, সুশান্ত ধরণীতল।
ভুলেছে বিশ্রাম সুখে, দিবা-দুঃখ, জীবদল॥
দুরাচার পাপমতি, পাসরেছে পাপস্মৃতি,
নিভেছে তাপির হৃদি, গত তাপানল।
চারিদিক স্তব্ধ অতি, যেন নিজে বসুমতী,
ঘুমাইছে করি কোলে, সন্ততি সকল;

বাঁধা প্রেম আলিঙ্গনে, নিদ্রান্বিত কত জনে,
কেবল বিরহী মনে, আগুন প্রবল।
নিশীথে সুযোগ পেয়ে, ফিরিছে দুর্জ্জন চয়ে,
না জেনে ঈশ্বর আঁখি, জাগে অবিরল॥

পূর্ণ। (স্বগত) আহা! সম্মোহিনী রমণীতে সুমধুর সংগীত-শক্তি কি তার সর্ব্বনাশেরই কারণ! সুস্বর কি সতীত্বের কন্টক!

(কিরাতীর প্রবেশ।)

কিরা। মা গো! কি সর্ব্বনাশ! কি বিপদ!

পূর্ণ। কেন্ লো কিরাতী? কি হয়েছে?

কিরা। আজ্ যে করো্য রক্ষা পেয়েছি! উৎসব বল্যে কথা! আজ্ কি এ কাজ্ সামান্যি কঠিন!

পূর্ণ। এতক্ষণে উৎসব সুখের হল!

কিরা। তুমি ঘরে বসে মুখের কথা খসাও বই ত নয়, কিরাতীর যে কর্ম্মভোগ তা ত বোঝ না।

পূর্ণ। এই নে, এই হারছড়াটী পর্। (হার প্রদান।)

কিরা। তোমার প্রসাদে ত আমার কিছুরই অভাব নাই, তবে অনুগ্রহ করো্য যা দাও।—আজ্ কি সামান্যি কষ্ট পেয়েছি! গোলাপ উদ্যানে ত কিরাতীর কাজ্ কর্লেম, তার পর অন্দরের ঘাটে এসে দেখি আমাদের সে নাবিকটী নাই! কি করি? সে দিনের সেই মহামূল্য অঙ্গুরীটী একজনাকে দিয়ে কত করো্য পার হয়ে এলেম! এসে আবার দেখি, চোরা-সিঁড়ীর দ্বোর বন্ধ করো্য কালকেতু নিদ্রা যাচ্চে! ডাকৃতেও পারিনে! তার পর কত করো্য দ্বোর খুলে তবে এলেম!

পূর্ণ। কিরাতি, আমি তোর কাছে চিরদিন কেনা হয়ে আছি। রাজপ্রসাদ লাভের যদি আর কিছু ইচ্ছা থাকে ত বল্?

কিরা। আর ত কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, আমার আপ্‌নার জানা শুনো লোক যে যেখানে ছিল সকলেই রাজসরকারের বড় বড় কর্ম্ম পেয়েছে। তেবে দেখ্‌তে গেলে এ রাজ্যি আমারই লোকের হাতে চল্‌ছে! আর গয়না গাঁটা সোণা দানা হীরে মুক্তা তোমার প্রসাদে আমার আর কি অভাব আছে?

পূর্ণ। তবে বল্‌ই না কেন, তুই এক প্রকার মানভুমির রাজা হয়েছিস্!

কিরা। (হাস্য করিয়া) একপ্রকার কেন? তোমার রাজাকে অনুগ্রহ করো রাজসিংহাসনে বস্‌তে দিই বই ত নয়।—যা হোক্, মহিষি, সাত দিন চোরের এক দিনও ত সেধের, এই ভাব্‌নাতেই——

পূর্ণ। মিছে ভেবে মরিস্ কেন? রাত পোহালেই দোষের চিহ্ন থাকে না।

কিরা। কিন্তু আজ্ কি হয়!

পূর্ণ। কেন?

কিরা। এ,—চকোরীর চাঁদ!

পূর্ণ। তবে বল্ যে কলঙ্কিনীর ফাঁদ।

কিরা। সত্যি, সত্যি।

পূর্ণ। কিন্তু মধুকরী রূপেরও নয়, গুণেরও নয়, মধুপান পর্য্যন্ত সম্বন্ধ।

কিরা। আমি বলি, এ কীর্ত্তির এই ধ্বজাটী থাকুক, নষ্ট করো না।

পূর্ণ। কখন বুঝি প্রমাণ চাই?—দেখ্ এতক্ষণ হয়েছে, ঘরে এলে তবে চোকের কাপড় খুলিস্।——যা না, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

কিরা। (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া সচকিতে) কার্ না পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে?

নেপথ্যে রাজা। রাজমহিষি! রাজমহিষি! কিরাতি! কিরাতি!

পূর্ণ। কি সর্ব্বনাশ!

কিরা। এখন উপায়?

পূর্ণ। চন্দ্রের সুধা তুই এত যত্ন করো্যে এনে দিলি, আমি যেমন মুখে তুল্‌ছি, বিধাতা অমনি বিবাদী হয়ে কেড়ে নেবেন! এ কি প্রাণে সয়!——রাজা ত মণিমন্দিরে শয়ন কর্‌বেন বল্যে গিয়েছিলেন, আর সংবাদ না দিয়ে ত কখন আমার শয়নাগারে আসেন না, আজ্ এ অনিয়ম কেন?

কিরা। তুমিই জান, আর তোমার রাজাই জানেন! বশী-ভূত স্বামীর ত এমন কাজ্ নয়!

পূর্ণ। তা বই কি!

কিরা। তা, এ অভিমানের সময় নয়।

নেপথ্যে রাজা। রাজমহিষি! রাণী পূর্ণকেশি!

কিরা। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ, রাণী ঘুমিয়েছেন, আজ্ঞা না দিলে কেমন করো্যে দ্বোর খুলি।

পূর্ণ। তোর মত বুদ্ধিমতী আর নাই!

কিরা। এখন শীঘ্র উপায় ঠাওরাও।

নেপথ্যে রাজা। কিরাতি, তুমি রাণীকে উঠাও!

কিরা। তবে মন্মথ আজ্ যান্।

পূর্ণ। তোর কথার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। জীবিত ব্যক্তি কি সে দ্বোর দিয়ে বহির্গত হয় যে, পুনঃপ্রবেশের আশা থাক্‌বে।

কিরা। কালকেতুকে বারণ করো্যে আসি।

পূর্ণ। সেও অনিয়ম। তা হলে কালকেতু এখনি আমারই মস্তক ছেদন কর্‌বে।

নেপথ্যে রাজা। কিরাতি, প্রেয়সীর নিদ্রা কি ভঙ্গ হল?

কিরা। মহারাজ, অপেক্ষা করুন। (রাণীর প্রতি) তবে মন্মথের অদৃষ্টে এই পর্য্যন্তই ছিল! তিনি কংসবতীর স্রোতে ভাসুন গে!

পূর্ণা। না, না, চকোরী পরিতৃপ্ত না হতেই চন্দ্র জন্মের মত অস্ত হবেন! বরং রাজদত্ত এই অঙ্গুরীটী তাঁর হাতে দিয়ে আয়, কালকেতুর হাত এড়াবার এই ত একমাত্র উপায়। (অঙ্গুরী প্রদান।)

কিরা। এ অঙ্গুরী যে রাজার প্রাণ!

পূর্ণা। মন্মথের এক দিনের জীবনও এ হতে মূল্যবান্। কিন্তু দেখিস্ কাল্ যেন নিশ্চয় আসেন। এ অঙ্গুরীর গুণ বলে দিস্।

[দ্বারমোচন করিয়া কিরাতীর প্রস্থান।

(রাজার প্রবেশ।)

পূর্ণা। (চক্ষু মার্জ্জন করিয়া) কেন, নাথ, কি হয়েছে?

রাজা। প্রিয়ে, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ করে্য তোমার শরীরকে অকারণ ক্লেশ প্রদান করা কি কিরীটচন্দ্রের অভিপ্রেত? এ কি আমার প্রিয়কার্য্য? আমি কখনই ইচ্ছাক্রমে তোমার অণুমাত্র অসুখের কারণ হই না।

পূর্ণা। নাথ, তুমি বল্যে গেলে অভাগিনীর কুটীরে আজ্ আর চরণ-ধূলি দেবে না, তাই আমি খেটে খুটে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। তা যাহোক্, হঠাৎ আগমনের কারণ কি? মান-ভূমির ভিতর এমন কি ঘটনাই বা ঘট্‌তে পারে যে এই অসময়ে গভীর রাত্রে আপনার অনিয়মিত আগমন হয়?

রাজা। প্রিয়ে, একটা বড় কুস্বপ্ন দেখেছি?

পূর্ণা। সামান্য আগুনে কি মহাসাগর উত্তাপিত হয়?

রাজা। সে অতি ভয়ানক! যে চিন্তা এই ষোড়শ বৎসর ভস্মাচ্ছাদিত অনলের মত এই হৃদয়ের এক পাশে পড়ে ছিল, আজ্ কি কারণে বল্‌তে পারি নে, সে অনল একেবারে জ্বলে উঠেছে।

পূর্ণা। (সবিস্ময়ে) জীবিতেশ্বর, বল, বল, কি হয়েছে বল?

রাজা। প্রিয়ে, মণিমন্দিরে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেম, বোধ

হল যেন সত্যবতীর মূর্ত্তি আমার পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি স্থিরনেত্র নিক্ষেপ করে্য রয়েছে; অমনি আমার নিদ্রাভঙ্গ হল, নয়ন উন্মীলন কর্‌লেম, করবা মাত্রে যেন সেই পরিচিত কণ্ঠে বল্‌লে “মহারাজ, তোমার মহিষীর ঘরে যাও।” স্পষ্ট দেখ্‌লেম সেই নিশাচরী মূর্ত্তি তড়িৎমালার ন্যায় দৃষ্টির বহির্ভূত হল!

পূর্ণ। (কম্পিতা) তবে নাথ, অবশ্য তুমি সে প্রিয়মূর্ত্তির চিন্তা করে্য থাক, তা না হলে এ স্বপ্ন কেন ঘট্‌বে? (অভিমানের লক্ষণ।)

রাজা। প্রিয়ে, চিরকিঙ্করকে অবিশ্বাস কেন? আমাদের প্রণয়ের প্রথমাবস্থার কথা মনে করে্য দেখ দেখি, তোমার সুখের পথ আমি কি রূপে মুক্ত করেছি; আমি মূর্ত্তিমতী স্বর্ণলক্ষ্মীকে অঙ্কে পেয়ে আবার সে ঘৃণিত মূর্ত্তির চিন্তা কর্‌বো? এ কি সম্ভব?

পূর্ণ। (স্বগত) এত দিনের পর কি সত্যবতী দেবযোনি হয়ে রাজপুরীতে এলেন!

রাজা। অভিমানিনি, অকারণে কেন অভিমান কর! (নেপথ্যে কালকেতুর শঙ্কিত ধ্বনি।)

নেপথ্যে মন্মথ। রে পাপিষ্ঠ, এখনি এই পত্রে স্বাক্ষর কর্, নচেৎ তোর মস্তক ছেদন করি। (নেপথ্যে পুনঃরায় শঙ্কিত-ধ্বনি।)

রাজা। এ কি! এ কিসের শব্দ!

পূর্ণ। (কপট ভয়ের রোদনে) মহারাজ, ও ঘরে চলুন! মহারাজ, ও ঘরে চলুন!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজভবনের পাতালগৃহ।

(চন্দ্রাবতী আসীনা।)

চন্দ্রা। (স্বগত) এ বিজন গহ্বরে আমি আর কত কাল বাস কর্‌বো! এ কারাবাস হতে আমি কি কিছুতেই মুক্ত হব না? এ স্থানই বা কোথায়? এ কি জননী বসুন্ধরার গর্ভস্থল! ওঃ, এ কেমন নিভৃত স্থান! এমন নির্জ্জন কারাগারে কে আমাকে আবদ্ধ কর্‌লে? কোন দুর্দ্দান্ত রাজা সময়ে আমার ধর্ম্মনাশ কর্‌বার মানসে কি আমাকে এইরূপে সংগ্রহ করে্য রেখেছে? কি নরমাংস-লোলুপ কোন ভয়ানক রাক্ষস আমাকে পিঞ্জরস্থ করেছে, সময়ে গ্রাস কর্‌বে! যা হোক্, অভাগিনীর অদৃষ্টে চির-কারাবাসও ভাল, রাক্ষসের হাতে মরণও ভাল, তবু যেন কোন দুরাচার রাজার নির্দ্দয় হাতে পড়্যে আরো যাতনা না পেতে হয়! আমি ত এ জন্মে কারু চরণে কোন অপরাধ করিনে, তবে এ দুর্গতির কারণ কি! বিধাতা! তোমার সৃষ্টিতে কি জন্মান্তরীণ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল ভোগ কর্‌তে হয়? তোমার জগতে কি এ নিয়ম প্রচলিত আছে? তা যদি থাকে, তবে এ ভোগা-ভোগের কারণ তুমিই জ্ঞাত আছ! বিধাতা! মনুষ্য জন্মাবা মাত্র তুমি না কি ক্ষণকালের মধ্যে তার কপালে এ জন্মের সমুদয় ভবি-ষ্যৎ সুখ দুঃখের লিপি বদ্ধ কর! তা অভাগিনীর জন্মকালে তুমি এতাদৃশ পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডলের কোন কর্ম্মে কি বিব্রত ছিলে না? সে সময় কি তোমার অবসর কাল ছিল? তাই এই অভাগীর ক্ষুদ্র ললাটে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এত দুঃখের লিপি

লিখেছিলে? না তোমার অপরিমিত কল্পনা-শক্তিতে অবলার জীবনে যত দুঃখ রচনা হতে পারে তাই দেখ্‌বার জন্যে এই অভাগিনীর ক্ষুদ্র ললাটটী মনোনীত করেছিলে?——দেখ দেখি, বিধাতা! কার্ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তা কিছুই জানি ন! জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তিই যদি নয়নগোচর না হল, তবে তোমার সৃষ্টিতে জন্মই বা কেন? যার সস্নেহ-দৃষ্টি-সম্ভূত বিমল চন্দ্রানন যদি চিরদিনই আমার স্মৃতিপথে না রইলো তবে এ শরীর ধারণের ফল কি? বিধাতা! তোমার অভ্রান্ত নিয়ম প্রভাবে অবশ্যই আমার বদনে সর্ব্বাগ্রে মা মা বাক্যটী উচ্চারিত হয়েছিল; আমি যখন মাতৃকোল অভাবে ধরণীর ধূলায় পড়্যে আধ আধ স্বরে মা মা বলে ডেকেছিলেম, তখন তোমার হৃদয়ে কি একটুও করুণার সঞ্চার হয় নি।—(চক্ষু মুছিয়া) যাহোক্, তবু শোকাতুর সর্ব্বত্যাগী পিতার নিকটে কালাতিপাত কর্‌ছিলেম সেও সুখের ছিল; সঙ্গিনী ইন্দুমালার স্নেহে ও আদরে সকল দুঃখ ভুলেছিলেম; তোমার অখণ্ড লিপি বল্যে সকলই সহ্য করেছিলেম। বিধাতা! তাতেও আবার বিড়ম্বনা ঘটালে? তৃষাতুরা হরিণীকে জলভ্রমে মরীচিকায় ধাবিত কর্য্যে লয়ে এসে একেবারে তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত কর্‌লে? মন্মথ কি তোমার মায়া-মরীচিকা? না তুমি নির্দ্দয়তার শেষ দেখাবার জন্যে অমৃতপূর্ণ স্বর্ণপাত্র মুখে তুলে দিয়ে কেড়ে নিলে? শেষে আবার এই কারাবাস ঘটালে?—যাহোক্, এই ত তোমার নির্দয়তার শেষ সোপান! আমার কপালের লিখিত এই ত তোমার শেষ লিপি? না আরো কিছু আছে? তা যদি থাকে, তবে বিধাতা! শীঘ্র শেষ কর, আর সহ্য হয় না।—এ নিদারুণ সন্তাপে আমাকে রক্ষা কর্‌বার কেহই নাই! (হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন ও অঙ্গুলি ব্যবধানে নয়ন-জল পতন।) হা মন্মথ! হা প্রাণবল্লভ! (চক্ষুমোচন) তুমি কোথায় রইলে? হা প্রিয়সখি!——(অপূর্ব্ব শব্দ ও রক্তবর্ণ আলোক দেখিয়া চমকিত হইয়া)——একি! এ অপূর্ব্ব

অপূর্ব্ব আলো কিসের? এ কি স্বর্গের কোমল কিরণ? (নীরব ও একদৃষ্টি।)

(আলোর মধ্যে দেবযোনির প্রবেশ।)

(উত্থান পূর্ব্বক) ইনি কি কোন দেবী! দুঃখিনীর দুঃখে সন্তাপিত হয়ে এইরূপে দেখা দিলেন! উদ্ধার করবেন? করুন, শীঘ্র করুন। (প্রকাশে)——মা! তুমি কে?

দেব। চন্দ্রাবতি, ভয় করোনা!

চন্দ্রা। জননি, ভয় কিসের? আপনি স্বর্গের কোন দেবীই হোন্, আর নরকের কোন কুটিলা দেবযোনিই হোন্, এ নির্জ্জন প্রদেশে আপনাকে দেখে আমি যথার্থই সুখী হয়েছি, আমি এতদিন একটী প্রাণীকেও দেখি নাই।

দেব। চন্দ্রাবতি, আমি মানবী নই, দেবযোনি, তোমার জননী।

চন্দ্রা। মা, শেষে এই বেশে এই স্থানে আমাকে দেখা দিলে? যা হোক্, মা, একবার চরণস্পর্শ করে্য জীবন সার্থক করি।

দেব। বাছা, দেবযোনিদের ত অবয়ব নাই।

চন্দ্রা। মা, অদৃষ্ট এমনি মন্দই বটে! যা হোক্ মা, তোমার ছায়ায়ও আমার প্রাণ শীতল হল! মা, শুনেছি এ অভাগিনী জন্মাবামাত্র তুমি মানবদেহ ত্যাগ করেছো, সে আজ্ ষোল বৎসর হল, তবে আজও দেবযোনি রূপে কি কারণে এ পৃথিবীতে ভ্রমণ করছো! বল মা, অধিনীর কৃত কোন অপরাধ কি এর কারণ? না অপরাধিনীর কোন বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান অভাবে তোমার এই অবস্থা?

দেব। না বাছা, তা কিছুই নয়। এ হতভাগিনী তোমাকে গর্ব্ভে ধরেছিল এই মাত্র, মার কর্ম্ম যা তা কিছুই করতে পারে নাই, তাই এখন তোমারই মঙ্গলের জন্যে এ পৃথিবীতে আসা।

চন্দ্রা। মা, তুমি আমার মঙ্গলের জন্যে স্বর্গ-সুখ পরিত্যাগ করে্য এই নিকৃষ্ট ধরা-মণ্ডলে দেবযোনি হয়ে ভ্রমণ করছো!—কেন?

দেব। বাছা রে, তোমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্যেই আমার দেখা দেওয়া। তা তুমি আর কাতর হইও না, বিধাতা ত্বরায় সদয় হবেন।

চন্দ্রা। মা, তোমার আশ্বাসে আমারই প্রাণ শীতল হল। কিন্তু মা, আমি কোন্ দুর্জ্জনের কারাবদ্ধ হয়েছি? আমি কোথায় রয়েছি?

দেব। বাছা, এ মানভূমি, রাজা কিরীটচন্দ্র তোমাকে বন্দিনী করেছেন।

চন্দ্রা। অ্যাঁ! রাজা কিরীটচন্দ্র! (মূর্চ্ছা ও শয্যায় শয়ন।)

দেব। (বাহু সঞ্চালন ও স্বগত) আহা! এ রত্ন কোন্ দেশকে অলঙ্কৃত করেছিল! কোন্ ভাগ্যবতীর অঙ্ক সুশোভিত করেছিল! কার্ কর্ণকুহরকে মা বলে ডেকে পরিতৃপ্ত করেছিল! নিষ্ঠুর রাজা কোন্ অপরাধে সে অভাগিনীর হৃদয়ে বজ্রাঘাত করেছেন? কেন তাঁর বুকের রক্তটুকু শোষণ করেছেন? এ সুকুমারী কুমারীকে কি কারণে কারাবদ্ধ করেছেন?—আহা! দুঃখই দুঃখিনীর মনকে দগ্ধ করে! চন্দ্রাবতীর দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! অথবা কল্পিত মাতৃ স্নেহেরই বা এত শক্তি! আমি আজ্ একটী দুঃখিনীর মাতৃবেশে তাকে সান্তনা কর্‌ছি, সেই সুখই হৃদয়ে উথ্‌লে উঠ্‌ছে, ষোল বৎসরের এত দুঃখ ভুলে যাচ্ছি! না জানি জননীরা সন্ততি দর্শনে কি সুখেই ভাস্‌তে থাকেন! সে সুখে জন্মান্তরীণ দুঃখ নাশ হয় তার সন্দেহ কি! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) অদৃষ্ট মন্দ না হলে আমিও আজ্ সেই সুখেই ভাস্‌তেম!—এই যে চেতন হচ্ছে, তবে আর থাক্‌বো না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে স্বগত) মাও গেছেন? (উপবেশন।) বিধাতা! তুমি তবে সত্য সত্যই আমার কপালে সেই নিদারুণ লিপি লিখেছো! এই দুরাচার নিষ্ঠুর রাজা তোমার লিপি নিষ্ফল কর্‌বার জন্যে এই উপায়করেছেন! তবে ত আমি আর এ কারাবাস হতে কিছুতেই মুক্ত হব না। (রোদন।)

বেহাগ খাম্বাজ জঙ্গ্‌লি।—আড়াখ্যামটা।

রে বিধি, কেন তুই, হলি, দারুণ এমন।
কেন বা লিখিলি ভালে, এ হেন লিখন॥
দিয়ে পতিধন করে, কেন তাঁরে নিলি ফিরে,
আন্‌লি বন-হরিণীরে, রাজনিকেতন।
বসাইতে সিংহাসনে, সাধিলি রে প্রাণপণে,
ফলে কারাবাস হল, সার রে এখন॥

হায়! হায়! প্রাণনাথ! তুমি এখন কোথায় রয়েছো? কে তোমাকে এ কথা বল্যে আসে!—রে দগ্ধ প্রাণ! আর কি আশ্বাসেই বা পিঞ্জরস্থ হয়ে থাক্‌বি? নৈরাশের দুর্জ্জয় শেল আর কেন সহ্য কর্‌বি? (শয়ন ও নিদ্রা।)

(মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। (অঙ্গুরী চুম্বন ও স্বগত) ধন্য রে অঙ্গুরী! মহামূল্য মণিরই ত এই গুণ! যখন তুমি সে পিশাচীর অঙ্গুলিচ্যুত হয়ে কারামুক্ত হয়েছো, তখন তুমি কত লোকের কারামুক্ত সাধন কর্‌বে তার কি সন্দেহ আছে! তোমার প্রভাবে এ গভীর রজনীতেও রাজপুরীর সকল দ্বার বিমুক্ত হল! তা, এই ত নির্জ্জন কারাগার বোধ হচ্ছে!——এই যে একটী কন্যা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন!—ইনিই কি বন্দিনী!—যাহোক্ সময় সৎকর্ম্মেরও হাতধরা নয়, কখনই অপেক্ষা কর্‌বে না। (নিকটে গমন।) দেবি! দেবি! সুন্দরি!

চন্দ্রা। (নিদ্রা ভঙ্গে) এ ত সে দেবযোনির গলা নয়! যার নয়! তবে কে?—

মন্ম। দেবি, তুমি কি কারাবাসিনী? শর-সংযোগে তুমিই কি পত্র নিক্ষেপ করেছিলে?

চন্দ্রা। আমিই সেই অভাগিনী! (উপবেশন করিয়া) তা, এ মধুর স্বর যেন আর কখন শুনেছি? আপনি কে?

মন্ম। মন্মথ।

চন্দ্রা। (উত্থান পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) জীবিতেশ্বর! প্রাণনাথ!

মন্ম। কে? আমার প্রেয়সী চন্দ্রাবতী! তোমাকে আবার পেলেম! (বক্ষে ধারণ) চল, চল, শীঘ্র চল, আর রাত নাই।

(দ্রুতবেগে দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।)

উভয়ে। কই, কই, কই?

প্র, সৈ। এই যে! আর কোথায় পালাবে? আজ্ আর রক্ষা নাই! রাজমহিষীর অঙ্গুরী চুরি করে্য রাত্রে রাজপুরীতে প্রবেশ কর?

মন্ম। (স্বগত) অঙ্গুরীর প্রভাব বুঝি মলিন হল! (প্রকাশে চন্দ্রাবতীর প্রতি) প্রিয়ে, তুমি আমার পশ্চাতে থাক, আমি অস্ত্রের দ্বারা তোমার গমন-পথ পরিষ্কার করি। (অসিকোষে হস্তক্ষেপ।)

চন্দ্রা। নাথ, অভাগিনীর হস্তধারণ সময়ে তুমি যে, অসি শয্যার উপর রেখেছো। ঐ—ঐ—ঐ নরাধম অসি লয়ে পালালো।

[দ্বিতীয় সৈনিকের অসি লইয়া প্রস্থান।

মন্ম। মন্মথের হস্ত আজ্ অসিহীন! তবে আজ্ মৃত্যুই নিশ্চয়!

চন্দ্রা। হা নাথ!—(শয্যায় পতন ও মূর্চ্ছা।)

মন্ম। প্রিয়ে, এ সময় তোমার এই অবস্থা! উঠ, উঠ।

নেপথ্যে। ওহে বীরবর! রমণী যে, সকল বলনাশের কারণ, সকল ভ্রমের হেতু; তা কি তুমি জান না?

(দ্বিতীয় সৈনিকের পুনঃপ্রবেশ।)

দ্বি, সৈ। রাজপুরে চুরি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা?

মন্ম। হা প্রিয়ে! আজ্ হৃদয় বিদীর্ণ হল!

[মন্মথকে বন্ধন করিয়া লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—মহিষীর শয়নাগার।

(পূর্ণকেশী ও কিরাতীর প্রবেশ।)

পূর্ণ। ভাল কিরাতি, মন্মথের কথা কি কিছু প্রকাশ হয়েছে?

কিরা। না, কিছুই ত না, কারু মুখে ত সে কথা শুনিনে। আমরা যা রটিয়েছি তাই রটেছে, কংসবতীতে তাঁর হত দেহ ভেসেছিল এইত সকলেই বলে।

পূর্ণ। কাজে তাই হলে কত সুখের হতো। যাহোক্ তবে তিনি এতদিন ভাগীরথীর কূলে কোথায় বন কাট্‌ছেন।

কিরা। শুনেছি ম্লেচ্ছ সদাগরেরা এখন গোবিন্দপুরের বন কাটাচ্ছেন, সেখানে বাণিজ্যের শহর বসাবেন।

পূর্ণ। কোন্ সদাগরের নৌকায় তিনি গিয়েছেন?

কিরা। বলদেবের মজুরের নৌকায়!

পূর্ণ। রাজা সর্ব্বদাই মন্মথের জন্যে দুঃখ করেন।

কিরা। বল কি মহিষি, মন্মথের কত গুণ! তাঁ হতে মহারাজের দু একটা রাজ্যও লাভ হতো।

পূর্ণ। (আকর্ণন করিয়া) ঐ শোন্, কিরাতি, আজো অঙ্গুরী চুরির ঘোষণা হচ্ছে।

(নেপথ্যে তুরীর শব্দ ও ঘোষণা।)

মানভূমিবাসী সবে, শুন সমাচার।
গিয়েছে রাণীর, চুরি, অঙ্গুরী হীরার॥
যে জন করিয়া দিবে, চোরের সন্ধান।
রাজা তারে পুরস্কার, করিবেন দান॥

কিরা। মহারাজ এখন ক্ষান্ত হন নি!

পূর্ণ। তা কি তিনি পারেন? বিবাহের অঙ্গুরী!—ভাল কিরাতি, মন্মথ সে অঙ্গুরী আর কালকেতুর নিকটে যে পত্র লিখে নিয়েছিল তা ত সে আপনার দেহ ছাড়া করে নাই, তবে সে পত্র আর অঙ্গুরী কি হল? আর চন্দ্রাবতী তখন মূর্চ্ছাগত হয়েছিল, তাকেও ত দিতে পারে নি?

কিরা। তা ত কিছুই প্রকাশ হল না, প্রাণদণ্ডের ভয়ে ও ত মন্মথ বলে নাই।

পূর্ণ। তবে তিনি এখন সে অঙ্গুরী আর সে কাগজ লয়ে ধুয়ে খান্ গে; মহারাজ এ দিকে চোর ধরুন; আমরা———

কিরা। কিন্তু মহিষি, মন্মথের ধন্য সাহস!

পূর্ণ। কেন বল্ দেখি?

কিরা। দেখ দেখি, এমন যে কালকেতু, তাকেই প্রাণের ভয় দেখিয়ে কি না লিখে নিলে?

পূর্ণ। তোরও ত বুদ্ধি কম নয়, তুই ত আবার সে কাগজকে নিষ্ফল করলি।

কিরা। মহিষি, সকলই হল, কিন্তু দেবযোনির উপদ্রব কিসে নিবারণ হবে? মহারাজ যে এখন সর্ব্বদাই দেবযোনিকে দেখ্‌তে পান।

পূর্ণ। আমি তার জন্যে কি না কোর্‌ছি; শান্তি স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র, জপ, কবচ-পাঠ যা কিছু আছে, সকলই ত হচ্ছে; আবার পুরোহিত ঠাকুর আজ্ একটা তালপাতে কি একটী মন্ত্র লিখে দিয়ে গেলেন, রাজার বালিশের নীচে রাখ্‌তে হবে।

কিরা। কি বল্‌বো দেবযোনির দেহ নাই, তা না হলে একবার বুঝ্‌তেম, কেমন না তিনি কিরাতীর ফাঁদে পড়্‌তেন।

পূর্ণ। এখন দৈব বই ত আর কোন ভরসা নাই।

কিরা। একে ত রাজা এই যাতনা ভোগ কর্‌ছেন, আবার শুনে এলেম বীরেন্দ্রকেশরী এই বল্যে পত্র লিখেছেন যে,

চন্দ্রাবতী তাঁর বাক্যিদত্তা রাণী, যিনি দোষে রাজা তাঁকে বন্দিনী করেছেন, সাত দিনের মধ্যে ছেড়ে না দিলে তিনি এ রাজ্যতে যুদ্ধ করতে আস্‌বেন।

পূর্ণ। বলিস্ কি কিরাতি! বীরেন্দ্র কি পাগল হয়েছে! মানভূমির রাজার প্রভাব ত সে বেস জানে! আমাদের অসংখ্য সৈন্য, বিজয়কেতুর যুদ্ধ-বিক্রম কি তার ভয়ের কারণ নয়!

কিরা। হাঁসিও পায়, দুঃখও ধরে! চন্দ্রাবতী ক জনার বাক্যিপড়া মাগ!

পূর্ণ। মন্মথ ত গিয়েছে, বীরেন্দ্রকে বঞ্চিত কর্‌তে পার-লেই হয়।

কিরা। মহিষি, না হয় তুমিই একবার বীরেন্দ্রের প্রতি নয়ন-পাত করো, তা হলেই সব শেষ হবে।—নারায়ণদেবের হাতে আর আমাদের কোন ভয় নাই, এক যে তাঁর শিষ্য কপিল এদেশে এসে উপদ্রব করেছিলেন তিনিও নৈরাশ হয়ে মদন-মোহনের মন্দিরে চিরদিনের জন্যে আসন পেতেছেন।

পূর্ণ। কিরাতি, ভাল মনে করো দিয়েছিস্, কপিল যে প্রণয়-ফুল দিয়েছিল তার কি হল?

কিরা। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করো যত তুক তাক দিয়ে-ছেন সকল গুলিই ফলবান্ হয়েছে, কেবল ঐটে বিফল হল।

পূর্ণ। কিরূপ করেছিলি বল্ দেখি?

কিরা। কামামুঞ্জরী ঘুমুলে পর আমি সেই ফুলের রসে তাঁর চোক ভিজিয়ে দিয়ে আসি; তার পর সুবাহু ঘরে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গায়, প্রথমেই সুবাহুর পানে চান্, কিন্তু কই কামা-মুঞ্জরী সুবাহুর তরে ত পাগল হল না! তেমন রসেও তাঁর কঠিন চোক গল্‌লো না।

পূর্ণ। কিরাতি, মহাদেবকে বিষপান করতে দিলে কি বিষের ফল হয়? সাবিত্রীর চোকে প্রণয়ফুলের রস দিলে নিষ্ফল হবে তার কথা কি?

কিরা। কিরাতীরও রাগ বেড়েছে।

পূর্ণ। তা, আর কি কর্‌বি?

কিরা। এ বার্‌ সতীত্ব নাশের বিষম ফাঁদ পাত্‌বো! সুবাহুর পুরস্কার দেবই দেব।

পূর্ণ। সে আবার কি?

কিরা। কামামুঞ্জরীর পালঙ্ক খানি লয়ে এসে মহারাজের কলের পালঙ্কখানি তার ঘরে পেতে রেখে আস্‌বো; তার পর বোঝা যাবে ফাঁদে পড়েন কি না।

পূর্ণ। তোর চতুর বুদ্ধির সীমা নাই! সে পালঙ্গে শয়ন কর্‌লে কারু সাধ্য নাই যে ইচ্ছাপূর্ব্বক উঠে!

কিরা। এতেও কি সুবাহুর মনস্কামনা সিদ্ধ হবেনা?

পূর্ণ। আহা! কিরাতি, একবার নাট্যশালার দিকে কান পেতে শোন্‌ দেখি, কি সুধা বরিষণ হচ্ছে। আহা! কি মিষ্ট গলা। (উভয়ের শ্রবণ।)

(নেপথ্যে সংগীত।)

ললিত।—আড়াঠেকা।

অদৃষ্টের ফল বল, কেও কি পারে খণ্ডাতে।
প্রবাহিত নদীস্রোত, বাঁধা কি রয় বাঁধেতে॥
লক্ষ্মী-রূপা সীতা সতী, পতি যাঁর রঘুপতি,
কি তাঁর হইল গতি, অশোকেরি বনেতে।
এমন যে কুরুকুল, সমূলে নির্ম্মূল হল,
যদুবংশ ধ্বংস হল, মুনির শাপেতে॥
দময়ন্তী রাজবালা, অদৃষ্টের কত জ্বালা,
সহিল সে কুলবালা, বিজন বনেতে।
পাণ্ডব রাজমহিষী, রূপসী দ্রৌপদী শশী,
বিরাটের হল দাসী, প্রাক্তনের ফলেতে॥

পূর্ণ। কিরাতি, বিধাতা মধুর-কণ্ঠী কোকিলার জন্যেই কি ব্যাধের শরের সৃষ্টি করেছেন?——

কিরা। (নেপথ্যে দেখিয়া) মহিষি, রাজা আস্‌ছেন।

পূর্ণ। (দেখিয়া) আহা! রাজার মুখ পানে চাইলে প্রাণ ফেটে যায়! এমন স্বর্ণ কমলও শুষ্ক হয়! (উত্থান।)

(কিরীটচন্দ্রের প্রবেশ।)

রাজা। (শ্রবণ করিয়া স্বগত) ভালবাসা-হৃদয়ের কি মধুর ভাব! মহিষী আমাকে কতই ভাল বাসেন! (প্রকাশে) প্রিয়ে আজ্ রাজপুরীতে একটা বড় অমঙ্গল সংবাদ এসেছে।

পূর্ণ। নাথ, আবার কি অমঙ্গল সংবাদ?

রাজা। নারায়ণদেব অনঙ্গবতীকে ত্যাগ করেছেন।

পূর্ণ। সর্ব্বনাশ! এ কথা কে বল্‌লে?

রাজা। অনঙ্গবতীর দাসী গোলাপী ফিরে এসেছে, সেই বল্‌লে।

পূর্ণ। নাথ, বল, বল, কি হয়েছে?

রাজা। নারায়ণদেব জপ, তপ, ধ্যান, পূজা, সব ত্যাগ করে্য অনঙ্গবতীকেই সার করেছিলেন; কিন্তু কদিন হলো তাঁর যেন হঠাৎ ঘোর ভেঙ্গে যায়, ব্রাহ্মণ ঘুমথেকে উঠে একেবারে চক্ষু রক্ত-বর্ণ করে্য অনঙ্গবতীকে কতই তিরস্কার করেন; ধর্ম্মনাশ করেছিস, সর্ব্বনাশ করেছিস, এখনি শাপগ্রস্ত কর্‌বো, ইত্যাদি কতই বলে্য আশ্রম হতে দূর করে্য দেন।

কিরা। অ্যাঁ! সর্ব্বনাশ!

পূর্ণ। তবে অনঙ্গবতী এখন কোথায়?

রাজা। তিনি ঘৃণায় কোথায় যে গিয়েছেন তা কিছুই স্থির হয় না।——

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। মহারাজ, তারাপুর হতে দূত এসেছে, রাজদর্শনের প্রার্থনা করে।

রাজা। তারাপুরের দূত!—তবে কি সন্ধি স্থাপনের অভিপ্রায়ে এসেছে? প্রিয়ে, আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হল? আহা! এমন অবসর টুকু নাই যে তোমার সঙ্গেও একটু দুঃখের কথা কই!

[রাজাও কঞ্চুকীর প্রস্থান।

পূর্ণ। কিরাতি, আবার যদি মোহন্ত হোম করেন, তবেই সর্ব্বনাশ! আবার কি উপায় করা যাবে! চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে জনরবের সহস্র মুখ আর কি বন্ধ হয়! মোহন্তের কানে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে! চল্, রাজসভায় কি হয়, আমরাও শুনি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোবিন্দপুর—কার্য্যালয়।

(মাধবেন্দ্র রায় ও সুরেশ আসীন।)

মাধ। (ভগ্নকণ্ঠে) সুরেশ, তুমি কি আমাকে প্রবোধ দিচ্ছ?

সুরে। না, মহাশয়, আমি সত্যই বল্‌ছি।

মাধ। এ যে আমার বিশ্বাস হয় না! আমার অদৃষ্ট কি এত প্রসন্ন হবে, আমার দুষ্কর্ম্মের কি প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে যে, আমি আবার প্রিয়পুত্রের মুখাবলোকন কর্‌বো! আমি আবার আমার মন্মথকে ফিরে পাব! হা পুত্র! তুমি এমনো নৃশংস নরাধম

পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলে? তুমি এমনো স্নেহহীন অপদার্থ পিতার সন্তান হয়ে জন্মেছিলে? তোমার মত সৎ-পুত্রের কি এমন পামর পিতা হওয়া উচিত?——

সুরে। মহাশয়, আর শোক করবেন না? ধৈর্য্য ধরুন!

মাধ। মন যে আর কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না! আমার শোক-সাগর যে একেবারে উথলে উঠেছে! হাঃ শান্ত-স্বভাব পুত্র! হা উদার-চরিত্র মন্মথ! তুমি এই কাপুরুষের নিষ্ঠুরতায়, এই বিপরীত পিতার অনাদরে কি যাতনাই না ভোগ করেছো! বিধাতঃ! তোমার সৃষ্টিতে কি এমন নর-শার্দ্দূল পিতা আর আছে যে, প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে?—আহা! ভাবী কালে তার অদৃষ্টে যে কি ঘটনা হবে তা একবারও মনে করলেম না! অনায়াসে অপর সকলের ন্যায় কর্জ্জনা পরিত্যাগ করে্য এলেম! একটী প্রাণীর নিকট ব্যক্ত করে্য আসি নাই যে, মন্মথ প্রত্যাগমন করলে আমার এস্থানে অবস্থানের সংবাদ পাবে! হায়! হায়! আমি মহামূল্য রত্ন স্বেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করেছি! আমি হৃদয়ের ধন স্বহস্তে সাগরে নিক্ষেপ করেছি!

সুরে। মহাশয়, আর উদ্বিগ্ন হবেন না। বঙ্গদেশের সকল প্রদেশেই লোক প্রেরণ করা হয়েছে। বিশেষতঃ আপনি সদাগর-ভূপতিদের প্রধান কর্ম্মচারী বলে্য রাজা মাত্রেই আপনার বন্ধুত্ব লালসা করছেন, সে সকল রাজাদেরও লেখা হয়েছে; তাঁরা বিশেষ করে্য অনুসন্ধান করবেন।

মাধ। সুরেশ, আমার যশ, ধনরাশি, পদ, রাজ-উপাধি, সকলই বৃথা! আমি গোবিন্দপুরে প্রবেশ করে্য অত্যল্প কালের মধ্যে এই উচ্চ-অবস্থায় পদার্পণ করেছি, কিন্তু মন্মথ অভাবে এ· আমার দুরদৃষ্টই বলতে হবে!—সুরেশ, হীনবল যবন রাজাদের রাজপথ সকলে কত বিপদ! দুর্গম অরণ্য সকল কেমন ভয়ানক! রাজাদের রাজসভা সকল কেমন ছলনা-জালে পরিপূর্ণ! মায়া-

বিনী দুশ্চরিত্রা রমণী-পরিপূর্ণ নগরী সকল কি ভয়ানক! আমার মন্মথ অতি শিশু, সে সকল অতিক্রম করা কি তার সাধ্য! শোভা সিংহের দস্যুদলেরা যদি তার সংকল্পের একটু সন্ধান পায়, তবে কি তাকে কারাবদ্ধ না করে্য ক্ষান্ত হবে? সুরেশ, তা যদি হয়, তবে কি সে ধন-লোলুপ দস্যুরা আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করে্য আমার প্রাণপুত্তলীকে ফিরে দেবে না?——

সুরে। মাহাশয়, আপনার শোকের গতি বিপরীত; কোথায় আজ আপনি ছোটরাণীর বিয়োগ-শোকে কাতর হবেন, না মন্মথের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লেন।

মাধ। সুরেশ, সে শোক আর কেন? সে স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সতীকুলের রত্নমালা স্বরূপ, স্বামী-সুখ-বর্দ্ধিনী, তিনি আর কত কাল এই নরাধমের সহবাসে কালাতিপাত করে্য আপনার দেহকে কলুষিত কর্‌বেন? তাঁর পবিত্র স্বভাবে পাছে এই অসচ্চরিত্রের দোষ সংস্পর্শ হয় এই জন্যেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। সুরেশ, আমার দামিনী, প্রিয়পুত্র মন্মথের প্রতি একটী দিনও বিমাতা-স্বভাব-সুলভ অসদ্ব্যবহার করেন নাই! মন্মথের প্রতিকূলে একটীও কুকথা আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট করান নাই! তিনি একটী দিনও বলেন নাই যে, আমি সদত তাঁরই মনোরঞ্জন চিন্তায় নিযুক্ত থাকি; প্রিয়-পুত্রকে একেবারে ভুলে যাই! সুরেশ, এতেই আমি নিশ্চয় জান্‌লেম যে, যে ব্যক্তি পুত্রস্বত্বে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে তার মত মহাপাতকী ধরামণ্ডলে আর নাই! আমি অবিবেচক নই, স্নেহহীন পিতাও নই, মন্মথ আমার কুপুত্র নয়, দামিনীও কুটিল-স্বভাব বিমাতা ছিল না, আমি এমন অবস্থাতেও যখন পুত্রের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়েছি, তখন অন্যের কি কথা! মন্মথের অনাদর কি আমার ইচ্ছাকৃত? তা কখনই মনে করো না? বিধি-নিবন্ধন এ সকল ঘটনা আপনা-আপনি ঘটে! যা-হোক্, সুরেশ, জগতে যেন কেউ আর এমন কাজ না করে আর।——

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহাশয়, ধনদত্ত নিবেদন কর্‍্যে পাঠালেন যে নূতন লোক সকল দুদিন বসে আছে, আপ্‌নার যেমন অনুমতি হয়।

মাধ। কি বল, সুরেশ?

সুরে। তাতে অবশ্যই অন্যমনস্ক হবেন।

মাধ। ভাল, তবে দেখা যাক্ (প্রতীহারীর প্রতি) তবে এক এক জন কর্‍্যে লয়ে এসো।

প্রতী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মাধ। (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত) ইনি ত একজন সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি। (প্রকাশে) সুরেশ, প্রতীহারী এ কাকে লয়ে আস্‌ছে?

সুরে। তাই ত!

(সন্ন্যাসী ও প্রতীহারীর প্রবেশ।)

মাধ। (সন্ন্যাসীর প্রতি) আপনি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এ কর্ম্ম স্বীকার করেছেন?

সন্ন্যা। আমিত কিছুই জানি না। আমি তীর্থ-ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী! তোমার কর্ম্মচারীগণ আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট করেছে! আমার সর্ব্বনাশ করেছে!

মাধ। ব্যাপার কি?

সন্ন্যা। আমি বৈদ্যনাথ-দর্শন হতে প্রত্যাগমন কর্‍্যে দুদিন মাত্র মানভূমিতে পোঁছেছিলেম, একাদশীর অন্তে দ্বাদশীর প্রত্যূষে স্নানার্থে কংসবতীতে আগমন কর্‌বামাত্র জনেক রাজ-কর্ম্মচারী সদৃশ ব্যক্তি আমাকে বল্‌লে যে, রাজা কিরীটচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তীর্থকারীগণকে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে পোঁছে দেবেন, অনেক যাত্রী সংগ্রহ হয়েছে, সকলই প্রস্তুত, এখনি নৌকা ছেড়ে, দেওয়া হবে। শুনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেম, অনায়াসে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হবে এ অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে! আর আপ্‌নি অবশ্যই বুঝতে পারেন, মাদৃশ ব্যক্তিগণের তীর্থ দর্শনে কি

পর্য্যন্ত লোভ; অতএব অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে্য এই ছলনা-জালে বদ্ধ হলেম। কোথায় লয়ে এলো কিছুই জানি না! এখন পরম্পরায় শুন্‌লেম যে আমাকে এই দেশে বন কাট্‌তে হবে! হা ভগবান্!—

মাধ। কি ভয়ানক! ভাল, আপনি এখন অবস্থান করুন গে, পরে যেমন হয় করা যাবে।——প্রতীহারি, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লয়ে এসো।

সন্ন্যা। ঈশ্বর আপ্‌নার-মঙ্গল করুন!

[প্রতীহারী ও সন্ন্যাসীর প্রস্থান।

সুরে। অদৃষ্টক্রমে সন্ন্যাসী ভায়া আজ্ আপ্‌নার হাতে প'ড়েছিলেন তাই রক্ষা পেলেন, নচেৎ এতক্ষণ কমণ্ডলু ত্রিশূল কেড়ে নিয়ে হাতে কুড়ালি দেওয়া হতো।

মাধ। তবে কি এইরূপে লোক সংগ্রহ হচ্ছে?

সুরে। মহাশয়, বঙ্গদেশীয়গণ দীন দুঃখী অন্নবস্ত্রহীন হলেও উপার্জ্জনের জন্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বস্থান পরিত্যাগ করে না; যে সকল লোক এখানে এসেছে সকলেই প্রায় ছলনা, চাতুরী, প্রবঞ্চনায় পড়ে্য এসেছে।

মাধ। কি নিষ্ঠুরতার কর্ম্ম!——

(নেপথ্যে গীত।)

পরজ।—সুর ফাঁকতাল।

ভো শম্ভো শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর, পিনাক ডম্বুর,
শিঙ্গা শূল শোভিত কর রে।
অনাদি আদি দেব; অপার মহিমা ধর, ব্রহ্মা বিষ্ণুবন্দিত,
হর হর হর রে॥
জটাভার শির, রজত দেহ সুন্দর, যোগি-জন-ধন,
প্রধান যোগী, যজ্ঞেশ্বর রে॥

সুরে। সন্ন্যাসী বড়ই আহ্লাদিত হয়েছেন।

(প্রতীহারীর সঙ্গে একটী স্ত্রীলোকের রোদন করিতে করিতে প্রবেশ।)

মাধ। কি? কি? ব্যাপার কি?

স্ত্রী। দোহাই, বাবা ঠাকুর! রক্ষে করুন, চরণে গড় করিয়া প্রণাম।)

সুরে। তোমার বিবরণ কি বল দেখি?

স্ত্রী। ওগো! মুই মড়ে ছেলে ফেলে এসছি গো বাবাঠাকুর!

মাধ। তুমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক এদেশে এসো নাই?

স্ত্রী। না, বাবাঠাকুর! মুই দুপুরবেলা ভাত চড়িয়ে দ্বোরে মড়ে ছেলেটীকে কোলে কর্যে মাই দিছিনু, আর বড় ধুপ ফুট্যা-ছিল বল্যে ভাবছিনু যে মোদের মরদ মাঠ হত্যে এ ধুপে কেমনে এস্যা ভাত খেয়ে যাবে। এক নিমেষে যমদূত এমন সময়ে দৌড়্যা এস্যা মোকে বল্লে, মাগী, তোর ভাতার নদীর ধারে কোটালের ঘোড়া চাপা পড়েছে। বাবাঠাকুর! অ্যা শুনে কি আর মুই থাকতে পারি, অমনি কোলের ছেলে পীড়ায় ফেলে দৌড়া দৌড়ি তার সঙ্গে চলে অ্যালাম, ছেলে মোর ফুকারে কাঁদ্‌তে লাগলো। নদীর গাবায় আসবা মোত্তর মোকে টেন্যা লায়ে তুললে, মুই এত কাঁদলেম তা কিছুই শুনলে নি, সারা পথ কদিন কেঁদ্যা কেঁদ্যা এসছি। (রোদন।)

মাধ। চুপ কর। চুপ কর।

স্ত্রী। এখন মোকে বলে তোকে এই দেশে থাক্‌তে হবে. দশজন বনকাটুরেতে তোকে ব্যা করবে; আর বল্যে দিলে প্রভুর কাছে বলিস্ যে, দশটাকার লোভে মুই ইচ্ছে কর্যে এদেশে এসচি, যদি আর কোন কথা বল্‌বি ত কেট্যা ফেল্‌বো। এখন বাবাঠকুর, আপনার বিচারে যা হয় করুন। মুই এক জনার ব্যা-

করা মাগ, নষ্ট দুষ্ট নই, যাতে মোর ধর্ম্ম থাকে তাই করুন! মোর বুকের রক্তের ডেলাটী কেঁদিয়ে ফেলে এস্‌চি, মোর বুক ফেট্যা যাচ্ছে! মোকে ছেড়ে দিন! মুই ঘরে যাই!

মাধ। ভাল, তুমি এখন থাক গে, আমি লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে ঘরে পাঠিয়ে দেবো।

[প্রতীহারী ও স্ত্রীর প্রস্থান।

সুরে। কুলী-আহরণ ব্যবসা অতি ভয়ানক!

মাধ। তাই ত, এমন প্রতারণা পরিপূর্ণ! এইরূপ অধর্ম্মের দ্বারাই কি নূতন জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়!—যা হোক্ আমার প্রাণ কি নির্লজ্জ!—হা নির্লজ্জ প্রাণ! এ দুঃখিনী স্ত্রীকে দেখেও কি তোমার লজ্জা হয় না? এখনি বাহির হও! এখনি বাহির হও! আর কেন? আর পিঞ্জরস্থ হয়ে থেকে কেন আমাকে লোক সমাজে লজ্জিত কর?

(প্রতীহারীর সঙ্গে শৃঙ্খল-বদ্ধ মন্মথের প্রবেশ।)

মন্ম। (স্বগত) দেখি, এ বার অদৃষ্টে কি ঘটে! যদি স্বাধীনতা নিতান্তই নষ্ট হয়, তবে আর কেন? কেন আর চন্দ্রাবতীর চিন্তায় অনর্থক দগ্ধ হব! আজ্ আত্মহত্যার দ্বারা প্রাণত্যাগই আমার স্থির সঙ্কল্প!

মাধ। সুরেশ, দেখ দেখি, ইনি কে?

প্রতী। প্রভু! ইনি নৌকায় অনেক অত্যাচার করেছেন বল্যে এঁকে শৃঙ্খল-বদ্ধ কর্য্যে——

মাধ। সুরেশ, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না তুমি আমার সম্মুখে দর্পণ ধরেছো? অমি স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি দেখে ভ্রমে পতিত হচ্ছি?——কে? এ কি যথার্থই আমার মন্মথ? (উত্থান।)

মন্ম। (সরোদনে) পিতঃ! পিতঃ! (চরণ ধারণ।)

এ

মাধ। (উত্তোলন করিয়া শিরশ্চুম্বন) প্রাণাধিক মন্মথ! তুমি আর এ নৃশংস পিতাকে স্পর্শ করো না! তুমি আর এ মহাপাতকীর মুখাবলোকন করো না! এ নরাধমকে আর পিতা বল্যে সম্বোধন করো না! (রোদন।)

মন্ম। পিতা, এ অযোগ্য কথা কেন? সকলই বিধাতার বিড়ম্বনা মাত্র! আপ্নি স্থির হোন্।

মাধ। বাপু মন্মথ, তোমার মলিন মুখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! এস, বাছা, একবার তোমাকে আলিঙ্গন কর্য়ে এ চির-তাপিত প্রাণ শীতল করি। (আলিঙ্গন।)

মন্ম। পিতা, আবার একটী নিষ্ঠুর প্রার্থনা করি। আপ্নি আমার অপরাধ ক্ষমা কর্য়ে আবার একবার আমাকে এখনি বিদায় দিন্।

মাধ। মন্মথ, তুমি কি অপরাধী পিতার এই রূপে দণ্ড কর্-বার অভিলাষ করেছো? বাপু রে! এটী তোমার অনুচিত কর্ম্ম!

মন্ম। তবে আমার দুরবস্থার কথা আগে শুনুন।

মাধ। বল? বল? কিন্তু আমিই তোমার সকল দুরবস্থার কারণ।

মন্ম। পিতা, মানভূমির রাজা কিরীটচন্দ্র অকারণে আমার পরিণীতা ভার্য্যা চন্দ্রাবতীকে কারাবদ্ধ কর্য়ে রেখেছেন। আমি চন্দ্রাবতী উদ্ধারার্থে কৃত-সংকল্প হয়েছিলেম, আর তাঁর বিশ্বাস-ঘাতিনী মহিষীর কদভিলাষ পূর্ণ করিনে বল্যে আমার এই অবস্থা!

মাধ। (সগর্ব্বে) কি! কিরীটচন্দ্রের এত বড় স্পর্দ্ধা! সে আমার ঘরের লক্ষ্মীকে কারাবদ্ধ করে! সুরেশ, এখনি এর প্রতীকার কর।

সুরে। যে কিরীটচন্দ্র আপ্নার সঙ্গে বন্ধুত্ব সংস্থাপনের জন্যে সে দিন পত্র লিখেছিলেন? তিনি আমাদের নূতন রাজা-দের ক্ষমতা ত বেশ জানেন?

মাধ। মন্মথ, এ জন্যে আমাকে কেন আর বিয়োগ-যাতনা দেবে? আমি এখনি চন্দ্রাবতীকে আনিয়ে দিচ্ছি।

মন্ম। পিতা, আপনার এ ক্ষমতা আমার শুভাদৃষ্টেরই হেতু। কিন্তু আমি না গেলে সে বিশ্বাসঘাতিনী মহিষীর হাত হতে কিরীটচন্দ্র ত উদ্ধার হবেন না।

মাধ। যদি নিতান্ত যেতে হয় আমিও সঙ্গে যাব।

মন্ম। আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না, বরং সুরেশ চলুন।

সুরে। এখন চলুন সকলে একত্র হয়ে যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাক্।

মাধ। চল।

মন্ম। পিতঃ! কর্জ্জনার অবস্থা কিরূপ?

মাধ। ধনাঢ্য মাত্রেই কর্জ্জনা পরিত্যাগ করেছেন! শোভা সিং সকলকেই সর্ব্বস্ব-বিহীন করেছে!

মন্ম। তাঁরা সকলে কোথায় গেলেন?

মাধ। ভাগীরথীর কূলে হুগলী চুঁচুড়া প্রভৃতি সামাজিক স্থান সকলে অনেকেই বাস করেছেন; এখানেও অনেকে এসেছেন।

সুরে। বিশেষতঃ বণিকেরা বাণিজ্যস্থান-প্রিয়; আর এখন বিদেশীয় সদাগরদের অভিনব নগরী সকলই নিরাপদ।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজমন্দিরের এক ঘর।

(রাজা ও পশ্চাতে কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

রাজা। (সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) কঞ্চুকি! দেখ দেখি, মহিষী কোথায় আছেন, কি কর্‌ছেন?

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) আঃ! এ যথার্থ রাজভোগই বটে! একদণ্ডের তরেও চিন্তার হাত হতে মুক্ত হবার উপায় নাই! কতই ভাবনা, কতই বিপদ, আর কতই মনস্তাপ! যাহোক্‌ বংশ-প্রথানুসারে উপবাসী থেকে বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীত স্বাক্ষর কর্‌লেম, এখন মহিষী সম্মত হলে উপবাসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ঐই যে, প্রেয়সী সন্ধ্যার ম্লানমুখী কমলিনীর ন্যায় এই দিকেই আস্‌ছেন। আহা! প্রিয়ের হাস্য মুখ মলিন দেখ্‌লে আমার হৃদয় ফেটে যায়!———

(পূর্ণকেশী, কিরাতী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

এসো, প্রিয়ে, এসো। (মহিষীর উপবেশন ও রোদন।) প্রিয়ে, আর রোদন করো না। সুবাহুর এ মন্ত্রণায় সম্মত না হলে আর কি উপায় আছে বল দেখি?

পূর্ণ। দেখ দেখি, নাথ, স্বামীই স্ত্রীর জীবন-সর্ব্বস্ব, আমি কত যত্নে সে ধন হৃদয়ে করো রেখেছি, এখন আমি কেমন করো অপর এক জনকে সে ধনের অর্দ্ধেক ভাগ দিই।

রাজা। প্রিয়ে, তাতে কেন ভয় কর্‌ছো? আমি পূর্ব্বাবধি তোমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আছি তা কদাপি অন্যথা হবে না। আমি যেমন তোমার আছি, তেমনি সম্পূর্ণরূপে তোমারই থাক্‌বো, এ বিবাহ নামমাত্র বই ত নয়।

পূর্ণ। তবু ত, নাথ, আর এক জন তোমাকে আপ্‌নার স্বামী বল্‌বে! আপ্‌নার বলে মনে মনেও অধিকার কর্‌বে! আমার যে সে কথা কোন মতেই সহ্য হবে না! সে কথায় যে আমার বুক ফেটে যাবে!

রাজা। প্রিয়ে, স্ত্রীজাতির সপত্নী আশঙ্কা এমনিই বটে, তা আমি বিশেষরূপে জানি, কিন্তু অন্য উপায় ত নাই।

পূর্ণ। হায় রে সুবাহু! আমি তোর কি অপরাধ করেছিলেম যে তুই রাজাকে এমন কুমন্ত্রণা দিলি? তুই আমারই প্রসাদে রাজমন্ত্রী হয়ে আমারই সর্ব্বনাশ কর্‌লি! তোর ক্রূর অন্তঃকরণে আমাদের পবিত্রপ্রণয় কি আর সহ্য হল না, তাই তুই এই বিষযোগে সে সুধা একেবারে নষ্ট কর্‌লি। (চক্ষু মুছিয়া) নাথ, আর কি কোন উপায় নাই?

রাজা। তা থাক্‌লে কি এই চির-অধীন জন তোমার সরল মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা ব্যথা দিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রিয়ে! তোমার নয়নে সলিল দেখ্‌লে কি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? মহিষি, যে পুরীতে স্ত্রীলোকেরা রোদন করে, সুখ সৌভাগ্য যে সে পুরী একেবারে পরিত্যাগ করে তা কি আমি জানি নে? আমি অকারণ কেন এমন চক্ষের জলের কারণ হব? প্রিয়ে, বিবেচনা করে দেখ দেখি, বিবাহ এক উপায়, আর সংগ্রাম উপস্থিত করা দ্বিতীয় উপায়; তা মারীভয়ে সৈন্য শ্রেণীর ত অবস্থা দেখ্‌ছো, নচেৎ পার্ব্বতীয় বলবান্ সৈন্য সঙ্গে কি নিম্ন জলময় প্রদেশের বন্য লোকের তুলনা হয়? আবার সেনাপতি বিজয়কেতুর অসুখের কথা শুনেছো? তাও যেমন হোক্, রাজভাণ্ডার একেবারে ধনশূন্য হয়ে পড়েছে; যবন রাজাদের নিকট স্বাধীনতাটুকু

ক্রয় কর্‌তে ধন উচ্ছন্নের সীমাটা একবার মনে করে দেখ দেখি? আবার এই নব সদাগর-ভূপতিদের প্রধান কর্ম্মচারী মাধবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব সংস্থাপন কর্‌বো বল্যে পত্র লিখেছি; এতে ও কি সামান্য ব্যয় হবে। প্রিয়ে! তবে এমন অবস্থায় ব্যয়-সাধ্য যুদ্ধ উপস্থিত করা কি যুক্তিসিদ্ধ? নচেৎ বীরেন্দ্রকেশরীকে কি আমি ভয় করি? সিংহের সহিত শৃগালের তুলনা? প্রিয়ে, তোমার কোমল কটাক্ষ-পাতে আমার হৃদয়ে সহস্র মত্ত হস্তীর বল সঞ্চার হয়।

পূর্ণ। নাথ, তবে নিশ্চয় জান্‌লেম যে আমার কপাল ভেঙ্গেছে!

রাজা। প্রিয়ে, অমন কথা মুখে এনো না। এখন যদি অনুমতি কর তবে আর বিলম্ব করা যায় না। এই মাত্র সংবাদ পেলেম বীরেন্দ্র সপ্তাহ অপেক্ষা করে্য এ রাজ্যের কোন পত্র না পেয়ে একেবারে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হয়েছে। আমি এখানে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ সমাধা করে্য একেবারে তাঁর আশা নিষ্ফল করি; আমাদের সিংহাসনের কণ্টক ছেদন করি।

পূর্ণ। নাথ! তবে তোমার যেমন ইচ্ছা!

রাজা। তবে কঞ্চুকি, কিরাতি, তোমরা গিয়ে সমভিব্যাহারে লয়ে এসো। সুবাহুকে এখানে আস্‌তে বল।

পূর্ণ। যা, কিরাতি, মহারাজের নূতন কন্যেকে লয়ে আয়, রাজার আর ঘর চলে না। (চাবি প্রদান।)

[কিরাতী ও কঞ্চুকীর প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে! আবার অভিমানের কথা কেন?

পূর্ণ। নাথ, তুমি যে একটা সামান্য প্রতিজ্ঞার অনুরোধে তেমন অতুল রূপরাশি অতিক্রম করবে আমার ত এ বিশ্বাস কিছুতেই হয় না। তুমি যে কামদেবের শর স্বরূপ তেমন অনুপম স্ত্রী রত্ন এই কুৎসিত পূর্ণকেশীর জন্যে পরিত্যাগ কর্‌বে এমন

ত বোধ হয় না। তাতে আবার তিনি নূতন রাণী হবেন, আবার তোমার যে ভালবাসা স্বভাব।

রাজা। প্রিয়ে, এ তোমার অন্যায় তিরস্কার! তোমার প্রতি আমার অনুরাগের কথা একবার মনে করো দেখ দেখি?

পূর্ণ। যাহোক্ নাথ, আমি আপনার সর্ব্বনাশ করেও তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর্‌লেম; এখন আমি এই ভিক্ষা চাই, তুমি এর শোধ আমার একটী প্রার্থনায় সম্মত হও।

রাজা। তার জন্যে এত অনুনয় কেন? যা বল্‌বে তাতেই স্বীকার আছি।

পূর্ণ। নাথ, জনরবের সহস্র রসনাকে ছেদন কর্‌বার জন্যে যদি এই উপায়ই ধার্য্য হল, তবে এ বিবাহ যথার্থই নাম মাত্র হোক্। লোকে জানুক এই মাত্র। কিন্তু বিবাহ সমাধা হলে আমি তোমার নূতন রাণীকে লয়ে কোথায় রাখ্‌বো কি কর্‌বো তা তুমি আদৌ জান্‌তে পার্‌বে না, তাঁকে তুমি আর একবারও দেখ্‌তে পাবে না, আমাকেও জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌বে না।

রাজা। প্রিয়ে, এ ত জানাই আছে সে অদৃষ্টের গতিই এইরূপ।

(সুবাহুর প্রবেশ।)

পূর্ণ। এসো, ঘটক মহাশয় এসো?

সুবা। কেন, রাজমহিষি? আমার প্রতি এ বাক্যদণ্ড কেন?

রাজা। সুবাহু, আর কোন সংবাদ পেলে?

সুবা। মহারাজ, বীরেন্দ্রকেশরী সসৈন্যে বরাকর পার হয়েছেন।

রাজা। এখানেও আর বিলম্ব নাই।

সুবা। তবে মহিষী সম্মত হয়েছেন?

পূর্ণ। না হয়ে আর কি করেন, তোমার মন্ত্রণা ত নিষ্ফল হবার নয়।

সুবা। যাহোক্, রাজমহিষি, আপনিই রাজ্যটা রক্ষা কর্‌লেন!

রাজা। সুবাহু, হাতে ও পত্রখানা কি?

সুবা। যা, ভুলে রয়েছিলেম! মহিষীর সঙ্গে কথা কইলে সকলই ভুলে যেতে হয়; এমন মিষ্টভাষিণী রাণী কি আর হয়! মহারাজ, রাজা মাধবেন্দ্র এই পত্রে লিখেছেন যে তাঁর পুত্র ত্বরায় এ রাজ্য ভ্রমণার্থে আস্‌বেন।

রাজা। অতি সুসংবাদ।

সুবা। পত্রের ভাবে বোধ হয় তিনি যাত্রা করেছেন।

রাজা। দেখি। (পত্র দৃষ্টি করিয়া) নিশ্চয়ই বটে! দেখ সুবাহু, পার্শ্বস্থ সকল রাজারাই এখন সদাগর-ভূপতিদের সঙ্গে একটা না একটা সম্বন্ধ স্থাপন কর্‌ছেন। বীরেন্দ্র এক প্রকারে অবশ্যই তাঁদের পরিচিত হয়েছেন, অতএব ইনি আগমন করে্য মধ্যবর্ত্তী হয়ে এ অনর্থক বিবাদ মীমাংসার ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌লে অবশ্য কৃতকার্য্য হতে পারেন।

সুবা। এর জন্যে আমরা সকলেই তাঁকে অনুরোধ কর্‌বো।

রাজা। এই যে কামামুঞ্জরী সংগীত আরম্ভ কর্‌লেন।

পূর্ণ। মহারাজ, বিবাহের মঙ্গলাচারণ হচ্ছে।

(নেপথ্যে সংগীত।)

মালকোষ।—আড়াঠেকা।

ভালবাসা জন যার, গাঁথা হৃদয়-মালায়।
তাহার নয়ন কি রে, অন্য জন পানে চায়॥
প্রিয়জন প্রেম মূর্ত্তি, পূজে যেবা দিবা রাত্তি,
ধরার অতুল রূপে, ভুলাতে কি পারে তায়।
দেখি পূর্ণ শশধরে, নলিনী কি হাস্য করে,
সুরম্য সরসী হেরে, চাতকী কভু কি ধায়॥

রাজা। দেখ, প্রিয়ে, তোমার কামামুঞ্জরী আমারই মনের ভাব প্রকাশ কর্‌লেন!

(চন্দ্রাবতী, কিরাতী, ও কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

চন্দ্রা। অমি যে আজ্ ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখ্‌লেম, এত দিনে যে মানুষের মুখ দেখ্‌লেম এই আমার পরম সুখ! কিন্তু তোমরা কে? আজ্ কেন আমাকে এত যত্ন কর্‌ছো? কেনই বা আমাকে অলঙ্কারে ভূষিত করো দিলে? এ কোথায় বা আন্‌লে?

রাজা। (স্বগত) এ যে ষোড়শ-কলা পরিপূর্ণ পূর্ণশশী! রমণীকুললক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী! আমি এমন সুকোমল বন-কুসুমটীকে ছিঁড়ে এনে অনল উত্তাপে শুষ্ক কর্‌ছি! আহা, এমন প্রস্ফুটিত কমলিনীও সকণ্টক মৃণালে থাকে! এ রত্নে বিষযোগ! এই কি মানভূমির রাজমুকুটের কীট!—তা আমার দোষ কি? সুন্দরি, সকলই তোমার কপালের দোষ!—আমি কি যথার্থই বিমোহিত হলেম! আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হচ্ছে! বক্ষ বিস্ফারিত হচ্ছে! কেন? আমি ত এঁর অমঙ্গল সাধনেই অগ্রসর হয়েছি! এ বিবাহ ত সর্ব্বনাশের শেষ! তবে এ ভাব কেন? বিধাতা! এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে তোমার এই লিপি! এ কুসুমহৃদয়ে শোকের সৃষ্টি! এই কি তোমার বিড়ম্বনার উপযুক্ত স্থল!

সুবা। আপনারা কি স্থিরমূর্ত্তি চপলা দর্শনে সকলই অচেতন হলেন!

রাজা। এসো, দেবি, এই আসনে বসো! (চন্দ্রাবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন।)

চন্দ্রা। (স্বগত) এ ত স্নেহ-পূর্ণ কথা! তবে কি আর বিপদের আশঙ্কা নাই! (প্রকাশে রাজার প্রতি) আপনি কে, এ দুঃখিনীকে মধুর সম্ভাষণ কর্‌ছেন?

রাজা। (চমকিত ও স্বগত) কেমন হল! আমি যেন কতবার এমন মধুর গলা শুনেছি।

পূর্ণ। (বদন তুলিয়া) বোন, ইনি মানভূমির রাজা;

তোমাকে অকারণ কারাবদ্ধ করে্যে অনেক দুঃখ দিয়েছেন, তাই লজ্জিত হয়ে কথা কইতে পাচ্ছেন না। এখন তোমার প্রতি অনুকূল হয়েছেন, তোমাকে বিয়ে করে্যে রাজমহিষী কর্‌বেন।

চন্দ্রা। (রোদন করিয়া) হা বিধাতা! তোমার নিষ্ঠুর লিপি কি শেষে এই বিপরীত ভাবে সফল হল! এই নিরাশ্রয়া অবলাকে এতদিনে এইরূপে নষ্ট কর্‌লে! মহারাজ, আমি যে পরস্ত্রী, বিবাহিতা, আমাকে আপ্‌নি কোন্‌ ধর্ম্মানুসারে বিবাহ কর্‌তে চান্‌? আপ্‌নি রাজা, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার, আপ্‌নি অবলার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে কেন অগ্রসর হয়েছেন? মহারাজ, বিধাতার নিদারুণ লিপির ভয়ে আপ্‌নি আমার যে দুর্দশা ঘটিয়েছেন, যার জন্যে আমার ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন, আপ্‌নি আমাকে ছেড়ে দিন, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন, আমি এখনি আপ্‌নার সমক্ষে প্রাণনষ্ট করে্যে বিধাতার সকল লিপি নিষ্ফল করি, আপ্‌নার সকল ভয় দূর করি।

সুবা। দেবি, আর বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? হস্ত প্রসারিত করুন, মহারাজ গন্ধর্ব্ব-বিধানে তোমাকে বিবাহ কর্‌বেন মাত্র, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌বেন না।

চন্দ্রা। হা মন্মথ! তুমি কোথায় রইলে? এতদিনে তোমার চন্দ্রাবতীর সর্ব্বনাশ হলো! (হস্তদ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রোদন।)

সুবা। মহিষি! তবে আপ্‌নিই কন্যাদানের ফলটা লাভ করুন। রাজা ত অবশ হয়ে পড়েছেন।

কিরা। বিয়ের সময় কে না কাঁদে, তা বলে কি লগ্ন ভ্রষ্ট করা যায়?

পূর্ণ। এসো ত ভাই, লক্ষ্মী বোন আমার! (চক্ষের হস্ত খুলিয়া রাজার হস্তে প্রদানোন্মুখ।)

চন্দ্রা। হা মন্মথ! (অচেতন হইয়া রাণীর ক্রোড়ে পতন।)

(রক্তবর্ণ আলোক ও দেবযোনির প্রবেশ।)

দেব। (গম্ভীরস্বরে) এ বিবাহ কখনই হবে না !

রাজা। এ কি ! এ কি ! দেবযোনি ! সত্যবতী ! (কম্পিত।)

[চন্দ্রাবতী ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজার সভাগৃহ।

(রাজা কিরীটচন্দ্র ও সুবাহু আসীন।)

রাজা। আমাকে আর কেন জিজ্ঞাসা কর ! দেবযোনির দৌরাত্ম্য যেমন হোক্, বীরেন্দ্রের দৌরাত্ম্যের উপায় কি বল ?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! সর্ব্বনাশ হল !

রাজা। কি ? বল, বল ? অমঙ্গলের কথা শুন্‌তে আমার কর্ণ প্রস্তুত হয়েছে !

প্রতী। বীরেন্দ্রকেশরী দেবীদুর্গ পর্য্যন্ত অধিকার কর্‌লেন !

রাজা। অঁ্যা, কি সর্ব্বনাশ ! বিজয়কেতুর অগ্নিমুখী সৈন্যরা ত সে দুর্গ রক্ষা কর্‌ছে !

প্রতী। মহারাজ, সে কথা আর কি বল্‌বো !

রাজা। বল, বল ? আমি জানি বিপদ কখন একাকী আক্রমণ করে না !

(নেপথ্যে কোলাহল ও জয়ধ্বনি।)

(উত্থান পূর্ব্বক) হা চন্দ্রাবতি! হা চন্দ্রাবতি! হা মান-ভূমি-উচ্ছন্নকারিণি—! হা রাজ্যনাশিনি!—প্রতীহারি, দেখ দেখ, আবার কি ঘটনা হল?

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

(পূর্ণকেশী ও কিরাতীর প্রবেশ।)

আহা! প্রিয়ে, ভয়ে যে একেবারে ম্লানমুখী হয়েছে! প্রতিকূল প্রবল পবন যে প্রফুল্ল পদ্মিনীকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করেছে!—কিরীটচন্দ্র এমনি কাপুরুষই বটে, প্রিয়তমার ভয় নিবারণেরও শক্তিহীন!

পূর্ণ। নাথ, অবলাকুলকে রক্ষা কর! শুনে এলেম বীরেন্দ্র রাজপুরী অধিকার করতে আসছে, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনী-গণকে বন্দিনী করবে।

রাজা। বীরেন্দ্র এমনি ভীরু-স্বভাব রাজাই বটে! তার অকার্য্য কি আছে! নিরাশ্রয়া নারীকুলের প্রতিই ত তার দৌরাত্ম্য শোভা পায়!

পূর্ণ। নাথ, চন্দ্রাবতীকে উদ্ধার করলে আর ত আমাদের রক্ষা নাই, এ রাজ্যপাট সকলই ত তারই হবে!

রাজা। সুবাহু, এই ত মন্ত্রণার সময়। (কিরাতী ব্যতীত সকলের উপবেশন।)

সুবা। কেমন রাজমহিষি, এ বিপদের সময় সেই উপায় অবলম্বন করা ভাল নয়?

পূর্ণ। আমরা ত ঐক্য হয়েছি, এখন মহারাজের অনুমতি হলেই করা যায়।

রাজা। সুবাহু, বল, বল, কি উপায় আছে বল?

সুবা। (চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়া) মহারাজ, তা ত পুনঃপুনঃ নিবেদন করেছি, আপনি ত কিছুতেই সম্মত হন না!

রাজা। না, সুবাহু, সে যে অতি নিষ্ঠুর কর্ম্ম !

কিরা। (জনান্তিকে) মহিষি, এই সময়।

পূর্ণ। নাথ, আপনি যে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়্‌লেন; বিপদে স্থির হোন্; এই ধরুন, অন্তরের বলাধানের অমৃত পান করুন, বুদ্ধি সতেজ হোক্। (স্বর্ণপাত্রে সুরাদান।)

রাজা। (গ্রহণ করিয়া) এই কি ম্লেচ্ছ সদাগরদের প্রেরিত উপঢৌকন সামগ্রী ?

পূর্ণ। হাঁ, নাথ, সেই সকল গুণের সুরা। (রাজার সুরাপান।)

রাজা। প্রেয়সি, এর গুণ ত এখনি দেখ্‌ছি !—আমি চৈতন্য লাভ কর্‌লেম; হৃদয়ে বলের সঞ্চার হল।

সুবা। মহারাজ, মহিষীর সদৃশ রমণী সুধার বচন সহকারে স্বর্ণপাত্রে সুরা দান কর্‌লে অভিপ্রেত ফল ফলেই ফলে !

পূর্ণ। তবে নাথ, অনুমতি কর ?

রাজা। হাঁ, এখনি।

পূর্ণ। তবে কিরাতি, কালকেতুকে বল্ গে।

কিরা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। কেমন সুবাহু, তোমার এ উপায়ে ত আমি নিশ্চয়ই বিপদুন্মুক্ত হব ?

সুবা। মহারাজ, তাতে আর সন্দেহ নাই ? এ বিকারের এই হলাহলই পরম ঔষধ !—রাজা বীরেন্দ্রের সাধ্য নাই যে, নৈরাশ-ভুজঙ্গের বিষ হতে রক্ষা পান !—

রাজা। প্রতিহিংসারও ত সম্ভাবনা ?

(রাজদূত, বিজয়কেতু ও সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।)

কি ! বীরেন্দ্রের দূত ! কার্ অনুমতিতে রাজপুরীতে প্রবেশ কর !

দূত। রাজন্, মহারাজ বীরেন্দ্রকেশরী এই অভিপ্রায় প্রকাশ করে্য পাঠালেন যে, আপনি তাঁর বাক্‌দত্তা পত্নী চন্দ্রাবতীকে প্রদান করুন, আর তাঁর অদৃষ্ট লিপি সফল করবার জন্যে সিংহাসনও পরিত্যাগ করুন।

রাজা। কি! বিজয়কেতু, তুমি যে এখনো এ নিষ্কোষিত অসি শোভার স্বরূপে ধরে রইলে? তোমার সম্মুখে রাজার প্রতি এই অপমান-বাক্য! তুমি এখনো এ নরাধমের মস্তক ছেদন করছো না? আমি আপনিই অসি গ্রহণ করি। (অসিতে হস্তক্ষেপণ।)

দূত। রাজন, অসিকে আর কেন বৃথা কলঙ্কিত করবেন?

বিজ। মহারাজ, সৈন্যকুল রাজবিদ্রোহী হয়েছে।

পূর্ণ। অ্যাঁ! তবে আমাদের কি হবে!

রাজা। কেন? বিজয়কেতু, কি কারণে?

বিজ। চন্দ্রাবতীর অকারণ কারাবাসের কারণে।

রাজা। তাই এ বিপরীত ঘটনা! তা তুমি?

বিজ। আমিও সৈন্যদের বশীভূত।

রাজা। হা পাপিষ্ঠ কৃতঘ্ন নরাধম! হা বিশ্বাসঘাতক দুশ্চরিত্র পামর! আমি তোকে ষোড়শ বৎসর পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করে্য রাজ্যের প্রধান বিশ্বস্ত পদে অভিষিক্ত করে্য এই ফল পেলেম? রে ক্রূর-অন্তঃকরণ কাল-ভুজঙ্গ! তুই আমারই দুগ্ধে প্রতিপালিত হয়ে আমাকেই দংশন করলি! রে কাল-স্বরূপ বিজয়কেতু! তুই কি মানভূমির রাজলক্ষ্মীকে একেবারে ভস্মীভূত করতে স্থির-সংকল্প হয়ে এ পুরীতে প্রবেশ করেছিলি! হা পামর! হা পামর!——(বিজয়কেতু রাগে রক্তবর্ণ ও কম্পিত কলেবর।)

দূত। (জনান্তিকে) স্থির হোন্! (রাজার প্রতি) রাজন! এখনো বলুন চন্দ্রাবতী কোথায় আছেন? আমরা আপনার অন্তঃপুরের সমুদয় স্থান অন্বেষণ করে্য এসেছি, কোথায়ও পাইনে!

রাজা। সে বড় আশ্চর্য্য নয়! যখন এই কপট-স্বভাব বিশ্বাস-ঘাতক নরশার্দ্দূল বীরেন্দ্রের হস্তগত হয়েছে, তখন আর তার অসাধ্য কি? বীরেন্দ্রের মত ভীরু-স্বভাব কাপুরুষ রাজারা ত গৃহ-বিচ্ছেদকেই যুদ্ধের মূল উপায় বল্যে বিবেচনা করে। নচেৎ কিরীটচন্দ্র কিছু এত হীন-বল হয় নাই যে, সামান্য বীরেন্দ্র বিনা শোণিত-পাতে এ পর্য্যন্ত সমাগত হয়। হায়! হায়! আমার কি কেউ নাই রে যে, এই নরাধম সেনাপতির মস্তকটা ছেদন করে?

বিজ। মহারাজ, মস্তক ছেদন করা দূরে থাকুক, আপ্‌নি তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এই বিস্তৃত দেশের রাজা ত বটেন, দামোদর বরাকর কংসবতী প্রধান প্রধান নদীতে আপ্‌নারই অধিকার, কই, এক গণ্ডুষ জলমাত্র প্রার্থনা করুন দেখি, বিজয়-কেতুর অনুমতি ভিন্ন কে আপ্‌নাকে দেয়?

রাজা। বিজয়কেতু, আমি তোমার কি অপরাধ করেছিলেম, তোমাকে কি মর্ম্মবেদনা প্রদান করেছিলেম যে, তুমি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম কর্‌লে? রাজদূত, বীরেন্দ্র কেনই বা এ অকারণ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পাপ সঞ্চয় কর্‌ছেন? চন্দ্রাবতী ত তাঁর বাক্‌দত্তা পত্নী নয়; সে বলে সে মন্মথের পরিণীতা ভার্য্যা!

দূত। আপ্‌নার সে বিচারে কি আবশ্যক আছে?

রাজা। রাজা হয়ে বিচার ব্যতীত এক জনার স্ত্রী অপরকে দেবো?

দূত। কোন্ বিচারে নারায়ণদেবের আশ্রম হতে হরণ কর্য্যে এনেছিলেন?

সুবা। (মহিষীর প্রতি) বলি, আর থাকা যায় না।

পূর্ণ। বল, বল?

সুবা। (দূতের প্রতি) মহাশয়, যদিও এ বিবাদ অকারণ না হোক্, তথাপি বিবাদের বস্তু ত আর নাই, রাজা এই মাত্র তাঁর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেছেন।

দূত। তবে তুমিও অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণের সঙ্গে বন্দী হলে, তোমার রাজা এক প্রহরের মধ্যে চন্দ্রাবতীকে প্রদান না করলে তোমার প্রাণদণ্ড হবে, আর এই রাজপুরী ভূমিসাৎ হবে। (সৈন্যদের প্রতি) ওরে, এ দুষ্টকে বাঁধ্।

সুবা। দোহাই! মহাশয়! আমার অপরাধ কি? আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে ছেড়ে দিন।

বিজ। এই পাপাত্মা সকল নষ্টের মূল!

[সুবাহুকে বন্ধন করিয়া রাজদূত, বিজয়কেতু ও সৈন্যদের প্রস্থান।

নেপথ্যে, সুবা। মহিষি. কামামুঞ্জরী কলের পালঙ্কে——

রাজা। প্রিয়ে, সুবাহুর এ কথার অর্থ কি?

পূর্ণ। নাথ, মন্ত্রীবর এ কথার আভাসে মন্ত্রণা দিলেন যে, কামামুঞ্জরীকে চন্দ্রাবতী বল্যে বীরেন্দ্রের নিকটে পাঠিয়ে দিন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার মত বুদ্ধিমতী কি আর হয়!

পূর্ণ। তার পর রাজা মাধবেন্দ্র রায়ের পুত্র এসে পৌঁছিলে যেমন হয় হবে; ততক্ষণ চন্দ্রাবতীও এ পৃথিবী হতে দূর হবেন।

রাজা। তাই কর। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে কিরাতী আস্‌ছে।

(কিরাতীর প্রবেশ।)

পূর্ণ। হয়েছে কি?

কিরা। না, কালকেতুর খড়্গও তাঁর রোদনে অবশ হয়েছে! আমিও আর দেখ্‌তে পার্‌লেম না তাই চলে এলেম।

পূর্ণ। কিরাতি, তুই শীঘ্র যা, কামামুঞ্জরীকে চন্দ্রাবতীর কাপড় পরিয়ে লয়ে আয়।

রাজা। কিরাতি, যাও, শীঘ্র যাও, আমাকে বাঁচাও।

কিরা। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, কি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হল! আমি আগেই জানি চন্দ্রাবতী অগ্নিকণা! মানভূমি ছারখারের কারণ! আমার সর্ব্বনাশের হেতু!——তা প্রিয়ে, এমন শত্রু নষ্ট হচ্ছে তবু আমার অন্তরটা এক একবার কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে! আহা! অবলা শত্রুনাশও কি শোকের হেতু!

পূর্ণ। (স্বগত) সুরার শক্তি আর নাই দেখ্‌ছি। (প্রকাশে) দেখ নাথ, যদি এই উপায়েই সকল শেষ হয়!

(কিরাতী ও চন্দ্রাবতীবেশে ইন্দুমালার প্রবেশ।)

দেখ দেখি, নাথ, কে বল্‌বে যে, এ চন্দ্রাবতী নয়!

ইন্দু। কি বল্‌লে মহিষি? কি বল্‌লে? চন্দ্রাবতী! আমার প্রিয়সখী কোথায়?

পূর্ণ। কে তোমার প্রিয়সখী?

ইন্দু। কেন, চন্দ্রাবতী! বল, বল, আমার চন্দ্রাবতী কোথায়?

রাজা। মহিষি, এ আবার কি বিপদ!

ইন্দু। (স্বগত) তবে চন্দ্রাবতী নিশ্চয়ই এখানে আছেন। বাঁচ্‌লেম!—যুদ্ধ অকারণও হয় নাই, বিফল হল না: এই সময় বিধাতা সদয় হয়ে মন্মথকে এনে দেন!——ঘটনার স্বাভাবিক গতি ত কারু শক্তিতে রোধ হয় না, তবে মাঙ্গলিক ফল কেনই বা না ফল্‌বে! (প্রকাশে) মহারাজ, আপ্‌নি বলুন, চন্দ্রাবতী কোথায়?

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজ, রাজা মাধবেন্দ্র রায়ের পুত্র এই আস্‌ছেন।

রাজা। আঃ! কি সৌভাগ্য! কই, কই? (উত্থান।)

(মন্মথ ও সুরেশের প্রবেশ।)

মন্ম। বীরেন্দ্রকেশরীকে কি চন্দ্রাবতী দিয়েছেন?

রাজা। না, আপনি?—মন্মথ! মন্মথ না কি?

ইন্দু। আঃ! বাঁচ্‌লেম!

পূর্ণ। কি : মন্মথ !

[প্রস্থান ও নেপথ্যে রাজসম্মুখে পতন ও মূর্চ্ছা।

রাজা। এ কি ! এ কি ! মহিষী এমন হলেন কেন ? (স্পর্শোন্মুখ।)

মন্ম। মহারাজ, আর ঐ দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণীকে স্পর্শ কর্‌বেন না ! এই আপনার অঙ্গুরী, আর কালকেতুর এই পত্র দেখুন। সুবাহু আর কিরাতী এর সকল জানে। (অঙ্গুরী ও পত্র প্রদান।)

প্রতী। (মন্মথের প্রতি) মহাশয়, পাতাল গৃহে শীঘ্র যান্‌! চন্দ্রাবতীকে নষ্ট কর্‌তে কালকেতু খড়্গ তুলেছে।

মন্ম। কি ! (সুরেশের প্রতি) আপ্‌নি রাজা বীরেন্দ্রকে আমার আগমন-বার্ত্তা বলুন গে। সখি, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

[মন্মথ, সুরেশ ও ইন্দুমালার বেগে প্রস্থান।

কিরা। (স্বগত) আমার ত আর রক্ষা নাই ! এই সময় দেশ ছেড়ে পালাই, তবু প্রাণটা বাচ্‌বে !

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

রাজা। (পত্র পাঠান্তে রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে) হা দুশ্চরিত্রা রাক্ষসি পূর্ণকেশি ! হা কলঙ্কিনি ব্যভি-চারিনি মনুষ্যনাশিনি ! হা বিশ্বাসঘাতিনি কাল-ভুজঙ্গিনি ! তুই আমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌লি ! তুই আমার এই বিস্তৃত যশোরাশি একেবারে ভস্মরাশি কর্‌লি ! তুই এই গরুড়-বংশীয় রাজমহিষী-কুলের নির্ম্মল চরিত্র-শশঙ্কে ব্যভিচারিণী-কলঙ্কের দাগ্‌ দিলি ! তুই এই চির-প্রসিদ্ধ পবিত্র রাজপুরীকে মহাপাপের স্রোতে একেবারে ভাসমান্‌ কর্‌লি ! তুই এমন গৌরবান্বিত মহান্‌ রাজবংশীয় উচ্চ সুখ্যাতি একেবারে কলঙ্কসাগরে ডুবিয়ে দিলি ! হা পাপীয়সি ! তুই রাজ-অন্তঃপুর বাসিনী হয়ে, তুই সহস্র নিষ্কো-ষিত তরবারের মধ্যবর্ত্তিনী হয়ে, তুই আমার বিশ্বস্ত নয়ন-প্রহরীর দৃষ্টিপথবাসিনী হয়ে কেমন করে্য এ অকর্ম্ম সাধন কর্‌তিস্‌ ! ধন্য রে

ব্যভিচারিণী-সুলভ-চাতুরি! ধরণীতে তোর অসাধ্য কিছুই নাই! তোর অকর্ম্ম কিছুই নাই!——হায়! হায়! আমি এমনও কাল-ভুজঙ্গিনীকে হৃদয়ে রেখেছিলেম! এমনও হলাহল-হৃদয়া মিষ্টভাষিণীর মধুর বচনে বিমোহিত হয়েছিলেম! এমনও মায়াবিনী কুটিল-স্বভাব জঘন্য পিশাচীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছিলেম!—আঃ! এ ক্রূর-হৃদয়া কোন্ প্রাণে এ বিষম পাপাচরণে প্রবর্ত্ত হতো! বিদেশীয়গণের তাদৃশ অনুসন্ধান হবে না বল্যেই কি নিরাশ্রয় অপরিচিত আগন্তুক যুবগণের প্রতিই এর এত বিদ্বেষ হয়েছিল। বিধাতা কি তাঁদের জীবন নাশের কারণ-স্বরূপ ঐ বিষময় নয়ন দুটী এ বিষধারিণীর বদনে সন্নিবেশিত করেছিলেন! এ কুটিল মোহকরী ঘৃণিত নয়নের কি এই ফল!—আঃ! এ স্নেহহীনা নিষ্ঠুর-হৃদয়া কোন্ প্রাণে সেই সকল জনগণের সহিত আমার স্বর্ণপালঙ্ক কলঙ্কিত করো আবার কালকেতুর দ্বারা তাদের শিরশ্ছেদন সন্দর্শন করতো!——হায়! হায়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মানভূমি—রাজার সভাগৃহ।

(রাজা, পশ্চাতে প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজ, রাজমহিষীর আর চেতন হল না, তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

রাজা। কি! বিধাতা এমন পাপীয়সীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করলেন! এ সময় তার প্রাণবায়ু প্রতিগ্রহণ করলেন! পাপের

শেষ ফল তাকে ভোগ করতে হল না!——আঃ! আঃ! এ দুশ্চারিণীর জন্যে আমিই বা কি পাপাচরণ না করেছি! সত্যবতীকে যদিও আমি প্রকাশ্যরূপে রাজ-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিনে, তথাপি গন্ধর্ব্ববিধানে ত তাঁর পাণিগ্রহণ করেছিলেম। আমার সংসর্গে ত তাঁর গর্ভ হয়েছিল। তার পর নরকের প্রজ্বলিত হুতাশনের দিপ্তীমালার ন্যায় এই জঘন্য রূপবতী পূর্ণকেশী আমার নয়নপথে পতিত হলে, আমি সেই সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি কি বিরুদ্ধাচরণ না করেছি! আমি এ পাপানল সংগ্রহ করতে সর্ব্বাগ্রেই সেই সাবিত্রীর সরল হৃদয়ে রাজমহিষী বল্যে অস্বীকার কর‍্যে কি মর্ম্মবেদনা প্রদান করেছিলেম! আমি তারই কুটিল পরামর্শে অন্ধ হয়ে আবার সেই দুঃখিনী পূর্ণগর্ভা অবলাকে তাঁর পিতা মহাতপা তেজস্বী গঙ্গাভারতীর স্থান হতে হরণ কর‍্যে অতি দূরদেশে নিভৃত স্থানে আবদ্ধ কর‍্যে রেখেছিলেম! আবার তিনি প্রসবিনী হলে সেই অনর্থকারিণীর অনুরোধে আমি তাঁর জীবন নাশ করেছি! তাঁর নব-প্রসূতা দুহিতাকে দামোদরের নীরে বিসর্জ্জন দিয়েছি!—আঃ! এমন দুশ্চরিত্র পামরের অদৃষ্টে বিধাতা এ দণ্ড ঘটাবেন না ত আর কি ঘটাবেন! এ পাপের এই উপযুক্ত প্রতিফল! যে নরাধম অমৃতরাশি অবহেলা কর‍্যে বিষ পান করে তার ভোগ ত এইরূপই! এ অবিশ্বাসিনীও এই রূপে প্রতিশোধ করবে না ত আর কি রূপে করবে। যথার্থই হয়েছে! উপযুক্ত হয়েছে! আজ্ আমার সকল দুষ্কর্ম্মের দণ্ড বিধান হল!—এ সিংহাসন ত আর আমার নয়! (ভূমিতে উপবেশন।) সমুচিত দণ্ডের এখনও অপেক্ষা আছে! পাপমতী পূর্ণকেশী পাপের পরাকাষ্ঠা বিধানার্থে আমাকে ঘৃণিত সুরাপান করিয়ে চন্দ্রাবতীর প্রাণদণ্ডের যে আজ্ঞা সংগ্রহ করেছিল তার ফল ত এখন হয় নাই! মন্মথ এখনি ফিরে এসে অবশ্যই এ বক্ষঃ সেই তীক্ষ্ণ তরবারে বিদীর্ণ করবেন! হাঁ, তা হলেই আমার

দণ্ডের শেষ হবে! এ পাপের ত সেই যথার্থ দণ্ড!——আহা! ম্লেচ্ছ সদাগর-ভূপতিদের কি এই সুরা বলাধানের পরমৌষধ! এমন বিষ কি আর হয়! এ বিষ যে পান করে সে আপনিই স্বহস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র তুলে আপনারি মস্তক ছেদন করে! ভবিষ্যতে এই সুরা এ দেশে যে মহা অনিষ্টের কারণ হবে তার আর সন্দেহ নাই! মাদৃশ ব্যক্তিগণ, যাদের ইচ্ছাই অদ্বিতীয় নিয়ম, যাদের আজ্ঞার বিপরীত বিধান কিছুতেই হয় না, তাদের কণ্ঠে সুরা কি ভয়ানক!—আঃ! মন্মথ, শীঘ্র এসে এ পাপীর প্রাণনাশ কর! আমার আর সহ্য হয় না!——

(বিজয়কেতুর প্রবেশ।)

বিজয়কেতু, তুমি আমার পরম বন্ধু! বন্ধুর কাজ করেছো! আমার যথার্থ দণ্ড বিধান করেছো! আমি কখনই এ সিংহাসনের উপযুক্ত নই! এখন এ সিংহাসন গ্রহণ কর! আর আমার প্রাণদণ্ড করো পাপের সমুচিত দণ্ড কর।

বিজ। মহারাজ, অধীন এখন বিদায় প্রার্থনা করছে।

রাজা। কেন, বিজয়কেতু? রাজ্যভোগ কর না?

বিজ। এই পর্য্যন্ত অধীনের প্রতিহিংসার সীমা!

রাজা। কিসের প্রতিহিংসা?

বিজ। সত্যবতীর।

রাজা। তবে যথার্থই হয়েছে। তা এত বিলম্বের প্রয়োজন কি ছিল? ষোড়শ বৎসরের মধ্যে কি আর অবসর পাও নাই?

বিজ। ভবভূতির প্রভাবে নূতন পাপের ছিদ্র ঘটে নাই।

রাজা। হা মন্ত্রি ভবভূতি!

বিজ। মহারাজ, ব্রহ্মশাপের এই ফল! স্ত্রীহত্যা, সন্ততি হত্যার এই চরম দণ্ড!

রাজা। তুমি গঙ্গাভারতীর এত অনুকূল কিসে?

বিজ। আমিই সেই অগ্নিহোত্রি গঙ্গাভারতী—সত্যবতীর পিতা!

রাজা। সর্ব্বনাশ! (কম্প।)

গঙ্গা। (সেনাপতির পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া) সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ! ষোলবৎসর তোমার দাসত্বে নিযুক্ত থেকে আজ্ স্বকার্য্য সাধন কর্লেম। কিন্তু এই ষোড়শ বৎসরের মধ্যে আমি তোমার একটী মাত্র তণ্ডুলকণা উদরসাৎ করে্য দেহ অপবিত্র করি নাই; সমস্তদিন উপবাসী থেকে, রাত্রে নগরে ভিক্ষা করে্য উদর পোষণ করেছি!—

রাজা। যথার্থ ব্রহ্ম-রোষানল! হা ভবভূতি! তুমি আমাকে ব্রহ্ম-মনি সঞ্চয়ে কত বারই নিষেধ করেছিলে, তা এ পামর অদৃষ্ট-দোষে তোমার বাক্য অবহেলা করে্য এখন সমুচিত ফল লাভ কর্লে! হা মন্ত্রি! এখনও যদি তোমার একবার সাক্ষাৎ পাই, তা হলে, তোমার চরণ ধারণ করে্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর পাপমুক্ত হয়েছি মনে করে্য সুস্থমনে মৃত্যুর আশ্রিত হই।

প্রতী। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ, এ চিরকিঙ্কর নিয়তই নিকটে আছে! অধীনের প্রতি এ অযোগ্য কথা কেন?

রাজা। কি! ভবভূতি! প্রতীহারীর বেশে কেন?

গঙ্গা। মন্ত্রীবর!

ভব। আপ্নি ভবভূতিকে ত্যাগ কর্লেন, কিন্তু ভবভূতি এ রাজপুরীর চির দাস, বিশেষতঃ যখন অমঙ্গল চিহ্ন লক্ষিত হচ্চে তখন এ দাস কি এমন পামরের কাজ কর্তে পারে যে, আপ্নাকে পরিত্যাগ করে্য অন্যত্রে চলে যায়; তাই এই সামান্য প্রতীহারীর পদ স্বীকার করে্য আপ্নার নিকটেই আছি।

রাজা। মন্ত্রীবর, তুমি এখনি প্রতীহারীর পরিচ্ছদ ত্যাগ কর। তোমার এ বেশ আর দেখা যায় না!

ভব। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এমন গুণের সচিব কি আর হয়! হা! ভব-ভূতি! যদিও এই সর্ব্বনাশের শেষে তোমার দর্শন পেলেম, তবু অন্তরটা একটু সুস্থ হল!

(ভবভূতির প্রবেশ।)

মন্ত্রীবর, যদি মহিষী সত্যবতীর দেবযোনি ক্ষমাবতী রূপে এই সময় একবার দর্শন দেন তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করে্য আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে মন্মথের দরবারের আশ্রিত হই!

ভব। মহারাজ, অনুমতি হলে অধীন তাও পারে।

রাজা। ভবভূতি, তোমার নিকট এ ইচ্ছা প্রকাশ করতে আমার লজ্জা হয়।

ভব। মহারাজ, চিরানুগত আজ্ঞারই অধীন। (উচ্চৈঃস্বরে) কঞ্চুকি, এসো, সময় হয়েছে।

গঙ্গা। কি! কন্যা দেবযোনি হয়ে এ রাজপুরীতে অবস্থান কর্‌ছেন!

ভব। মহাশয়, আপনি বসুন! (গঙ্গাভারতীর উপবেশন।)

(কঞ্চুকী ও সত্যবতীর প্রবেশ।)

(সত্যবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ, এই আপনার মহি-ষীকে গ্রহণ করুন।

রাজা। (উত্থান পূর্ব্বক) কি! মহিষী জীবিত আছেন!

সত্য। (প্রণাম করিয়া) নাথ, এত দিনে কি এ হতভাগি-নীকে মনে হল?

ভব। পিতাকে প্রণাম করুন।

সত্য। পিতা, আপনারও চরণ দর্শন পেলেম। (প্রণাম।)

গঙ্গা। সত্যবতি, সুখী হও, আহ্লাদ আর আমার শরীরে ধরে না।

রাজা। মহিষি, তুমি যদি এ পামর স্বামীকে ঘৃণা না কর, তবে তোমার হস্ত ধারণে সাহসী হই।

সত্য। নাথ, এ দাসী এ ষোড়শবৎসরের মধ্যে একবারও মনে মনেও স্বামীকে ঘৃণা করে নাই, সকলই অদৃষ্টের দোষ বল্যে মনকে প্রবোধ দিয়েছে। (রাজার হস্তধারণ।)

গঙ্গা। আজ্ আমি পৃথিবীর চরম সুখলাভ কর্লেম!

রাজা। প্রিয়ে, তুমি কোন্ দেবী সত্যবতী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছো? ভবভূতি, তুমি আজ্ আমাকে পবিত্র আনন্দের স্রোতে ভাসালে! এখন একবার এর সমুদয় বৃত্তান্ত বল।

ভব। আজ্ঞা প্রতিপালন না কর্যে এ দাস অপরাধী হয়েছে, আগে মহারাজের ক্ষমার আদেশ হোক্।

রাজা। ভবভূতি, তুমিই আমাকে ক্ষমা কর।—বল, বল?

ভব। তবে শুনুন, মহিষী সত্যবতীর অকারণ প্রাণদণ্ডের নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে কোন মতেই আমার প্রবৃত্তি হল না, আমি মহিষীকে লয়ে এসে রাজপুরীর পাতাল গৃহে রাখ্লেম, আর কালে পাছে প্রকাশ হয় বল্যে সেই নরহন্তাদ্বয়কে অনেক অর্থের দ্বারা বশীভূত কর্যে সিংহল দ্বীপের স্বর্ণখনি খননে প্রেরণ করলেম, কেবল মাত্র এই বৃদ্ধ কিঙ্করকে (কঞ্চুকীকে দেখাইয়া) জ্ঞাত কর্লেম। মহিষী পাতালগৃহে রইলেন, আর কঞ্চুকী মহারাজের ভোজনাবশিষ্ট প্রদান করেন তাই আহার কর্যে জীবন ধারণ কর্তে লাগ্লেন।

রাজা। (রোদন করিয়া) আহা! প্রিয়ে, তোমার এত ক্লেশ! ভবভূতি, বল, বল? কঞ্চুকি, তুই আমাকে জন্মের মত একেবারে বদ্ধ করেছিস্!

ভব। তার পর, কনিষ্ঠ মহিষীর বিশ্বাসঘাতকতা আর নরহত্যা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠলো। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অপরিমিত-আদর-সুলভ রাজ-অন্তরে কদাপি বিশ্বাস হবে না, বরং আমাদেরই প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা, এই ভয়ে প্রতীক্ষা করতে

লাগলেম। তার পর মহারাজ আমাকে পদচ্যুত কর্‌লেন। পাছে আমার স্থানান্তর গমনে মহিষীর কোন বিপদ ঘটে, এবং আর আর কারণে, আমি রাজপুরী পরিত্যাগ না করো প্রতীহারীর স্বরূপে রাজপুরীতেই থাক্‌লেম। তার পর পবিত্র চরিত্রবান মন্মথ কিরাতীর প্রবঞ্চনায় জন্মতিথি উৎসবের রজনীতে রাজশয়নাগারে নীত হন, পাছে মন্মথের কোন বিপদ ঘটে সেই জন্যে আমারই নির্দ্দেশ মতে মহিষী সেই সময় প্রথমে দেবযোনি রূপে আপনার নিদ্রাভঙ্গ করেন। আপনি শয়নাগারের দ্বারে উপস্থিত হলে মহিষী মন্মথকে রাজ বিবাহের অঙ্গুরী দিয়ে বিদায় করেন। অঙ্গুরীর প্রভাবে মন্মথ কালকেতুর হস্ত হতে উদ্ধার হন। আর সেই সময় কালকেতুকে প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া মানভূমির নর-হত্যার নির্দ্দেশ স্বরূপ সেই পত্র সংগ্রহ করেন। মহিষীর অভিলাষ পূর্ণ হল না, আর অঙ্গুরীর প্রভাবে মন্মথ চন্দ্রাবতী উদ্ধারার্থে রাজপুরীতে প্রবেশ করেন, নিষ্ঠুর সুবাহুর হস্ত হতে বারম্বার কামামুঞ্জরীর সতীত্ব রক্ষা করেন, এই সকল কারণে সুবাহু মহিষী ও কিরাতী যোগ করো মন্মথকে বন্দী করেন এবং বল-দেবের মজুরের নৌকায় তুলে দেন। এখানে আপনি সুবাহুর মন্ত্রণায় চন্দ্রাবতীকে কপট বিবাহ কর্‌তে ভান করেন, আমারই নির্দ্দেশ মতে রক্তবর্ণ আলোর মধ্যে মহিষী দেবযোনি-রূপে প্রকাশ হয়ে বিবাহ ভঙ্গ করেন। তার পর এই সকল উপস্থিত।

রাজা। ধন্য! ভবভূতি, ধন্য!

ভব। মহারাজ, অনুসন্ধান দ্বারা এ ও স্থির হয়েছে যে, রাণী পূর্ণকেশী মহারাজ মানসিংহের পাটেশ্বরীর গর্ভজাত কন্যা নয়, কোন দাসীকন্যা, তিনি প্রতিপালন করেছিলেন মাত্র।

রাজা। অ্যাঁ! বল কি ভবভূতি?

গঙ্গা। হতে পারে, আকরের দোষ ভিন্ন এরূপ কুচরিত্র ঘটে না।

(প্রতীহারীর প্রবেশ।)

প্রতী। মহারাজ, একজন সন্ন্যাসী রাজদ্বারে বড়ই উৎপাত কর্‌ছেন।

রাজা। এ আবার কি বিপদ! এ সময় আবার সন্ন্যাসীর উৎপাত কেন? ভাল, তাঁকে নিয়ে এসো?

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

সত্য। নাথ, শোকে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হচ্ছে!

রাজা। কেন প্রিয়ে? আবার শোক কিসের?

সত্য। সকলই সেই হল, কেবল আমার হৃদয়-কুসুমটী গেল! কুমারী রত্নে বঞ্চিত হয়ে এমন সুখে আমার দুঃখই উপস্থিত হচ্ছে! (চক্ষুমোচন।)

(নারায়ণদেবের প্রবেশ।)

নারা। রে পাপিষ্ঠ রাজন্! আমার কন্যা চন্দ্রাবতীকে এখনি প্রদান কর্। নচেৎ আমি শাপে এই রাজপুরীকে দগ্ধ করি।

ভব। আপনি ত দেখ্‌ছি একজন উদাসীন সন্ন্যাসী, চন্দ্রাবতী আপ্‌নার কন্যা কি প্রকারে?

নারা। আমি চন্দ্রাবতীর জন্মদাতা পিতা নই, প্রতিপালনকর্ত্তা।

(মন্মথ, চন্দ্রাবতী ও ইন্দুমালার প্রবেশ।)

রাজা। আঃ, রক্ষা হোক্! চন্দ্রাবতী জীবিত আছে! এখন বোধ হয় বিধাতা আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষা কর্‌বেন।

ভব। কেমন, এই চন্দ্রাবতী আপ্‌নার কন্যা?

নারা। হাঁ, এই পূর্ণশশীই আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব।

মন্ম। এই যে, মোহন্তও উপস্থিত হয়েছেন।

চন্দ্রা। পিতা, প্রণাম করি। (প্রণাম।)

নারা। চিরজীবী হও।

ইন্দু। (মোহন্তকে প্রণাম করিয়া) আমি সেই পর্য্যন্ত এই মানভূমিতে আপ্‌নার শিষ্য কপিলের বেশে মহারাজের নিকট চন্দ্রাবতী প্রার্থনা কর্‌ছি। আর কামামুঞ্জরী নামে মহিষীর গায়িকা হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে সন্ধান কর্‌ছি।

নারা। ইন্দুমালা, ধন্য তোমাদের সখ্যভাব!

রাজা। কি আশ্চর্য্য! চন্দ্রাবতী উদ্ধারের জন্য এমন ষড়যন্ত্র হয়েছিল!

মন্ম। (মোহন্তের প্রতি) দেব, মহারাজ বীরেন্দ্রকেশরী আমার পিতার পরম বন্ধু, আমার পরিচয় পেয়ে ইচ্ছাবরা চন্দ্রাবতীর আশা পরিত্যাগ করে্য, আর এই মানভূমি আমার হস্তে সমর্পণ করে্য স্বরাজ্যে গমন কর্‌লেন।

নারা। আপ্‌নিই বা কে?

ভব। রাজা মাধবেন্দ্র রায়ের পুত্র।

নারা। মাধবেন্দ্র যে আমারও পরম বন্ধু।

ভব। ভালই হল, তবে মন্মথের চন্দ্রাবতী লাভে আর আপ্‌নার অন্য মত নাই?

নারা। কিন্তু মানভূমির সিংহাসন যে আমার চন্দ্রাবতীর অদৃষ্ট-লিপি।

চন্দ্রা। পিতা, আর আমার সিংহাসনে আবশ্যক নাই, সে দুরদৃষ্টের কথা আর মুখে আন্‌বেন না।

সত্য। (স্বগত) চন্দ্রাবতীকে দেখে আজ আমার মন এমন হচ্ছে কেন? এ দুঃখিনী অবলাকে একবার কোলে করে্য মুখ চুম্বন কর্‌তে যেন আমি অস্থির হয়ে উঠ্‌ছি।——

ভব। (স্বগত) যাহোক, ব্রাহ্মণের রাগ ত শান্তি হল, বোধ হয় চন্দ্রাবতীই সেই! (প্রকাশে) ভাল, নারায়ণদেব, এ কন্যা কার্ তা আপ্‌নি জানেন না, আপ্‌নি এ কন্যাকে কি প্রকারে পেলেন?

নারা। আমি একদিন দামোদরের তীরে ধ্যানে মুদিত-নয়নে

সম, ধ্যানভঙ্গে দেখি একটী সদ্যপ্রসূতা কন্যা আমার ক্রোড়ে
ছে; সে কন্যা এই চন্দ্রাবতী।

ভব। আঃ! নিশ্চিন্ত হলেম! মহারাজ, মহিষি, এই আপ-
র কন্যাকে গ্রহণ করুন।

রাজা। কি! চন্দ্রাবতী আমাদের হৃদয়ের ধন!

সত্য। (মস্তকে হস্ত দিয়া) বাছা রে! তুমি কত দুঃখ
য়ছো!

গঙ্গা। ধন্য ভবভূতি!

চন্দ্রা। মা, তুমি দেবযোনি নও, আমার সাক্ষাৎ জননী! তবে
তোমার চরণ ধরে্য দেহ পবিত্র করি? (প্রণাম।)

সত্য। মা, তোমার পিতাকে প্রণাম কর। মাতামহকে
াম কর।

চন্দ্রা। (সকলকে প্রণাম করিয়া) পিতা, সকলই অদৃষ্টের
দোষ।

রাজা। (শিরশ্চুম্বন করিয়া) মা, পিতার সকল দোষ ক্ষমা
কর।

ভব। মহারাজ, চন্দ্রাবতীর পৃষ্ঠদেশে জামাকৃতি কাল
জড়ুল দেখুন, আর সিদ্ধ পুরুষের গণনা স্মরণ করুন।

রাজা। (দেখিয়া) হাঁ, আমার প্রথম অপত্যের এই লক্ষণ।

ভব। এই চিরকিঙ্কর চন্দ্রাবতীকে দামোদরে নিক্ষেপ না
করে্য এই সন্ন্যাসীর ক্রোড়ে সমর্পণ করে্য এসেছিল।

রাজা। ভবভূতি, তুমি আমাকে একেবারে সুখের সাগরে
ভাসালে!

মন্ম। মহারাজ, কন্যারত্ন লাভ করলেন, মানভূমির নর-
হত্যার নিরাকরণকারীও সম্মুখে উপস্থিত,——

রাজা। মন্মথ, চন্দ্রাবতী ত আত্ম-সমর্পণ করেছেন, তবে
আমাকে কন্যাদানের ফল প্রদানের জন্যেই তোমার এই অনু-
রোধ। (চন্দ্রাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া) এসো ত মা আমার?

(মন্মথের হস্তে প্রদান করিয়া) মন্মথ, জীবনের সর্ব্বস্ব মাত্র তোমাকে অর্পণ কর্‌লেম।

সত্য। মা, চিরদিন স্বামীর অনুগত হইও।

রাজা। আর যখন বীরেন্দ্র তোমাকেই মানভূমি গিয়েছেন তখন এ রাজ্য ধর্ম্মতঃ তোমারই; এখন আমার চন্দ্রাবতীর অদৃষ্ট লিপিও সফল হল, মোহন্তবরের মনস্কামনাও সিদ্ধি হল, এসো, তোমাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করি। (রাজা ও মহিষী স্ব স্ব সম্মুখে মন্মথ ও চন্দ্রাবতীকে লইয়া সিংহাসনে উপবেশন।)

সকলে। আজ্ কি সুখের দিন!

নারা। নবদম্পতী চিরজীবী হোন্!

চন্দ্রা। (ইন্দুমালা প্রতি) সখি, বিধাতা আমার অ যে, আবার এত সুখ সঞ্চিত রেখেছিলেন তা আমি স্ব জান্‌তেম না।

রাজা। ভবভূতি, তুমি যে আমার কি পরমবন্ধু তা আর কি বল্‌বো! তোমা হতেই আমার রাজ্য, রাজমহিষী, কন্যা, জামাতা, সকলই। আমি চিরকালের জন্যে তোমার কেনা হয়ে রইলেম। বল, এখন তোমার কি অভিলাষ পরিপূর্ণ করে আনন্দ প্রকাশ করি?

ভব। মহারাজ, কিঙ্কর স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেছে তার আবার পুরস্কার কি? তবে যদি নিতান্তই কিছু প্রদানে ইচ্ছা হয়, এই করুন নারায়ণদেবের চন্দ্রাবতী প্রতিপালনের পুরস্কার স্বরূপ বৈদ্যনাথের মোহান্তাই এঁকে প্রদান করা হোক্, এঁর চিরকামনা সিদ্ধি হোক্, এখনো সে পদে কাকেও রাজতিলক প্রদত্ত হয় নাই।

রাজা। এখনি, তার অন্যথা কি!

নারা। রাজপ্রসাদ অসীম!

ভব। মহারাজ, অধীনের প্রতি আর কি আজ্ঞা হয়?

রাজা। পৃথিবীর সার সুখ সম্ভোগের আর ত কিছুই অপেক্ষা নাই। এখন (ইন্দুমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া) এই সাবিত্রী সদৃশ সতীলক্ষ্মীকে তারাপুরের রাজমহিষী করতে পারলে পরম সুখী হই ; এতে তোমরা সকলেই যত্নবান হও।

মন্ত্রী। বীরেন্দ্রকেশরীরও ইচ্ছা এইরূপ।

রাজা। এখন ইন্দুমালা এই উৎসবে একটী, সংগীত করলে সুখের শেষ হয়।

ইন্দু। যে আজ্ঞে, মহারাজ।

(গীত।)

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

ওহে মহারাজ, দেখ আজ, ভাসিল সুখেতে,
তোমার এ রাজভবন।
মনোলোভা, কিবা শোভা, শোভিল তব,
রাজ-সিংহাসন॥
জিনি সরোজিনী বিমল ভাতি,
বিরাজিল রাণী সত্যবতী,
কোলে কমলা চন্দ্রাবতী সতী,
মোহিল জগজ্জন নয়ন।
প্রকাশিল তোমার পুণ্যফল,
বিবাদী বিধি অনুকূল হল,
ঘটাইল এ সুখ সু-বিমল,
উথলিল সবার মন॥

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্তঃ।